এসএসএস

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)

এসএসএস-পৌর আইডিয়াল
হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের একাংশ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

এসএসএস

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

আব্দুল হামিদ ভূইয়া
নির্বাহী পরিচালক

রচনা ও সম্পাদনায়

প্রকাশনা বিভাগ

সহযোগিতায়

এসএসএস-এর আন্তঃবিভাগসমূহ

এসএসএস কর্তৃক প্রকাশিত।

সভাপতির বাণী...

এসএসএস-এর অগ্রযাত্রায় যুক্ত হলো আরও একটি বছর। বিদ্যমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সংস্থার কার্যক্রম ছিল গতিশীল। সকল কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ নিয়ে প্রকাশ করা হলো: এসএসএস বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২। অত্যন্ত আনন্দের সাথে সকলকে জানাচ্ছি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চলছে মহামারী ও অর্থনৈতিক মন্দা। তথাপি, সংস্থার উন্নয়ন প্রচেষ্টা ছিল গতিশীল। নির্মোহ কর্মস্পৃহায় অর্জিত হয় সাফল্য ও প্রবৃদ্ধি। এই অর্জনের সমভাগীদার--সংস্থার নিবেদিতপ্রাণ সকল কর্মকর্তা-কর্মী। প্রান্তিক স্তরে কাজ করে যাচ্ছেন উন্নয়ন-সদস্যবৃন্দ। সংশ্লিষ্ট সকলকেই জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

এসএসএস-এর জনবান্ধব কর্মকাণ্ডে পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। সাধারণ জনগোষ্ঠী সম্পদ-সক্ষমতা ও সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহারে সুযোগ পাচ্ছে। তারা উৎপাদন ও ক্রমাগত উন্নয়ন ভাবনায় এগিয়ে যাচ্ছে। সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি পরিষেবা, সহজাত মানবতা ও ইতিবাচক নেতৃত্ব উন্নয়নের পথ তৈরি করছে। ফলে, প্রান্তিক-স্তরে আয়বর্ধন ও জীবনমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংস্থার কর্মপন্থা উন্নয়ন পরিমণ্ডলে অনুকৃত। সুনামের সাথে স্বীকৃত।

২০২১-২২ অর্থবছরে এসএসএস পরিবারের সদস্য, বিশেষ করে: কর্মী ও উন্নয়ন-সদস্যবৃন্দ--যাঁদেরকে আমরা চিরদিনের জন্য হারিয়েছি, তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। মহান সৃষ্টিকর্তা ঐ সকল বিদেহী আত্মাকে পরম প্রশান্তি দান করুক--এই আমাদের প্রার্থনা।

সংস্থার সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পর্ষদের সম্মানিত সকল সদস্য, দাতা ও উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা: সকলের সহায়তা ও সার্থক সম্পৃক্ততায় এসএসএস প্রজ্বলিত--সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। এসএসএস-এর উদীয়মান উন্নয়ন শিখা, অনন্ত ধারায় চলমান থাকুক--এই কামনায় শেষ করছি।

মুর্শেদ আলম সরকার
সভাপতি, এসএসএস।

নির্বাহী পরিচালকের বাণী...

সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা। বিভিন্ন ঘটনা-প্রবাহে আমরা অতিক্রম করলাম ২০২১-২২ অর্থবছর। সকলের প্রতিশ্রুতি ও প্রচেষ্টায় এসএসএস এগিয়ে চলছে। বিগত অর্থবছরের কর্মসম্পাদন ও অর্জন নিয়ে রচিত হলো: এসএসএস বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২।

এসএসএস দেশের অন্যতম উন্নয়ন সংস্থা। সংস্থার বস্তুনিষ্ঠ কর্মকৌশল, অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ও কারিগরি পরিষেবা কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ, ছোট ব্যবসা, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, পরিবহন, প্রত্যক্ষসেবা ও অন্যান্য খাতে উপযোগ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। ফলে, সাধারণ মানুষের আয়, সম্পদ ও জীবনমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের পথ। সংস্থার কর্মপ্রচেষ্টায় সৃষ্টি হয়েছে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার উদ্যোক্তা। এগিয়ে চলছে জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নয়ন। ৩০ জুন ২০২২ প্রান্তে সংস্থা ৫,৯৯১ জন কর্মী ও ৫৫১টি শাখার মাধ্যমে ৯,৪৯,৪৫৭টি পরিবারকে পরিষেবা প্রদান করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ করা হয় ৬,১৯৪.৪৪ কোটি টাকা।

এসএসএস সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে অবস্থান করে। কোভিড-১৯এর দুঃসময়েও সংস্থার সকল পরিষেবা ছিল চলমান। অনুপ্রেরণা, আর্থিক পরিষেবা, ত্রাণ ও অনুদান, চিকিৎসাসেবা প্রদানসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড সংস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে বাস্তবায়ন করে যায়। উপকৃত হয় সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার স্বাস্থ্য কর্মসূচি হতে ১,১৪,৭৯২ জন রোগী, শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচি হতে ২,২৬৮ জন ছাত্রছাত্রী, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি হতে ১,১০৬ জন প্রবীণ পরিষেবা গ্রহণ করেন। সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ কর্মকাণ্ডে (অনুদান হিসেবে) সংস্থার ব্যয় হয় ১২.৫৯ কোটি টাকা।

সমন্বিত উন্নয়ন অর্জন এসএসএস-এর অন্যতম ভাবনা। এরই অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ: সংস্থা কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ খাতে তথ্যগত, আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তি হস্তান্তর-বিষয়ক পরিষেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ফলে কর্মএলাকায় বেশকিছু স্থিতিশীল উদ্যোগ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। এরমধ্যে ড্রাগনফল চাষ সম্প্রসারণ, পেস (গাভিপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন), দেশি ও কাদারনাথ জাতের মুরগিপালন প্রকল্প অন্যতম। অন্যদিকে অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন (নেম), এসইপি প্রকল্পের উপপ্রকল্প--উত্তম কৃষি কলাকৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে মধুপুর অঞ্চলের আনারসের গুণগতমান উন্নয়ন (আইপিজিএপি), জলবায়ু পরিবর্তন ও বন্যা (ইসিসিসিপি-ফ্লাড) এবং গ্রামীণ ক্ষুদ্র-উদ্যোগ সম্প্রসারণ (আরএমটিপি) প্রকল্প পরিবেশ সংরক্ষণ, জীবনমান উন্নয়ন ও নিরাপদ ফলমূল উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা প্রদর্শন করে যাচ্ছে।

পরিষেবার গুণগত উৎকর্ষসাধন ও সংস্করণে এসএসএস অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আদর্শ নীতি, কর্মপদ্ধতি ও নেতৃত্ব, সুশাসন, দক্ষতা, স্বচ্ছতা, প্রযুক্তির ব্যবহার ও পেশাদার মনোবৃত্তির চর্চা অনুসৃত হচ্ছে। সুনিপুণ মানবসম্পদ তৈরিতে গ্রহণ করা হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। ২০২১-২২ সময়সীমায় সংস্থা ২,২৯৮ জন কর্মী এবং ৪,১৩৩ জন সদস্যকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

পরিষেবার গুণগত উৎকর্ষসাধন ও সংস্করণে এসএসএস অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আদর্শ নীতি, কর্মপদ্ধতি ও নেতৃত্ব, সুশাসন, দক্ষতা, স্বচ্ছতা, প্রযুক্তির ব্যবহার ও পেশাদার মনোবৃত্তির চর্চা অনুসৃত হচ্ছে। সুনিপুণ মানবসম্পদ তৈরিতে গ্রহণ করা হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। ২০২১-২২ সময়সীমায় সংস্থা ২,২৯৮ জন কর্মী এবং ৪,১৩৩ জন সদস্যকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

সাধারণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ-বর্ধন ও উন্নয়ন-সাধনে সংস্থা এগিয়ে চলছে। অর্জন করেছে সুনাম ও স্বীকৃতি। এর পিছনে রয়েছে সকলের ক্রমাগত সহায়তা ও সদিচ্ছা। এমআরএ, পিকেএসএফ, এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, সরকারি বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি এবং সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। সকল কর্মী ও উন্নয়ন-সদস্যদের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। সকলের জন্য শুভকামনা।

AHBhuiyan

আব্দুল হামিদ ভূইয়া
নির্বাহী পরিচালক, এসএসএস।

পর্ষদ

বার্ষিক সাধারণ সভা

কার্যনির্বাহী পর্ষদ

সাধারণ পর্ষদ

কার্যনির্বাহী পর্ষদ

মুর্শেদ আলম সরকার
সভাপতি

মো. আব্দুর রউফ খান
সহসভাপতি

নিলুফার ইয়াসমিন
কোষাধ্যক্ষ

কাজী জাকেরুল মওলা
সদস্য

অধ্যাপক উৎপল কুমার সিংহ রায়
সদস্য

মো. আলাউদ্দিন প্রধান
সদস্য

মমতাজ বেগম
সদস্য

অধ্যাপক মো. আব্দুল বারী
সদস্য

লায়লা ভূইয়া
সদস্য

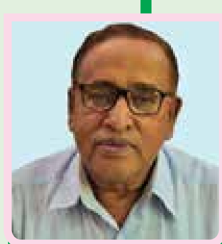

আব্দুল হামিদ ভূইয়া
সদস্য সচিব

সাধারণ পর্ষদ

মুর্শেদ আলম সরকার
সভাপতি

মো. আব্দুর রউফ খান
সহসভাপতি

নিলুফার ইয়াসমিন
কোষাধ্যক্ষ

কাজী জাকেরুল মওলা
সদস্য

অধ্যাপক উৎপল কুমার সিংহ রায়
সদস্য

মো. আলাউদ্দিন প্রধান
সদস্য

মমতাজ বেগম
সদস্য

অধ্যাপক মো. আব্দুল বারী
সদস্য

লায়লা ভূইয়া
সদস্য

তাহমিনা পারভীন
সদস্য

প্রতিমা দেবী
সদস্য

মো. আব্দুস সবুর মিয়া
সদস্য

মো. আব্দুল খালেক
সদস্য

ডা. ফিরোজা বেগম
সদস্য

তানভীর রেজা
সদস্য

মো. এনামুল হক খান
সদস্য

মো. লিয়াকত আলী খান
সদস্য

এসএম পারভেজ (শিমুল)
সদস্য

সেলিম হোসেন ভূঞা
সদস্য

ড. মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সদস্য

নাজমুন নাহার
সদস্য

অপর্ণা পাল
সদস্য

Organogram of SSS

Abbreviation

DD	= Deputy Director	PO	= Program Officer
AD	= Assistant Director	BM	= Branch Manager
SPM	= Senior Program Manager	OBM	= Operational Branch Manager
ASPM	= Asst. Senior Program Manager	ABM	= Assistant Branch Manager
PM	= Program Manager	BA	= Branch Accountant
SPO	= SeniorProgram Officer	AVCF	= Assistant Value Chain Facilitator
APO	= Asst.Program Officer	VC	= Vehicle Supervisor
ZM	= Zonal Manager	ZA	= Zonal Accountant
AM	= Area Manager	MLSS	= Member of Lower Subordinate Staff

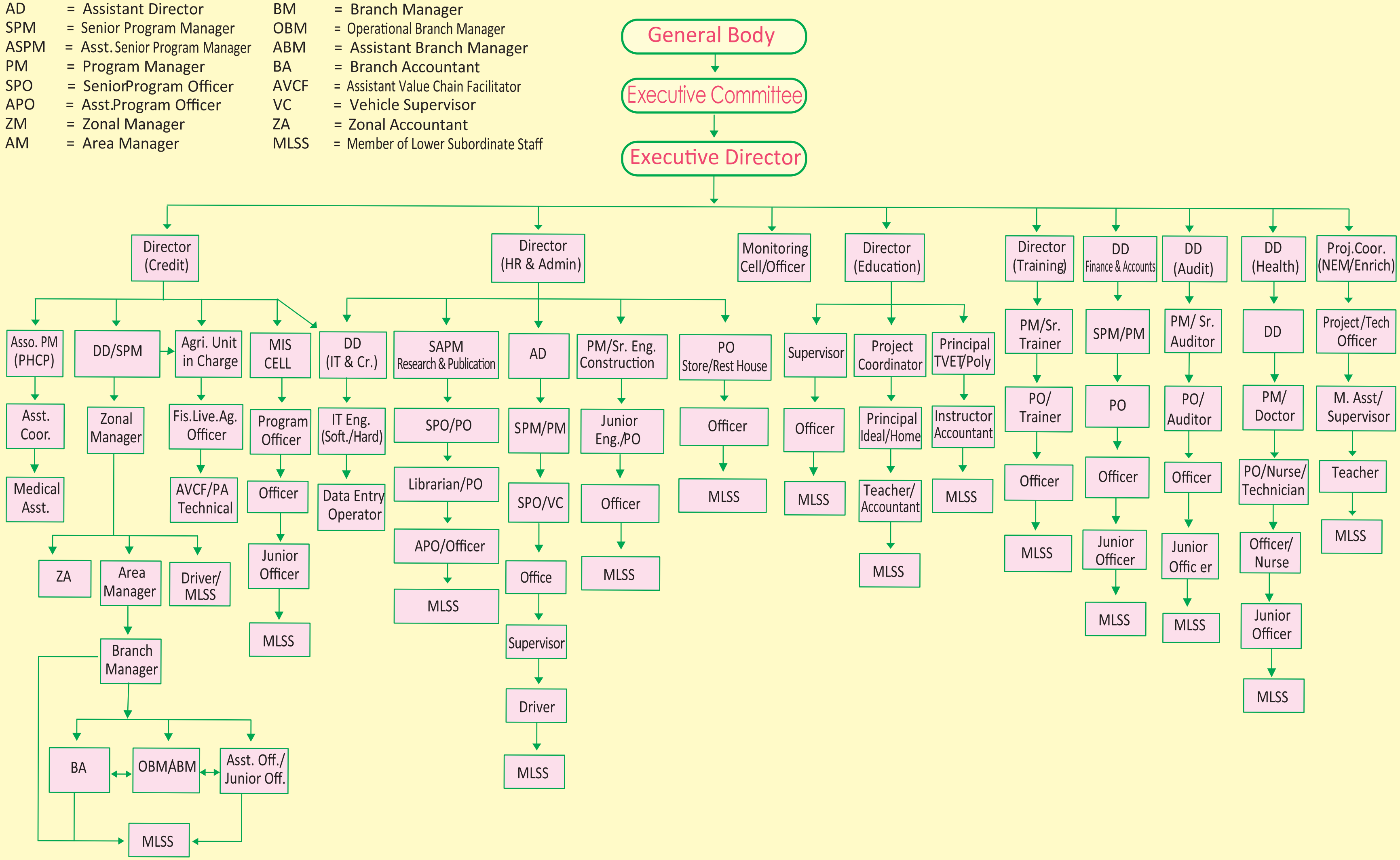

এসএসএস-এর কর্মএলাকা (জেলা)

৩০ জুন ২০২২ প্রান্তে

জেলা: ৪২টি

কল্যাণ ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় এসএসএস-এর তিন-যুগ...

- জেলার সংখ্যা: ৪২টি
- শাখার সংখ্যা: ৫৫১টি
- মানবসম্পদ: ৫,৯৯১ জন
- উন্নয়ন-সদস্য: ৯,৪৯,৪৫৭টি পরিবার
- ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ: ৩৩,৩১৪.৯৪ কোটি টাকা
- উদ্যোক্তা: ১,৯৩,৫২৩ জন
- সামাজিক প্রতিষ্ঠান: ৯টি

এসএসএস-এর সূচনা: ১৯৮৬ সাল

এসএসএস-এর সামাজিক প্রতিষ্ঠান:

- এসএসএস হাসপাতাল,
- এসএসএস চক্ষু বিভাগ,
- এসএসএস-পৌর আড়িয়াল হাই স্কুল,
- এসএসএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম,
- এসএসএস টিভিইটি ইনস্টিটিউট,
- এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও
- এসএসএস রেস্ট হাউস।

মৌলিক কার্যক্রম...

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন এবং ইসিসিসিপি-ফ্লাড

অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন (নেম) ও সমৃদ্ধি

কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদঃ

- এসইপি
- আরএমটিপি
- পেস

আর্থিক পরিষেবাঃ

- ঋণ ও সঞ্চয়
- সুরক্ষা তহবিল
- বৈদেশিক মুদ্রা স্থানান্তর

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন; সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ; সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও কৈশোর উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রকাশনা

স্বাস্থ্যসেবাঃ

- এসএসএস হাসপাতাল
- এসএসএস চক্ষু বিভাগ
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

শিক্ষা ও শিশু উন্নয়নঃ

- পৌর আড়িয়াল হাই স্কুল
- সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম
- গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষা
- এসএসএস টিভিইটি ও এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
- শিক্ষাবৃত্তি

শব্দ সংক্ষেপ

ABM	Assistant Branch Manager
AGM	Annual General Meeting
AM	Area Manager
BA	Branch Accountant
BM	Branch Manager
CDF	Credit and Development Forum
CHV	Community Health Volunteer
COVID	Corona Virus Disease
EC	Executive Committee
ENRICH	Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households towards Elimination of their Poverty
FNB	Federation of NGOs in Bangladesh
GB	General Body
IGA	Income Generating Activities
IPGAP	Improvement of Pineapple Qualities through Good Agricultural Practices of Madhupur Zone
KGF	Kuwait Goodwill Fund for Promotion of Food Security in Islamic Countries
LIFT	Learning and Innovation Fund to Test New Ideas
LSP	Livestock Service Provider
MRA	Microcredit Regulatory Authority
NEM	Nation-building through Eradicating Malnutrition
NID	National Immunization Days
OBM	Operational Branch Manager
PACE	Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises
PHCP	Primary Healthcare Program
PKSF	Palli Karma-Sahayak Foundation
RMTP	Rural Microenterprise Transformation Project
SBA	Skilled Birth Attendant
SDG	Sustainable Development Goal
SEP	Sustainable Enterprise Project
SLIM	SSS Learning Institute for Microfinance
SPO	Senior Program Officer
SSS	Society for Social Service
TdH -NL	Terre-des Hommes-Netherlands
TVET	Technical and Vocational Education & Training
ZA	Zonal Accountant
ZM	Zonal Manager

সূচিপত্র

এসএসএস পরিচিতি - ১৭
পরিচালনা ও সুশাসনের রূপরেখা - - - - - - - - - - - - - - ৩১
ম্যানেজমেন্ট হাইলাইট - - - - - - - - - - - - - - - - - ৩৫
এসএসএস-এর বিগত ১৫ বছর: ক্রমবিকাশের পুঞ্জি - - - - ৪০
দারিদ্র্য দূরীকরণে এসএসএস-এর মৌলিক সংশ্লিষ্টতা - - - - ৪৩
এসএসএস-এর কর্মসূচি:

- অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি - - - - - - - - - - - - ৪৮
- সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি - - - - - - - - - - - - - - ৬৫
- প্রজ্ঞা, সম্ভাবনা ও সক্ষমতার উন্নয়ন কর্মসূচি - - - - ৮৪

এসএসএস-এর ঘটনা-প্রবাহ - - - - - - - - - - - - - - - ৯৩
অডিটরস ও আর্থিক প্রতিবেদন - - - - - - - - - - - - - - ৯৬
ক্রেডিট রেটিং - ১০৩
উপসংহার - ১০৪

একনজরে এসএসএস

বিবরণী	৩০ জুন ২০২১	৩০ জুন ২০২২
জেলা (সংখ্যা)	৩৫	৪২
উপজেলা (সংখ্যা)	২০৬	৩২৮
ইউনিয়ন (সংখ্যা)	৪,১৬০	৫৫৬৭
গ্রাম (সংখ্যা)	১৮,১৩৩	২২৯৯৬
জোন (সংখ্যা)	১৭	১৮
এরিয়া (সংখ্যা)	৭৪	৯০
শাখা (সংখ্যা)	৪৩৮	৫৫১
প্রশিক্ষণ সেন্টার (সংখ্যা)	২	২
সমিতি (সংখ্যা)	৩৩,৭৮৩	৪০,৩০৭
উন্নয়ন-সদস্য (ক্ষুদ্রঋণ, সংখ্যা)	৭,৬৭,৬৮৫	৯,৪৭,১৮৯
সুবিধাভোগী (সংখ্যা)	৭,৭০,০৪৪	৯,৪৯,৪৫৭
সঞ্চয়স্থিতি (কোটি টাকা)	১,২৪৫.২৫	১৬২৭.৭৪
ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	৪,৩০৪.৫৪	৬১৯৪.৪৪
ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	২,৪৮৩.১০	৩৫৯৪.৪১
আদায়ের হার (শতাংশ)	৯৯.৮৪	৯৯.৩৭
ঋণ গ্রহীতা (সংখ্যা)	৬,০০,১০০	৭৩৬৮৪৩
উদ্যোক্তা (সংখ্যা)	১,৪৭,০১৩	১৯৩৫২৩
উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহীতা (সংখ্যা)	১,১১,৭২৯	১৪৩০৮২
উদ্যোগী ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	১,৬১১.৬১	২৩৪৫.৩৪
উদ্যোগী ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	১,০৭৩.১১	১৫৩৯.০৯
ঋণী-সদস্য অনুপাত (শতাংশ)	৭৮.১৭	৭৭.৭৯
সঞ্চয়-ঋণস্থিতি অনুপাত (শতাংশ)	৪৯.৯৬	৪৫.০৯
ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত	২.৩৬:১	২.৭১:১
ঋণ উৎপাদনশীলতা (লক্ষ টাকা)	১০৮.০৫	১৩২
গড় বিতরণ (কর্মী প্রতি লক্ষ টাকা)	১৮৭.৩২	২২৭.৪৮
এসএসএস হাসপাতাল	১	১
এসএসএস চক্ষু বিভাগ	১	১
প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (সংখ্যা)	৩৩	৩৩
এসএসএস-পৌর আড়িয়াল হাই স্কুল	১	১
এসএসএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম	১	১
গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষা কেন্দ্র (সংখ্যা)	৮	৮
কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	১	১
এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	১	১
রেস্ট হাউস	১	১
কর্মী সংখ্যা	**৫,০৮৮**	**৫,৯৯১**
নারী	১,২০৩	১,৩৬৯
পুরুষ	৩,৮৮৫	৪,৬২২

এসএসএস পরিচিতি

- এসএসএস পরিচিতি
- ভিশন ও মিশন
- উদ্দেশ্য, কর্মকৌশল ও পদ্ধতি
- নৈতিকতা, মূলনীতি ও আচরণবিধি
- কর্মএলাকা
- আইনগত সত্তা
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা
- উন্নয়ন নেটওয়ার্কিং সংস্থা
- ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ
- অগ্রগতির কতিপয় উল্লেখযোগ্য সূচক

এসএসএস পরিচিতি

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস) জাতীয়-পর্যায়ের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। ১৯৮৬ সালে কতিপয় উদ্যমী ব্যক্তির মানবহিতৈষী নিরন্তর প্রচেষ্টায় এসএসএস প্রতিষ্ঠিত হয়। এগিয়ে চলে কল্যাণ ও জনবান্ধব কর্মকাণ্ডে। ক্রমান্বয়ে যুক্ত হয় সৃজনশীলতা ও বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড। এসএসএস-এর সকল পরিষেবা উন্নয়ন-বর্ধনে নিয়োজিত, সাধারণ জনগোষ্ঠীর উৎকর্ষ-সাধনে নিবেদিত।

তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে, এসএসএস-এর অগ্রযাত্রা চলমান। গতিশীল এই ধারায়, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সংস্থা উৎকৃষ্ট কলাকৌশল অন্বেষণ করে যাচ্ছে। গৃহীত ও প্রবর্তিত ঐ-সকল কর্মপ্রণালী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, নেতৃত্ব, বাজার সম্প্রসারণ ও কাঠামোগত উন্নয়নে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করে চলছে। অগ্রগামী এ-সকল কর্মকাণ্ড সংস্থাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে অলঙ্কৃত করছে।

ভিশন

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন-সাধন এবং সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

মিশন

অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে সুসংগঠিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়নে বস্তুনিষ্ঠ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সম্পদ-সক্ষমতা-সম্ভাবনার সর্বোচ্চ বিকল্প ব্যবহার, অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবাপরিষেবা প্রদান এবং পরিবার ও সমাজের স্থিতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্য...

- জনসাধারণকে আর্থসামাজিক উন্নয়নে সুসংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করা;
- খাদ্যপুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা, চিকিৎসাসেবা প্রদান ও অপুষ্টি দূর করা;
- নিরাপদ নলকূপ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্থাপনে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- নির্যাতন, যৌতুক, অকারণে তালাক ও বহুবিবাহ প্রতিরোধে নারীদের উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
- বাল্যবিবাহ, কিশোর অপরাধ ও অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিহত করতে কল্যাণধর্মী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
- অনাথ শিশু, প্রবীণ ও অসহায় ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং সমাজ হতে ভিক্ষাবৃত্তি নির্মূল করা;
- শিশু-কিশোরদের বিদ্যালয়মুখী করা, শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গরিব মেধাবীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা;
- আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে আর্থিক সেবাপরিষেবা প্রদান এবং দারিদ্র্য বিমোচন করা;
- স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং
- পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং দুর্যোগোত্তর ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

কর্মকৌশল

সংস্থার উন্নয়ন কৌশল হলো: অভীষ্ট পরিবারসমূহে স্থিতিশীল আয় ও জীবিকার উন্নয়নে সম্পদ ও সম্ভাবনার সর্বোচ্চ বিকল্প ব্যবহার নিশ্চিত করা; যা পর্যায়ক্রমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, শান্তি ও ন্যায়নীতি-সম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে।

কর্মপদ্ধতি

এসএসএস-এর নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে: অসংগঠিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা; সমিতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে জীবন ও জীবিকা, পরিবেশ-পরিস্থিতি, অর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করা; শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, স্বাস্থ্যবিধি, শিক্ষা, সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; দক্ষ মানবসম্পদ ও মানবমূলধন তৈরি করা; স্থিতিশীল আয় ও জীবিকার ব্যবস্থা করা; স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্যোগ ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা; অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক পরিষেবা ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা; মূলধন সংগ্রহকরণ ও যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা; উন্নয়ন সম্প্রসারণে গবেষণা, উদ্ভাবন ও অনুসন্ধান পরিচালনা করা ইত্যাদি পন্থা অনুসৃত।

নৈতিকতা ও মূলনীতি

- উন্নয়নে বাস্তবসম্মত ও জনকেন্দ্রিক পদ্ধতি;
- কর্ম বাস্তবায়নে সততা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সৃজনশীলতা;
- কর্মকাণ্ডে মিতব্যয়, দক্ষতা, কার্যকারিতা ও পরিবেশ-বান্ধব ব্যবস্থা;
- কর্মপরিবেশে সুস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপত্তা ও কর্মী-বান্ধব পরিবেশ;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্ব-কর্তব্যে গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, পেশাদারিত্ব ও বিচক্ষণতা।

আচরণবিধি

এসএসএস-এর কর্মিবৃন্দ নিম্নলিখিত আচরণবিধি অনুসরণ করবে:

- সর্বধর্ম, সংস্কৃতি ও লিঙ্গের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন;
- সংস্থার ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মপদ্ধতি এবং গোপনীয়তায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা;
- কর্মীদের মধ্যে পারস্পারিক বিশ্বাস, দলবদ্ধ-কর্মসম্পাদন;
- সহযোগিতার মানসিকতা ও সমান-সুযোগ;
- ইতিবাচক নেতৃত্ব, মনোভাব ও সময়ানুবর্তিতা;
- সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও নিয়মের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন।

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ও সুবিধাভোগী

কর্মএলাকার সুবিধাবঞ্চিত, কিন্তু নিজের মঙ্গলবর্ধনে সচেষ্ট জনসাধারণ এসএসএস-এর অভীষ্ট জনগোষ্ঠী। সংস্থা পরিবারভিত্তিক উন্নয়ন দর্শনে বিশ্বাসী। কেননা, সমাজের মৌলিক পরিবর্তনে প্রতিটি পরিবার মুখ্য একক। সমাজের শিশু-কিশোর, যুবসমাজ, নারী-পুরুষ ও প্রবীণ সবাই ভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্থার উন্নয়ন-সদস্য (সুবিধাভোগী) হতে পারে।

- মোট সুবিধাভোগী: ৯,৪৯,৪৫৭টি পরিবার।
- নারী ৯,১৯,৭৩৩ জন,
- পুরুষ ২৭,৪৫৬ জন এবং
- শিশু-কিশোর ২,২৬৮ জন।

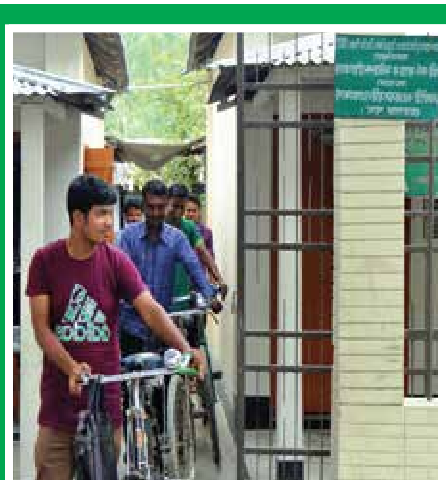

প্রধান ও ফাউন্ডেশন অফিসের তত্ত্বাবধানে রয়েছে মোট ৫,৯৯১ জন কর্মী।

অন্যদিকে পরোক্ষভাবে সংস্থা হতে প্রায় ৮০ লক্ষ পরিবার বিভিন্নভাবে সুবিধা গ্রহণ করছে।

কর্মএলাকা

৩০ জুন ২০২২ প্রান্তে সংস্থার কর্মএলাকা ৪২টি জেলায় সম্প্রসারিত। জেলাসমূহ হলো: ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, বগুড়া, নওগাঁ, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, রংপুর, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, রাজবাড়ী, যশোর ও সাতক্ষীরা। জেলাসমূহের অধীনে ২২,৯৯৬টি গ্রাম, ৫,৫৬৭টি ইউনিয়ন এবং ৩২৮টি উপজেলা রয়েছে।

প্রধান ও ফাউন্ডেশন অফিসের তত্ত্বাবধানে ১৮টি জোন, ৯০টি এরিয়া, ৫৫১টি শাখা ও আরও ৭টি প্রকল্প অফিসের মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

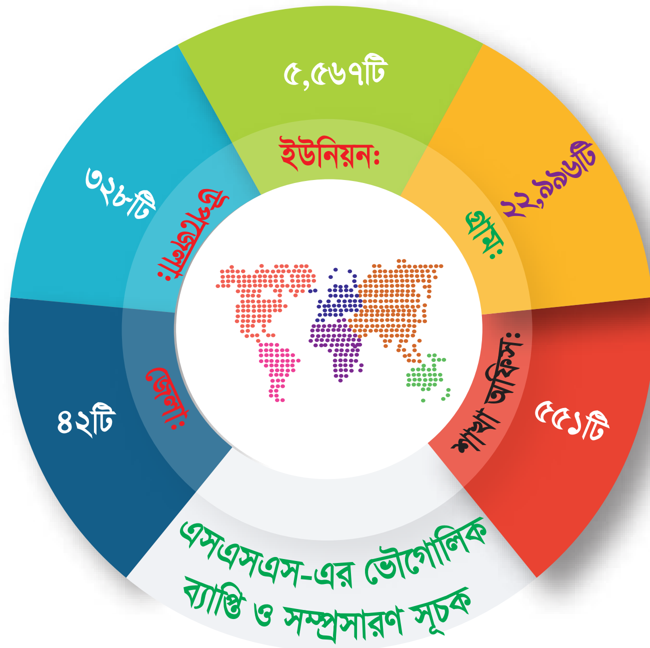

আইনগত সত্তা

এসএসএস দেশের সর্বোচ্চ-পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। সংস্থার বিদ্যমান রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- সমাজসেবা অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল [রেজিস্ট্রেশন নং: ট-০২১৩, তারিখ: ০২-০২-১৯৮৭];
- এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো [রেজিস্ট্রেশন নং: ৩৪৫, তারিখ: ৩০-০১-১৯৯০];
- জয়েন্ট স্টক কোম্পানিস ও ফার্মস, বাংলাদেশ [রেজিস্ট্রেশন নং: এস-৩৫৭৬(৩৬৫)/২০০৪];
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি--এমআরএ (লাইসেন্স নং: ০০৬৪৫-০১০০২-০০০২৫, তারিখ: ০৫-০৯-২০০৭)।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা...

- এশিয়া পার্টনারশিপ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (এপিএইচডি)
- সেভ দ্যা চিলড্রেন-ইউএসএ
- সেভ দ্যা চিলড্রেন-অস্ট্রেলিয়া
- কানাডিয়ান হাইকমিশন
- সিবিমো নেদারল্যান্ডস
- ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফএও)
- অ্যাসবে শ্রীলংকা
- রাড্ডা বার্নেন
- গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়া
- কেয়ার বংলাদেশ
- কনসার্ন বংলাদেশ
- ইউএসসিবি কানাডা
- ইনাফি-বাংলাদেশ ও এশিয়া
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
- স্ট্রমি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
- এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেল্‌থ
- টেরে ডেশ হোমস (টিডিএইচ)-নেদারল্যান্ডস
- ড্যানিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলোপমেন্ট এজেন্সি (ড্যানিডা)
- উইনরক ইন্টারন্যাশনাল
- ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)

- ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ)
- ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি)
- জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)
- ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও)
- চাইল্ড লেবার এলিমিনেশন একশন নেটওয়ার্ক
- বিশ্ব ব্যাংক
- বাংলাদেশ ব্যাংক
- ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড
- প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড
- ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড
- সিটি ব্যাংক লিমিটেড
- আইডিএলসি ফাইনান্স লিমিটেড
- আইপিডিসি ফাইনান্স লিমিটেড
- ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড
- উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড
- পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
- সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড
- ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড
- এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড
- স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড
- ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড
- শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

উন্নয়ন নেটওয়ার্কিং সংস্থা

- ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ (এফএনবি)
- বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম
- ক্রেডিট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)
- গণসাক্ষরতা অভিযান
- ইনাফি-বাংলাদেশ ও এশিয়া

২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ...

জনকল্যাণ ও মানবতার জন্য এসএসএস

বৈশ্বিক মহামারী, অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক সঙ্কটে অতিবাহিত হলো ২০২১-২২ অর্থবছর। প্রতিকূল এই পরিস্থিতির পরও এসএসএস সাধারণ মানুষের সেবায় সর্বদাই নিবেদিত ছিল। যথানিয়মে সকল ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যায়। উন্নয়ন সদস্যবৃন্দকে সঞ্চয়, ঋণ, কারিগরি ও অন্যান্য পরিষেবা দিয়ে যায়। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থা ৯,৪৭,১৮৯টি পরিবারে ৬,১৯৪.৪৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। উন্নয়ন সদস্যদেরকে বিভিন্ন সমস্যায় সহায়তা হিসেবে ৩৩.৬৩ কোটি টাকা সুরক্ষা তহবিল থেকে দেওয়া হয়। ১৭৯ জন ছাত্রছাত্রীর মাঝে ৩২.০২ লক্ষ টাকা শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে বিতরণ করা হয়।

সেবা প্রদানকারী নেটওয়ার্ক ও ভৌগোলিক সম্প্রসারণ

এসএসএস সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। সময়ের আবর্তে সংস্থা আরও অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে পরিষেবা দিতে ইচ্ছুক। এর জন্য দেশের প্রতিটি অঞ্চলে কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে দৃঢ় পরিকল্পনাও রয়েছে। ৩০ জুন ২০২২ প্রান্তে সংস্থা ৪২টি জেলার ৩২৮টি উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২২,৯৯৬টি গ্রামের জনগোষ্ঠী সংস্থার সেবা-পরিষেবায় সম্পৃক্ত হয়। উন্নয়ন ও মঙ্গলবর্ধনে সংস্থার ফাউন্ডেশন অফিসের তত্ত্বাবধানে, প্রধান কার্যালয়, ১৮টি জোন, ৯০টি এরিয়া, ৫৫১টি শাখা ও ৭টি প্রকল্প অফিস নিয়োজিত রয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় সংস্থায় ৭টি জেলা ও ১১৩টি নতুন শাখা যুক্ত হয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন

দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত সমাজ বিনির্মাণে এসএসএস-এর সকল কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সংস্থার সকল কর্মসূচি ও প্রকল্প সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিবেদিত। বস্তুনিষ্ঠ চাহিদা ও সমৃদ্ধি-সাধনে রূপায়িত। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়-সম্পদ-সক্ষমতার প্রবৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়নে আবর্তিত। নবভাবনা ও সৃজনশীলতায় সচেষ্ট। সংস্থার কর্মকাণ্ড ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিষেবা শহর ও পল্লী অর্থনীতিকে উৎপাদনশীলতায় আবদ্ধ করেছে। কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ, ছোট ব্যবসা, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি পোশাকশিল্প, পরিবহন, প্রত্যক্ষসেবা ও অন্যান্য খাতে উপযোগ তৈরিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে। ফলে, স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান তৈরির পথ সৃষ্টি হচ্ছে। কর্মস্পৃহা ও সাফল্য আঁকড়ে ধরে কাজ করে যাচ্ছেন উদীয়মান ১ লক্ষ ৯৩ হাজার উদ্যোক্তা। ক্ষমতায়ন ও স্বাবলম্বীর কাতারে রয়েছেন ৯ লক্ষ ১৫ হাজার নারী। নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটছে। প্রান্তিক-স্তরে আর্থসামাজিক নিরাপত্তা ও জীবনমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রসারিত হচ্ছে--অর্থনীতি ও সমৃদ্ধি।

অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির সূচক

এসএসএস গতিশীল-ধারায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রতিটি স্তরে (সদস্য, কর্মী ও সংস্থার) আর্থিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জন সংস্থার মূল লক্ষ্যবস্তু। ৩০ জুন ২০২২ প্রান্তে সংস্থার ছত্রতলে ৯,৪৯,৪৫৭টি পরিবার উন্নয়ন-সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬,১৯৪.৪৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণস্থিতি দাঁড়ায় ৩,৫৯৪.৪১ কোটি। ইক্যুইটির প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ০.৮৯ শতাংশ। ক্রমপুঞ্জিত ইক্যুইটি ১,০৪০.৪৫ কোটি টাকা। ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাত--২.৭১:১। সংস্থা ভৌগোলিক সম্প্রসারণে ২০ শতাংশ, ঋণবিতরণে ৪৩.৯০ শতাংশ এবং সঞ্চয়স্থিতিতে ৩০.৬৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে।

মৌলিক অর্থনীতিতে উদ্ভাবনী কর্মধারা ও সমৃদ্ধি

মৌলিক অর্থনীতি উন্নয়নের মূল চালিকা-শক্তি। সংস্থা কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ খাতের আধুনিকায়নে জোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তৃণমূলে আর্থিক টেকসহিতা অর্জনে উদ্ভাবনী ভাবনা, সুযোগ-সম্ভাবনা, বাজার ও মুনাফাযোগ্যতার বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তথ্যগত, আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তি হস্তান্তর-বিষয়ক পরিষেবা সাধারণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন-বর্ধনে সম্পৃক্ত হয়েছে। ফলে, তাদের আয় ও জীবনমান ত্বরান্বিত হচ্ছে। উৎপাদনমুখী কর্মযজ্ঞে নতুন উদ্যোগ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। এরমধ্যে ড্রাগনফল চাষ সম্প্রসারণ, কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ, গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ সম্প্রসারণ (আরএমটিপি), পেস প্রকল্প (গাভিপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন) ও দেশি জাতের মুরগিপালন অন্যতম। এসকল কার্যক্রম প্রায় একলক্ষ পরিবারকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছে।

সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন

সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন--দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র পতনের মৌলিক অনুষঙ্গ। এসএসএস সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর স্থিতিশীল উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সংস্থার খাদ্য-পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন, সামাজিক অবক্ষয় দূরীকরণ, বেকারত্ব হ্রাস ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-সকল কর্মকাণ্ড সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া জাগ্রত করে যাচ্ছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থা স্বাস্থ্য কর্মসূচির মাধ্যমে ১,১৪,৭৯২ জন ব্যক্তিকে পরিষেবা প্রদান করে। শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচি হতে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের ২,২৬৮ জন ছাত্রছাত্রীকে বিশেষভাবে সহায়তা দেওয়া হয়। বিশেষত: সমাজের অবহেলিত হরিজন, চৌহান ও রবিদাস সম্প্রদায়ের শিশু-কিশোরদের উন্নয়নে এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে, বর্ণিত সম্প্রদায়ের ৪৬৮ জন ব্যক্তি সমাজের মূলধারায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এসএসএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম হতে যৌনকর্মী পরিবারের ১২৫ জন শিশু-কিশোর স্বাভাবিক জীবন-যাপনের সুযোগ লাভ করেছেন। তারা সংস্থার অর্থায়নে বিনামূল্যে থাকা-খাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা, অভিভাবকত্ব-সহ আরও বেশকিছু সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। উল্লিখিত সময় পর্যন্ত, সংস্থার তত্ত্বাবধানে উল্লিখিত হোমের ২৪ জন ছেলেমেয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। ৩৫ জন ছেলেমেয়ে চাকরিতে প্রবেশ করছেন। এরমধ্যে ২১ জন এসএসএস-এ কর্মরত।

গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ২২৯ জন শিশু-কিশোর প্রাথমিক-স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। এসএসএস-কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হতে ৬১৬ জন যুবক-যুবতী বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করছেন। এদের মধ্যে ৫১১ জন কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হয়েছেন। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ষাটোর্ধ্ব ৩,৪২০ জন ব্যক্তিকে ফিজিও থেরাপি, জীবনমান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করে যাচ্ছে।

বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে সাধারণ জনগোষ্ঠীর ভিটাবাড়ি উঁচুকরণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জৈব ও সবুজ অর্থনীতির উন্নয়ন

নির্ভেজাল খাদ্য-পুষ্টি, দুর্যোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক। ভারসাম্য ও নির্মল প্রকৃতি উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধি করে। সংস্থা দুর্যোগ মোকাবেলা ও সবুজ অর্থনীতির উন্নয়নে সমন্বিত ও জীবনমুখী বেশকিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এরমধ্যে অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন (নেম) কর্মসূচি, বিষমুক্ত সবজি ও ফলের চাষ, উত্তম কৃষি কলাকৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে মধুপুর অঞ্চলের আনারসের গুণগতমান উন্নয়ন (আইপিজিএপি) প্রকল্প, জলবায়ু পরিবর্তন ও বন্যা (ইসিসিসিপি-ফ্লাড) প্রকল্প, সমৃদ্ধি কর্মসূচি ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ পরিবারকে প্রত্যক্ষভাবে পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে জন সচেতনতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ পূর্ব-প্রস্তুতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম অধীনে সমিতি-পর্যায়ে ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার পরিবারকে উপকৃত করছে। সমগ্র কর্মএলাকায় বছরভিত্তিক বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সমাজসেবা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জনকল্যাণ-বর্ধন

জনকল্যাণ কর্মকাণ্ড ও মানবতার উচ্চ শিখরে এসএসএস। ঐতিহ্যগত ও নির্মোহ আন্তরিকতায় প্রতিপালিত হচ্ছে সংস্থার সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে সংস্থার ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরণ কর্মসূচির অধীনে ৩৮৭টি ভিক্ষুক পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে। অর্থবছর ২০২১-২২এ সংস্থা ১২.৫৯ কোটি টাকা সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ-সৃজন খাতে অনুদান হিসেবে প্রদান করেছে। বিশেষত: সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, সুবিধাবঞ্চিত ও নিঃস্ব পরিবারের সদস্যদের জটিল রোগের চিকিৎসা, মেয়ের বিয়ে, শিক্ষা গ্রহণ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও চর্চা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ইত্যাদি খাতে এসএসএস অনবদ্য অবদান রেখে যাচ্ছে।

মানবমূলধন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

মূলধন সম্পদ সৃষ্টি করে। উৎপাদিত সম্পদ মূলধন ও দক্ষতার প্রসারণে একনিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। এসএসএস প্রতিষ্ঠা-পর্ব থেকে মানবমূলধন ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সংস্থার গৃহীত বস্তুনিষ্ঠ কর্মকাণ্ড ও সৃজনশীল পন্থা উৎপাদনশীল ও সুনিপুণ মানবসম্পদ সৃজনে অনুকরণীয় ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করছে। অবকাঠামো ও সুশৃঙ্খল কর্ম-পরিবেশের উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যবিধি, চাকরি ও আর্থিক নিরাপত্তা, মেন্টরিং ও পেশাগত নার্সিং, তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন, ভ্রমণ ও ভিউ শেয়ারিং ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সংস্থাকে অতুলনীয় স্বকীয়তা দান করেছে। কর্মী ও উন্নয়ন-সদস্য উভয়-স্তরে মানবতা, দক্ষতা ও নৈতিকতার গাঁথুনি সুদৃঢ় হয়েছে। অর্থবছর ২০২১-২২এ সংস্থা ২৫৪টি প্রশিক্ষণ সেশনের আয়োজন করে। মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৬,৪৩১ জন। এরমধ্যে কর্মী হলো ২,২৯৮ জন এবং উন্নয়ন-সদস্য ৪,১৩৩ জন। এছাড়াও সংস্থা আট জন কর্মীকে পিকেএসএফ ও সিডিএফ-এর আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রেরণ করে।

অগ্রগতির কতিপয় উল্লেখযোগ্য সূচক

- জাতীয়-পর্যায়ের প্রথম পাঁচটি উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে এসএসএস অন্যতম। ইতিবাচক ও সময়োপযোগী নেতৃত্ব, বাস্তবধর্মী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন, উন্নয়ন-সদস্য ও কর্মীবান্ধব পদক্ষেপ, কল্যাণ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা, আর্থিক স্থিতিশীলতা ও প্রগতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংস্থা অগ্রদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ। দেশে-বিদেশে বিশেষভাবে স্বীকৃত ও সমাদৃত।

- নীতিমালা প্রতিপালন, উন্নয়নবান্ধব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন, কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ খাতে সৃজনশীলতা ও গুণগতমানের সেবা প্রদান বিবেচনায় এসএসএস পিকেএসএফ-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী সংস্থা।

- আর্থসামাজিক অগ্রগতি, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবারভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন, জৈব পদ্ধতিতে খাদ্য উৎপাদন ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, চাহিদা অনুযায়ী ঋণ সরবরাহ, সন্তোষজনক কারিগরি ও সহায়তামূলক পরিষেবা সংস্থাকে সৃজনশীল ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি দিয়েছে।

- ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে--ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরণ, পিছিয়েপড়া ও অবহেলিত সম্প্রদায়ের শিক্ষা, পথশিশুদের শিক্ষা ও উন্নয়ন, যৌনকর্মী পরিবারের শিশু-কিশোরদের উদ্ধার ও পুনর্বাসন, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি, সামাজিক অবক্ষয় রোধ, সমাজ-সংস্কৃতির উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে সংস্থা পথপ্রদর্শকের আসনে অধিষ্ঠিত।

- উন্নয়নবান্ধব ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড জাতীয় ও আন্তর্জাতিক-পর্যায়ে সংস্থাকে দিয়েছে বেশকিছু সম্মাননা ও পুরস্কার। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বৃক্ষরোপণ কর্মকাণ্ডের জন্য ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর বনায়ন পুরস্কার, ২০০৮ সালে সিটি-গ্রুপ হতে শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা এবং ২০১৩ সালে সিটি-গ্রুপ হতে শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি ও পুরস্কার অন্যতম।

সংস্থার কর্মপন্থা, সৃজনশীলতা, নিবিড় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবাপরিষেবার প্রত্যক্ষ ফল প্রান্তিক-স্তরে দৃশ্যমান। প্রতিবছর সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে বেশকিছু সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২২ প্রান্তে সংস্থার ১,৯৩,৫২৩ জন উন্নয়ন-সদস্য উদ্যোক্তা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে স্থানীয় ও জাতীয়-পর্যায়ে স্বীকৃতিও পেয়েছেন। বিশেষ করে, ২০০৬ সালে সংস্থার সদস্য জাকির হোসেন সিটি-গ্রুপ হতে তাঁতশিল্পের উপর শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার পুরস্কার, ২০১০ সালে তাজনাহার মাঝারী ব্যবসায়ের উপর সিটি-গ্রুপ হতে শ্রেষ্ঠ নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার পুরস্কার এবং ২০১৩ সালে নাজমা বেগম লেবুচাষের উপর সিটি-গ্রুপ হতে শ্রেষ্ঠ কৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার পুরস্কার ও স্বীকৃতি লাভ করেন।

সংস্থা দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত সমাজ বিনির্মাণে বিশেষায়িত বেশকিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এরমধ্যে অন্যতম হলো: স্বাস্থ্য কর্মসূচি। এই কার্যক্রমের অধীনে একটি জেনারেল হাসপাতাল, একটি বিশেষায়িত চক্ষু বিভাগ এবং ৩৩টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র কাজ করছে। নামমাত্র বিনিময় মূল্যে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এই ধরনের কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্রঋণ জগতে মডেল হিসেবে পরিগণিত।

সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সুরক্ষা তহবিল কার্যক্রম চালু করে। এই তহবিল ঋণগ্রহীতা বা তার প্রধান অভিভাবকের মৃত্যুজনিত ঋণ ঝুঁকি হ্রাস করে। জরুরি, সঙ্কট ও প্রয়োজনীয় সমস্যা মোকাবেলায় মৌলিক সহায়তা হিসেবে কাজ করে। এই তহবিল হতে উন্নয়ন-সদস্যগণ বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা পেয়ে থাকেন।

সংস্থা বর্তমানে ৪২টি জেলায় ৫৫১টি শাখার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা স্থানান্তর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অতিসহজে সাধারণ জনগোষ্ঠী বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এতে তারা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি ত্বরান্বিত হচ্ছে।

- সংস্থা সূচনা-লগ্ন হতে শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে যাচ্ছে। শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের ছয় হাজার শিশু-কিশোর উপকৃত হচ্ছে। সংস্থার প্রচেষ্টায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে এসকল শিশু-কিশোর সমাজের মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

- এসএসএস কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট দক্ষ ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। এরফলে যুবসমাজের স্থিতিশীল ও সম্মানজনক কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি হচ্ছে।

- সংস্থার সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ পরিচালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচি আর্থসামাজিক উন্নয়ন অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এই কর্মসূচি শুধু ঋণ প্রদান নয়, বরং ঋণের সাথে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এই প্রক্রিয়া সহজে দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

- খাদ্য-পুষ্টি ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। এবিষয়ে সংস্থা বৈচিত্র্যমুখী উদ্যোগ পরিচালনা করছে। এরমধ্যে একটি বিশেষায়িত সৃজনশীল কর্মসূচি হলো: অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন কর্মসূচি। এই কার্যক্রমটি খাদ্য-পুষ্টির উন্নয়ন কেন্দ্রিক সমন্বিত উপয়ে পরিবারভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। এই কার্যক্রম জৈব পদ্ধতিতে খাদ্য-পুষ্টি উৎপাদন, সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক ও কারিগরি পরিষেবা, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বসহ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- সংস্থা সর্বদাই আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন, দাতা ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, বিভাগ, অধিদপ্তর, সঙ্ঘ ও নেটওয়ার্কিং বডির সাথে দাপ্তরিক ও সৌজন্য যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। বিশেষ করে--এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, এমআরএ, জয়েন্ট স্টক কোম্পানিস ও ফার্মস, সমাজসেবা অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়, নারী ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনজিওস ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ, শিশু অধিকার ফোরাম, সিডিএফ, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেল্থ, ক্যাম্পেইন ফর ম্যাস ইডুকেশন, টিডিএইচ-নেদারল্যান্ডস, ইনাফি-বাংলাদেশ ও এশিয়া, ইউনিসেফ, ইউএসএইড, আইএলও, মাইক্রো ক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইন, বিশ্ব ব্যাংক, উইন্রক ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসকল সংস্থা ও বডির সাথে সুসম্পর্ক সংস্থার ভাবমূর্তি ও সুনাম বৃদ্ধি করেছে। একইসঙ্গে কর্মসম্পাদনে তাদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

- বৈশ্বিক অস্থিরতা, আর্থসামাজিক সঙ্কট ও কোভিড-১৯ মহামারী থেকে জনজীবন রক্ষা বিষয়ে সংস্থা বেশকিছু নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সংস্থার সকল অফিস ও কর্মক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ জোরালোভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সংস্থা সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝে উল্লিখিত বিপদে আর্থিক সহায়তা ও অনুদান প্রদান করেছে। এছাড়াও কোভিড-১৯ চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে সংস্থা টাঙ্গাইল ও যশোর জেনারেল হাসপাতালে বেশকিছু মেডিক্যাল সরঞ্জাম প্রদান করেছে।

পরিচালনা ও সুশাসনের রূপরেখা

- সাধারণ পর্ষদ
- নির্বাহী পর্ষদ
- নির্বাহী পরিচালক
- অডিট কমিটি
- কর্মী-কল্যাণ ব্যবস্থাপনা কমিটি
- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটি
- কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি
- নিয়োগ কমিটি
- ক্রয় ও সংগ্রহকরণ কমিটি
- প্রিন্টিং ও প্রকাশনা কমিটি
- অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য কমিটি

সাধারণ পর্ষদ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতিমালা প্রণয়নের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সাধারণ পর্ষদ। এসএসএস-এর সাধারণ পর্ষদ ২২ সদস্যবিশিষ্ট। সুশীল সমাজের এসকল সদস্য জনকল্যাণে প্রবুদ্ধ। সংস্থার সার্বিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সদস্যগণ সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জনে নির্মোহ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। একটি অর্থবছরে একবার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সদস্যগণ অনিবার্য কোন কারণ ব্যতীত বাধ্যতামূলকভাবে এই বিশেষ সভায় অংশগ্রহণ করেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কর্মবিবরণী পর্যালোচনা করা হয়। একইসঙ্গে সংস্থার কর্মকৌশল, বার্ষিক পরিকল্পনা, বাজেট, বহিঃঅডিটর নিয়োগ, নতুন নীতিমালা ও কর্মপন্থা, নির্বাহী পর্ষদের সদস্য নির্বাচন ইত্যাদি অনুমোদন লাভ করে।

কার্যনির্বাহী পর্ষদ

সাধারণ পর্ষদের কিছুসংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী পর্ষদ গঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহী পর্ষদ গঠিত হয়। সাধারণ পর্ষদের সদস্যগণের প্রত্যক্ষ ভোটে কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। এই পর্ষদের মেয়াদকাল তিন বছর। এসএসএস-এর কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ১০ জন। সদস্যগণ বছরে কমপক্ষে চারটি অথবা প্রয়োজন হলে এরবেশি সংখ্যক সভায় মিলিত হন। এই পর্ষদ ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে নির্বাহী পরিচালক প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে। সংস্থার সার্বিক কল্যাণে নিবেদিত থাকে।

নির্বাহী পরিচালক

সংস্থার নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়দায়িত্ব নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের। তিনি সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত। তিনি আন্তরিকতা ও নেতৃত্বের সমন্বয়ে সংস্থার পরিকল্পনা, সম্পদ-সক্ষমতার সুগঠন, কর্মীসংস্থান ও উন্নয়ন, নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনা, সকল-স্তরে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি, সমন্বয়-সাধন, সার্বিক নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য গুরুদায়িত্ব সক্রিয় ও দক্ষ হস্তে বাস্তবায়ন করেন। গতিশীলতা ও নিষ্ঠার সাথে নির্ধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও দেখভাল করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সংস্থার মূলধন সংগ্রহ ও যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। তাঁর উচ্চতর ও উত্তম প্রজ্ঞা, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং কর্তৃত্বে সংস্থার সকল-স্তরের ব্যবস্থাপনাঃ কেন্দ্রীয়, জোন, এরিয়া ও শাখা-পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

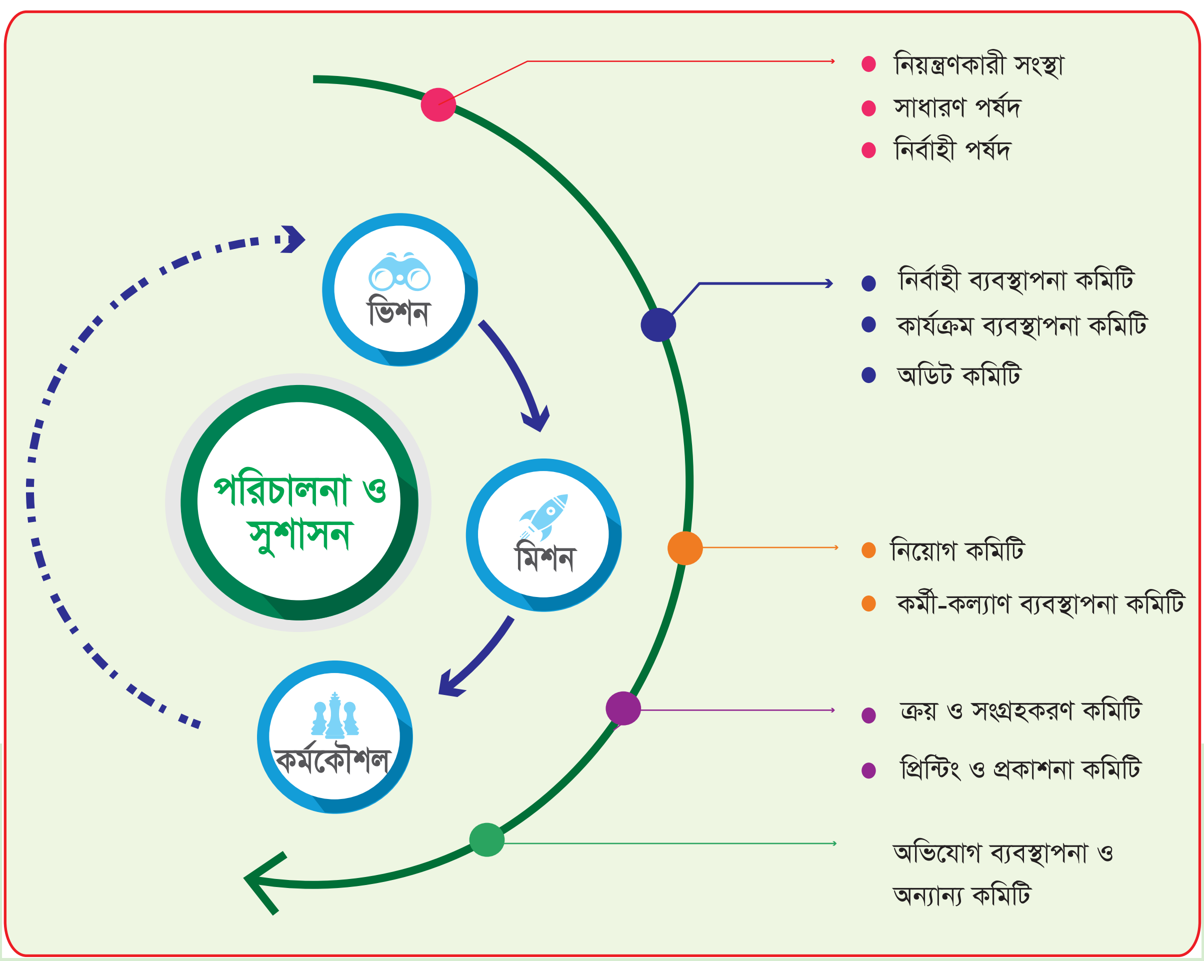

নিরীক্ষা কমিটি

এসএসএস-এর বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিশুদ্ধতা ও কার্যকারিতা পরীক্ষণের জন্য একটি বিশেষ কমিটি কাজ করে। এটি মূলত নিরীক্ষা কমিটি নামে পরিচিত। কমিটিটি সংস্থার মূল কার্যালয় ভিত্তিক গঠিত হয়। নিরীক্ষা কমিটি মূলতঃ সংস্থার আন্তঃনিরীক্ষা-বিষয়ক সমস্যা, কারণ ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করে।

এসএসএস-এর নিরীক্ষা কমিটি আর্থিক পরিষেবা কার্যক্রমের সাথে অতি-সম্পর্কিত চারটি বিভাগের প্রধান ও নির্বাহী পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত। কমিটি প্রতিমাসে একবার করে বিশেষ সভার আয়োজন করে। সভায় নির্বাহী পরিচালকের নিকট প্রতিবেদন পেশ করে।

এই কমিটির মুখ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- কার্যক্রমের নিয়ম অনুযায়ী মিতব্যয়, দক্ষতা, কার্যকারিতা ও বাস্তবায়নগত সমস্যা উদঘাটন এবং এবিষয়ে প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক ব্যবস্থার সুপারিশ করা;
- পরিকল্পিত কার্যক্রমের বাস্তবায়নগত তথ্য ও প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা করা;
- আন্তঃনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ত্রুটি ও সম্ভাব্য বিপর্যয় নির্ধারণ করা; এবং
- আন্তঃনিরীক্ষকদের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও যথার্থ প্রতিষেধক ব্যবস্থার সুপারিশ করা।

কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি

এসএসএস-এর আর্থিক পরিষেবা কার্যক্রমের সর্বোৎকৃষ্ট গতিশীলতা আনয়নে কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি ভূমিকা পালন করে। ফাউন্ডেশন কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক এবং মাঠ-পর্যয়ের কর্মকর্তা (জোনাল ম্যানেজার)-গণের সমন্বয়ে কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত। কমিটির সদস্যগণ মাসে একবার করে সভায় মিলিত হন। এই সভা মাঠ-পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও কর্মকাণ্ডের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার অন্যতম মাধ্যম। সভায় কার্যক্রমের ঝুঁকি ও প্রতিবন্ধকতা আলোচনাপূর্বক তা সমাধানের পথ বের করা হয়। এই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মাঠ-পর্যায়ে সক্রিয় যোগযোগ প্রতিষ্ঠা এবং কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

কর্মী-কল্যাণ ব্যবস্থাপনা কমিটি

এসএসএস-এর নিবেদিত কর্মী বাহিনীর দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সুবিধাসমূহের প্রবৃদ্ধি ও সুসংহতকরণে কর্মী-কল্যাণ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োজিত। বিশেষতঃ কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ফান্ড, বার্ধক্যজনিত ফান্ড, কর্মী ঋণ ইত্যাদি বিষয় দেখভাল ও ব্যবস্থাগ্রহণে কর্মী-কল্যাণ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এসএসএস-এর প্রদত্ত প্রভিডেন্ট, গ্র্যাচুইটি ও বার্ধক্যজনিত ফান্ড অনুমোদন এবং কর্মী-কল্যাণ ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্য মনোনীত করে। কমিটি নীতিমালা এবং নিয়ম অনুযায়ী ফান্ডসমূহের সর্বাধিক বেনিফিট বর্ধিতকরণে জোর প্রচেষ্টা চালায়। ফান্ডসমূহের কার্যক্রম নির্দ্বিধায় সম্পন্ন করার জন্য কমিটির সদস্যগণ নিয়মিত প্রয়োজনীয় সভার আয়োজন করেন।

নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটি

এসএসএস-এর সার্বিক কর্মকাণ্ড ও আর্থিক-অনার্থিক স্খলন সুসংযতকরণে নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্পৃক্ত। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়। কমিটি সদস্যগণ মাসে ন্যূনতম একবার করে সভায় মিলিত হন। সভায় সংস্থার বিদ্যমান সমস্যা, পরিচালনাগত ত্রুটি, প্রক্রিয়া ও প্রতিবন্ধকতা এবং সমাধান বিষয়ে কৌশলগত আলোচনা হয়। এই সভার কারণে নির্বাহী ব্যবস্থাপকদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, সিদ্ধান্তসমূহ সংস্থার কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়।

নিয়োগ কমিটি

এসএসএস-এ উপযুক্ত কর্মী নিয়োগে এই কমিটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সংস্থার মানবসম্পদ বিভাগ নিয়োগ প্রক্রিয়ার সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। অন্যদিকে নিয়োগ কমিটি সংস্থার সকল প্রকার নিয়োগ দেখাশোনা করে। নিয়োগ কমিটি ব্যক্তির যোগ্যতা বিচারে সংস্থার উপযুক্ত পদে নিয়োজিত করে। সংস্থায় দুধরনের নিয়োগ কমিটি বিদ্যমান--একটি হলো প্রধান কার্যালয় কেন্দ্রিক এবং অন্য জোন অফিসভিত্তিক কমিটি। প্রধান কার্যালয়ের নিয়োগ কমিটি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সমন্বয় এবং জোনভিত্তিক কমিটি জোন মনিটরিং অথবা জোনাল ম্যানেজারের নেতৃত্বে গঠিত হয়।

ক্রয় ও সংগ্রহকরণ কমিটি

এসএসএস-এর অন্যতম একটি কমিটি হলো: ক্রয় ও সংগ্রহকরণ কমিটি। এই কমিটির মাধ্যমে সংস্থার নিয়মিত প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা ক্রয় নিশ্চিত করা হয়। বর্তমানে সংস্থার বিভিন্ন-স্তরে পাঁচ-ধরনের ক্রয় কমিটি রয়েছে। এরমধ্যে চারটি কমিটি প্রধান কার্যলয়ভিত্তিক। অবশিষ্টটি জোন অফিস কেন্দ্রিক। জোন-পর্যায়ের ক্রয় ও সংগ্রহকরণ কমিটি সংশ্লিষ্ট জোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার ও জোন একাউন্টেন্টের সমন্বয়ে গঠিত। এক্ষেত্রে কমিটির প্রধান হিসেবে জোনাল ম্যানেজার দায়িত্বপালন করেন। একইসঙ্গে, সংস্থার প্রয়োজনে আরও একাধিক ক্রয় ও সংগ্রহকরণ কমিটি নির্বাহী পরিচালক গঠন করতে পারেন।

প্রিন্টিং ও প্রকাশনা কমিটি

এসএসএস-এর কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র, চালান, রশিদ ও ভাউচার, ক্যাশ, লেজার ও পাশবুক, স্বাস্থ্য কার্ড, প্যাড, নোটবুক, ফাইল, রেজিস্টার, বুলেটিন, বার্ষিক প্রতিবেদন, বুকলেট, ব্রশিয়ার, ডায়েরি ইত্যাদিসহ আরও বেশকিছু প্রকাশনা প্রিন্টিং প্রেসের মাধ্যমে ছাপা হয়। সংস্থার ঋণ বিভাগের পরিচালকের নেতৃত্বে মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের একজন, হিসাব বিভাগের একজন, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের একজন এবং স্টোর সেকশনের একজনসহ মোট পাঁচজন সদস্য নিয়ে প্রিন্টিং ও প্রকাশনা কমিটি গঠিত। এই কমিটি সংস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রিন্টিং ও প্রকাশনা বিষয়ক কার্যক্রম--প্রিন্টিং দ্রব্যের চাহিদা ও বাজেটে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ, দরপত্র বিজ্ঞাপন প্রদান, দরপত্র গ্রহণ, তুলনামূলক দর বিশ্লেষণ ও প্রেস নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান, দ্রব্যের গুণগতমান যাচাই ও গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট বিল-ভাউচার অনুমোদন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে। কমিটির সদস্যগণ প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত সভায় আংশগ্রহণ করেন।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য কমিটি

এসএসএস-এর সিটিজেন চার্টার হলো: সংস্থার সকল কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিনিধিকে তথ্য-উপাত্ত ও সেবাপরিষেবা প্রদান এবং এসকল বিষয়ে উত্থাপিত অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ে লিখিত বিধিবিধান। সংস্থার সিটিজেন চার্টারে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত ও সেবাপরিষেবা প্রদানে অযথা বিলম্বিত করা, গুরুত্ব না-দেওয়া, অশালীন আচরণ করা, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের কর্মীদের প্রতি অশোভন আচরণ ও অত্যাচার করা, কর্মীদের উন্নয়ন-সদস্যদের প্রতি অপেশাদার আচারণ ও অর্থ আত্মসাৎ, নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানী ও নিপীড়ন ইত্যাদি বিষয়ে সংস্থার প্রধান কার্যালয়-ভিত্তিক একাধিক কমিটি বিদ্যমান। এই জাতীয় কমিটি ঋণ বিভাগ, মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ এবং নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত। এই কমিটিসমূহ উত্থাপিত অভিযোগসমূহের সঠিক ও নিরপেক্ষ সমাধান ও ব্যবস্থাগ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও সংস্থায় শুদ্ধাচার কমিটি ও ইনোভেশন কমিটিও রয়েছে।

ম্যানেজমেন্ট হাইলাইট

এসএসএস-এর কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে বেশ কয়েকটি বিভাগ ও উপবিভাগ নিয়োজিত। সংস্থার মুখ্য বিভাগ ও সেকশনসমূহের মধ্যে--আর্থিক পরিষেবা, মানবসম্পদ, প্রশাসন, অর্থ ও হিসাব, প্রশিক্ষণ, আন্তঃনিরীক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন, গবেষণা ও প্রকাশনা প্রভৃতি বিভাগ উল্লেখযোগ্য।

- আর্থিক পরিষেবা বিভাগ
- মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ
- অর্থ ও হিসাব বিভাগ
- প্রশিক্ষণ বিভাগ
- আন্তঃনিরীক্ষা বিভাগ
- তথ্য-প্রযুক্তি সেকশন
- স্বাস্থ্য কর্মসূচি
- শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচি
- গবেষণা ও প্রকাশনা

আর্থিক পরিষেবা বিভাগ

অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ও ইতিবাচক অনুশাসন প্রতিষ্ঠা এসএসএস-এর কেন্দ্রিয় লক্ষ্য-বিন্দু। এই রূপকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক পরিষেবা কর্মসূচি নিবেদিত। এই মৌলিক কর্মসূচি সাধারণ পরিবারসমূহের আয়বর্ধন, সম্পদ-সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার ও উন্নয়ন, সামজিক অবস্থান এবং কল্যাণ বৃদ্ধির অন্যতম মূলভিত্তি। আর্থিক পরিষেবা বিভাগ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে সুসংগঠিতকরণ, নেতৃত্বের বিকাশ, আর্থসামাজিক সচেতনতার বিস্তরণ, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সেবা, ঋণ বিতরণ, সঞ্চয় ও মূলধন পুঞ্জিভূতকরণ, সুরক্ষা তহবিল কার্যক্রম, বৈদেশিক মুদ্রা স্থানান্তর, প্রযুক্তির হস্তান্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্ববাসন, বিশুদ্ধ খাবার পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প, মনিটরিং, ফিডব্যাক ও ঝুঁকি হ্রাসকরণ, স্থানীয় সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ এবং সুসম্পর্ক রক্ষা-সহ আরও বেশকিছু কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত। এসকল কর্মকাণ্ড দারিদ্র্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন গতিশীল করছে। ফলে, তৃণমূলে স্ব-কর্মসংস্থান ও মুজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। স্থীতিশীল আয়, আর্থসামাজিক সমতা, ক্ষমতায়ন, ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনজীবিকার উন্নয়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুসংস্কৃতির চর্চা, ন্যায়নীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

এসএসএস-এর আর্থিক পরিষেবা (কার্যক্রম) বিভাগ বেশকিছু উপবিভাগ ও সেক্শনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে--কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, সমৃদ্ধি, অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন (নেম) ইত্যাদি কার্যক্রম এই বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই বিভাগের কার্যক্রম একজন দক্ষ পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ

প্রগতির মূলে মানুষ ও দক্ষতা। এসএসএস-এর মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ কর্মী, দক্ষতা, মানবতা ও সৃজনশীলতা নিয়ে কাজ করে। সংস্থার অন্যতম নেতৃস্থানীয় বিভাগসমূহের মধ্যে মানবসম্পদ ও প্রশাসন অন্যতম। ভিশন-মিশন কেন্দ্রিক বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে এই বিভাগ কর্ম-তৎপর। এই বিভাগ কর্মীবাহিনীর উন্নয়ন, কর্মসম্পাদন, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্বের বিকাশ, দক্ষতা ও সম্ভাবনার উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা ও টেকসহিতা, কর্মপরিবেশ উপযোগীকরণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সক্রিয় ও গতিশীল হস্তে পরিচালনা করে যাচ্ছে। এই বিভাগের বিচিত্র সৃজনশীলতা, উদ্যোগ ও কর্মপন্থায় কর্মসম্পাদন ত্বরান্বিত হচ্ছে। সংস্থা কাঙ্ক্ষিত পথে এগিয়ে চলছে। ফলে, কর্মনিষ্ঠ কর্মী এবং উত্তম (সেবা) গ্রাহক সৃষ্টি হচ্ছে। মেধা, দক্ষতা, প্রেরণা, উপযুক্ত কর্মপরিবেশ, তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, সুস্বাস্থ্য ও ইতিবাচক নেতৃত্বের চর্চা ক্রমবিকাশিত ধারায় প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

অন্যদিকে অফিস বিধিবিধান, সম্পদ-সক্ষমতা দক্ষ ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ, লজিস্টিক সরবরাহ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার ভারও মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের। এসএসএস-এর ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো: মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ। সংস্থার সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ, শৃঙ্খলা, অফিস ও সম্পদের নিরাপত্তা, সম্পদের উন্নয়ন, যথাসময়ে লজিস্টিক ক্রয় ও সরবরাহ, পণ্যের গুণগতমান, ভাড়া ও মূল্য নির্ধারণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এই বিভাগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংস্থার পরিষেবা ও অর্জন সর্বোচ্চ-পর্যায়ে উন্নীত করতে এই বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে: সর্বস্তরে মিতব্যয়, দক্ষতা, কার্যকারিতা এবং নৈতিকতার গুরুত্ব আরোপ করে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। একইসঙ্গে সংস্থার নির্মাণ, স্টোর, অভ্যর্থনা, ক্যান্টিন ও রেস্ট হাউস এই বিভাগের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। একজন পরিচালকের বলিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে এই বিভাগ সার্বিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে।

মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডসমূহ নিম্নরূপ:

- সংস্করণ, প্রশিক্ষণ ও কর্মবাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মীদের কর্মসম্পাদন বৃদ্ধি;
- কর্মীদের লুকায়িত সম্ভাবনাকে জাগ্রতকরণ এবং পেশাদারি সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- কর্মী নির্বাচন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, কর্মে নিয়োজিতকরণ ও দায়িত্ব প্রদান, বদলি, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, মূল্যায়ন, পদোন্নতি, অবসর ইত্যাদি কর্মকাণ্ড যথাসময়ে সম্পাদন;
- শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অনিয়ম দূরীকরণ, বেতনভাতা বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবনা পেশ, প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব প্রদান এবং পেশাদারি মনোবৃত্তির উন্নয়ন;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুখ্যভূমিকা পালন এবং অন্যান্য বিভাগকে প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করা এবং সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ ও সেকশনে নেতৃত্ব প্রদান;
- অফিসিয়াল শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক নীতিমালা পর্যালোচনা ও সংস্করণে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবনা পেশকরণ;
- লজিস্টিক চাহিদাপত্র অনুমোদন এবং প্রশাসনিক নোট ও অফিস সার্কুলার প্রচার, চাহিদা অনুযায়ী সমগ্র প্রতিষ্ঠানে লজিস্টিক সরবরাহ, সরঞ্জাম ও মেশিনের সক্রিয়তা নিশ্চিতকরণ, সরঞ্জাম ও মেশিনের মেরামত এবং নতুন করে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সংস্থার পক্ষ থেকে সরকারি অফিস, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দাতা ও নেটওয়ার্কিং সংস্থা, গণমাধ্যম ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগযোগ রক্ষা;
- সাপোর্টিং সার্ভিস স্ট্যাফদের জন্য কার্যপরিচালনার পদ্ধতির উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা ও সচেতনতা নিশ্চিতকরণ;
- কর্মী, সম্পদ, মজুদপণ্য, অবকাঠামো ও ডকুমেন্টেশনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং অফিস রক্ষণাবেক্ষণ ও ইউটিলিটিজ--বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন, লাইট, জেনারেটরসহ অন্যান্য ব্যবস্থার সক্রিয়তা ও সরবরাহ চলমান রাখা;
- সংস্থার ক্যান্টিন, রেস্ট হাউস, বিদেশভ্রমণ, ভিজিটর ও গেস্ট, প্রোটোকল ও অভ্যর্থনা ব্যবস্থাপনা, বিল্ডিং ও নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, যানবাহন ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা দেখাশোনা করা।

প্রশিক্ষণ বিভাগ

দক্ষ জনবল ও কর্ম-পটুতা নির্ভর করে মানসম্মত ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের উপর। দক্ষ ও পেশাদার মানবসম্পদ উন্নয়নে এসএসএস-এর প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন এবং মানবসম্পদ ও ব্যবস্থাপনার বিকাশ নিশ্চিতকরণে এই বিভাগ সুশৃঙ্খলভাবে কার্যক্রম বাস্তায়ন করছে। এক্ষেত্রে, দলগত গতিশীলতা, ঋণ ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম সফলকরণ ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, সফ্‌টওয়্যার পরিচালনা ব্যবস্থাপনা, সক্ষমতার উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, আয়বর্ধনশীল কার্যক্রম, নেতৃত্ব ও উদ্যোক্তার উন্নয়ন, জীবিকার পুনর্বাসন ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ সেশনের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানে তাত্ত্বিক ও হাতেকলমে পর্যায়ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

সংস্থার প্রশিক্ষণ বিভাগের দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। আধুনিক অবকাঠামো ও সাজসজ্জায় পরিপূর্ণ এই কেন্দ্র দুটিতে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। ধারণ ক্ষমতা মোট ৬০ জনের। মাঝেমধ্যে এই কেন্দ্রসমূহ অন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্যও ভাড়া দেওয়া হয়। তবে এক্ষেত্রে সংস্থার প্রয়োজনের অগ্রাধিকার সর্ব-মাত্রায় গুরুত্ব পায়। একদল দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের সমন্বয়ে এবং একজন পরিচালকের নেতৃত্বে এই বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে।

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

অর্থ ও হিসাব ব্যবস্থার উপর সংস্থার স্বচ্ছতা, সততা, সুনাম ও সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল। অর্থ ও হিসাব বিভাগ সংস্থার অন্যতম একটি মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংস্থার অর্থায়ন, আর্থিক ইতিহাস সংরক্ষণ, বাজেট প্রণয়ন ও আর্থিক কাঠামো প্রতিষ্ঠায় এই বিভাগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সংস্থার সকল আর্থিক কর্মকাণ্ড (ইন-ফ্লো ও আউট-ফ্লো) দেখাশোনা ও আইনগত প্রক্রিয়া প্রতিপালন করে। কর্তৃপক্ষ, ব্যবস্থাপনা, দাতা ও ঋণদাতা সংস্থা, বিনিয়োগকারী ও অন্যান্যদেরকে নির্ভুল আর্থিক তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে। সংস্থার সময়োপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও কার্যকারিতা যাচাই ও অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই বিভাগ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। সংস্থার সার্বিক-স্তরে মিতব্যয়, দক্ষতা, কার্যকারিতা, সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে হিসাব বিভাগ কেন্দ্রীয় ভূমিকা অবতীর্ণ। সংস্থার অর্থ ও হিসাব বিভাগ দশ ধরনের বিশেষায়িত ও কার্যক্রম সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত। নিম্নে এই কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হলো:

- **আর্থিক লেনদেন ও তথ্য লিপিবদ্ধকরণ:** সংস্থার সকল ধরনের লেনদেন পদ্ধতিগতভাবে লিপিবদ্ধ করা, যাতে অনায়াসে লেনদেনের চিত্র উদ্ধার ও পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়। সকল-পর্যায়ে লেনদেনসমূহ ACCURATE (A = Actual--প্রকৃত, C = Complete--অখণ্ড, C = Cost-benefit effectiveness--আয়ব্যয় কার্যকারিতা, U = User targeted--ব্যবহারকারী কেন্দ্রিক, R = Relevant--প্রাসঙ্গিক, A = Authoritative--কর্তৃত্বব্যঞ্জক, T = Timely--সময়োচিত and E = Easy to use--সহজে ব্যবহারযোগ্য) কাঠামোতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।
- **অর্থায়ন ও মূলধন পুঞ্জিভূতকরণ:** সংস্থার আন্তঃ ও বহিঃ অর্থায়ন এবং মূলধন পুঞ্জিভূতকরণে সংশ্লিষ্ট বাজার, সক্ষমতা, সুযোগ ও সম্ভাবনা, আয়-ব্যয় ও অন্যান্য আর্থিক নিয়ামকসমূহ বিশ্লেষণ করে কর্তৃপক্ষ ও ব্যস্থাপনাকে সার্বিক সহায়তা দেওয়া।
- **অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ রক্ষণাবেক্ষণ:** সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রদান।
- **কর্মসম্পাদন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ:** সংস্থার কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের ভিত্তি-নির্দেশক প্রদান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা দান।
- **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ:** সংস্থার সকল ধরনের ব্যয়ের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং ব্যয় হ্রাসের পন্থা ও বাস্তবসম্মত সংস্করণের পরামর্শ প্রদান।
- **আর্থিক প্রতিবেদন:** সংস্থার সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা ও সক্ষমতা প্রকাশ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, সুযোগ ও সম্ভাবনার উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রতিটি কর্মসূচি ও প্রকল্পের আর্থিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং প্রকৃত আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- **পরিকল্পনা ও বাজেট:** সংস্থার বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরির জন্য হিসাবরক্ষণ ও সার্বিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রাক্কলন করা।
- **রাজস্ব ব্যবস্থাপনা:** সংস্থার তহবিল ব্যবস্থাপনা, বিশেষত--নগদ ও চলতি মূলধন, দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ, ইক্যুইটি অর্থায়ন এবং আর্থিক ঝুঁকিসমূহ নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা পালন করা।
- **জাতীয় রাজস্ব:** সংস্থার বিভিন্ন লেনদেন ও কর্মকাণ্ডে কর এবং ভ্যাট প্রদানে বিধি মোতাবেক কর ও ভ্যাটের পরিমাণ নির্ধারণ ও জমা প্রদান এবং ক্ষেত্র বিশেষে বৈধ সুযোগ অনুসন্ধান করে কর ও ভ্যাটের মওকুফের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- **কৌশলগত আর্থিক ব্যবস্থাপনা:** কৌশলগত আর্থিক ব্যবস্থাপনার মৌলিক অংশ হিসেবে সংস্থার বিভিন্ন-স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড, ব্যয়, রাজস্ব ও মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রতিবেদন প্রদান করা।

স্বাস্থ্য কর্মসূচি

সুষম উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে সংস্থা সাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দ্বারপ্রান্তে নামমাত্র মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টি এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্যবস্তু। একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও বেশকিছু সংখ্যক কর্মীর সমন্বয়ে সংস্থার স্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। সমৃদ্ধ ও সুখী সমাজ বিনির্মাণে এই বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

এই বিভাগের অন্যতম কার্যক্রম হলো: এসএসএস সাধারণ হাসপাতাল, এসএসএস চক্ষু বিভাগ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি, বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্প, বিশেষ চিকিৎসা ক্যাম্প, পুষ্টি ক্যাম্প, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিসেবা, বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, অ্যানিমিয়া প্রতিরোধক কার্যক্রম, কৃমিনাশক, আয়রন ট্যাবলেট ও ভিটামিন-এ ক্যাপসুল বিতরণ, চক্ষু অপারেশন ও লেন্স প্রতিস্থাপন, টিকাদান কর্মসূচি ও অন্যান্য।

আন্তঃনিরীক্ষা বিভাগ

কার্যক্রমের বিশুদ্ধতা ও কার্যকারিতা দেখভালের প্রমিত উপায় হলো: নিরীক্ষা। এসএসএস-এর আন্তঃনিরীক্ষা বিভাগ দীর্ঘদিন ধরে সংস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সম্পৃক্ত। আন্তঃনিরীক্ষা সংস্থার একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র বিভাগ। নির্বাহী পরিচালকের তত্ত্বাবধানে এই বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ এই বিভাগের মুখ্য দায়িত্ব। একইসঙ্গে এই বিভাগ হতে সংস্থার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল্যায়ন, উন্নয়ন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি, সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থাপনাকে নির্ভরযোগ্য তথ্য, মূল্যায়ন, প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা এবং পরামর্শ প্রদান করা হয়।

এই বিভাগ সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী নিয়মিত নিরীক্ষা, পদ্ধতিগত নিরীক্ষা, বিশেষ নিরীক্ষা, অনুসন্ধান, সম্পদ-পরিসম্পদের নিরীক্ষা ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে। সংস্থার বৃহত্তর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বার্থে একটি নিরীক্ষা পর্যালোচনা কমিটি সমগ্র নিরীক্ষা বিভাগের কর্মকাণ্ড দেখাশোনা করে। একজন উপপরিচালকের অধীনে বেশকিছু দক্ষ জনবলের মাধ্যমে এবিভাগ কর্ম সম্পাদন করে যাচ্ছে। এই বিভাগ অনুমোদিত নিরীক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। এর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড নিম্নরূপ:

- সম্পদের প্রকৃত অস্তিত্ব পরীক্ষা ও সম্পদ রক্ষায় যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা;
- আন্তঃনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন করা;
- নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে সুপারিশ করা;
- কর্মকাণ্ডের নীতি ও প্রক্রিয়ার সাথে প্রতিপালন এবং উত্তম বাস্তবায়ন অনুশীলন মূল্যায়ন;
- কর্মকাণ্ডের অর্জন উদ্দেশ্যভিত্তিক অথবা পরিকল্পনা অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
- অভিযুক্ত প্রতারণা, আত্মসাৎ, চুরি, অপচয়, অপেশাদার আচরণ, যৌন হয়রানি ইত্যাদি বিষয়ে তদন্ত করা;
- নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভায় নির্বাহী পরিচালকের উপস্থিতিতে নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা।

তথ্য প্রযুক্তি সেকশন

যুগের অধুনাতন প্রেক্ষাপটে যোগাযোগ ও তদারকি প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রযুক্তি নব-বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে। এসএসএস-ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে। সেবা-পরিষেবা উৎপাদনে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। সঙ্গত উদ্দেশ্যে সংস্থায় তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে একটি বিশেষ সেকশন কাজ করছে। এই সেকশনটি সংস্থার মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। একদল প্রশিক্ষিত-দক্ষ ও নিবেদিত কর্মী একজন উপপরিচালকের অধীনে এই সেকশন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে যাচ্ছে।

গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ

গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকাণ্ড প্রাতিষ্ঠানিক শ্রীবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে। মৌলিক গবেষণা কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ফলপ্রসূ ও নিবিড় করে। সংস্থার আধিপত্য সুদৃঢ় হয়। সুনাম ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে প্রকাশনাসমূহ সংস্থার ইতিবৃত্ত, উন্নয়ন, সাফল্য ও উদ্ভাবন সংরক্ষণ এবং প্রচার করে। জনসম্মুখে সংস্থাকে উপস্থান ও তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ সহজতর হয়। এসএসএস-এর গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদিত ও প্রকাশিত প্রিন্টিং ও ডিজিটাল প্রকাশনাসমূহ সংস্থার ভাবমূর্তি প্রস্ফুটিত করেছে। সংস্থাকে অনুপম নান্দনিকতা ও বিশিষ্টতা দিয়েছে। বিশ্বদরবারে সংস্থার কৃতি ও সুনাম বৃদ্ধি করেছে। এই বিভাগটি মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ও চারজন কর্মীর সমন্বয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ

মানবতা ও উর্বরতা শিক্ষা ও শিশু উন্নয়নের গুণগত নির্দেশক। ঐশ্বর্য লাভ ও মানবসম্পদের উন্নয়ন এরই মধ্যে আন্তর্নিহিত। এসএসএস-এর উন্মোচন শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে হয়। বর্তমানে এসএসএস শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন-বিষয়ক অনবদ্য বিচিত্র কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত। বিশেষত--সংস্থা ছিন্নমূল ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের শিক্ষা ও উন্নয়ন নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতি-গঠন এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যবিন্দু। একজন পরিচালকের নেতৃত্বে শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে।

এই বিভাগের অধীনে এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল, এসএসএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম, এসএসএস টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল ইডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (টিভিইটি) ইনস্টিটিউট, এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, শিক্ষাবৃত্তি, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম, কৈশোর কর্মসূচি ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এসএসএস-এর বিগত ১৫ বছর: ক্রমবিকাশের পুঞ্জি

২০২১-২২

- আরএমটিপি প্রকল্পের সূচনা।
- নতুন শাখা ১১৩টি।
- কর্মএলাকা ৪২টি (নতুন ৭টি) জেলা।
- ঋণ বিতরণ ৬,১৯৪.৪৪ কোটি টাকা।
- ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ ৩৩,৩১৪.৯৪ কোটি টাকা।
- মোট উন্নয়ন-সদস্য ৯,৪৭,১৮৯টি পরিবার।
- মোট শাখা অফিস ৫৫১টি।
- কর্মী সংখ্যা ৫,৯৯১ জন।

২০২০-২১

- ইসিসিসিপি-ফ্লাড, আইজিএপি প্রকল্প ও এলআরএল কার্যক্রম শুরু।
- নতুন ৩০টি শাখা ও ৩টি জেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ লাভ।
- ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ ২৭,১২০.৫০ কোটি টাকা।
- মোট উন্নয়ন-সদস্য ৭,৭০,০৪৪টি পরিবার এবং কর্মী সংখ্যা ৫,০৪৪ জন।
- পুনঃঅর্থায়ন ঋণ চালু।

২০১৯-২০

- ৪,৫০০ জন কর্মীর একদিনের মূল বেতন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান।
- নতুন ৫৫টি শাখা অফিস খোলা হয়।
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সংস্থার ১.৭৬ কোটি টাকা প্রদান।

২০১৮-১৯

- এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর যাত্রা শুরু।
- কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু।
- প্রণিসম্পদ সম্প্রসারণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সূচিত হয়।

২০১৭-১৮

- নবান্ন ঋণ, স্টার্ট-আপ ক্যাপিটেল ও লিজিং ফাইন্যান্স ঋণ শুরু।
- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি কর্মসূচির নব-সংস্করণে যাত্রা শুরু।
- নতুন ২২টি শাখা খোলা হয়।

২০১৬-১৭

- ওবিএ স্যানিটেশন, চাকরিজীবী ও বিশেষ ঋণ কার্যক্রম শুরু।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি নব-রূপায়নে যাত্রা শুরু।
- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ।
- নতুন ৪টি জেলায় কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ।

২০১৫-১৬

- কেজিএফ ও লিফট ঋণ কার্যক্রম সূচিত হয়।
- ৫৪টি নতুন শাখার যাত্রা শুরু।

২০১৪-১৫

- সিসিসিপি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন শুরু।
- এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।
- পেস প্রকল্প শুরু।
- ২২টি নতুন শাখা সূচিত হয়।

২০১৩-১৪

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির অধীনে সম্পদ সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়।

২০১২-১৩

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির অধীনে আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ড বিষয়ক ঋণ কার্যক্রম শুরু।
- অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন কর্মসূচি শুরু।
- এসএসএস-এর ফাউন্ডেশন অফিসের ১২-তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন।
- সিটি-গ্রুপ হতে শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কার অর্জন।

২০১১-১২

- এসএসএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোমের পাঁচ জন ছাত্রছাত্রীর আন্তর্জাতিক হাইস্কুল কারাতে এবং কিক্-বক্সিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ।
- ৬টি নতুন শাখা সূচিত হয়।

২০১০-১১

- এসএসএস-টিভিইটি ইনস্টিটিউট-এর যাত্রা শুরু।
- টাঙ্গাইল সদরে সমৃদ্ধি কর্মসূচির বাস্তবায়ন সূচিত হয়।

২০০৯-১০

- মোট উন্নয়ন-সদস্য ৩,৪৮,১৮৭ জন।
- মোট কর্মএলাকা ২৭টি জেলায় সম্প্রসারিত।
- মোট শাখা ২০৬ টি ও ঋণবিতরণ ৫৫৪.২০ কোটি টাকা।
- মোট মানবসম্পদ ২,১৪৪ জন।

২০০৮-০৯

- কৃষি-ক্ষেত্র ক্ষুদ্রঋণ (এএমসি) শুরু হয়।
- ৬টি নতুন শাখা সূচিত হয়।
- এসএসএস-এর সিটি-গ্রুপ হতে শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কার অর্জন।

২০০৭-০৮

- জীবিকার পুনর্বাসন প্রকল্প শুরু।
- ১৮টি নতুন শাখা খোলা হয়।

দারিদ্র্য দূরীকরণে এসএসএস-এর মৌলিক সংশ্লিষ্টতা

দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর আলোর দিশারি--এসএসএস। তিন-যুগেরও অধিক সময় পথ-পরিক্রমায় সংস্থার নিকট গুরুত্ব পেয়েছে দুষ্ট-চক্রের খণ্ডন, পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর অর্থসামাজিক উন্নয়ন। সংস্থার স্থির লালিত স্বপ্ন: সর্বক্ষেত্রে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। উদ্যম ও সজীবতা, কর্ম-নিবিড়তা ও নতুনত্ব প্রচেষ্টা সংস্থাকে উপহার দেয় উদ্ভাবনী স্বকীয়তা। উদারতা, মানবতা ও অনুকম্পা পৌঁছে দেয় এসএসএস-কে অনুকরণীয় সার্থকতায়। সাধারণ মানুষের জন্য সৃজনশীল কর্মপন্থা সংস্থাকে দেয় অগ্রপথিকের মর্যাদা: জাতীয়-পর্যায়ের প্রথম পাঁচটি উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে এসএসএস অন্যতম একটি। সংস্থার নির্মোহ অগ্রগামী পথযাত্রা আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি-অর্জন সহজতর করছে। এবিষয়ে সংস্থার মৌলিকতা নিম্নরূপ:

সচেতনতা সৃষ্টি ও সম্ভাবনা জাগ্রতকরণ

অজ্ঞতা সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ। তারা জীবন-জগতের বাস্তবতা থেকে বহুদূরে বাস করে। ফলে জীবন-ধারণ ও সমৃদ্ধির মৌলিক বিষয়বস্তু তাদের একেবারে অজানা। এসএসএস উন্নয়নের একক আধার হিসেবে সমিতি-গঠন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। সমিতি-পর্যায়ে সাপ্তাহিক, মাসিক ও বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। বিশেষক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা ব্যবস্থা করা হয়। সভা ও কর্মশালায় খাদ্য-পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা, অর্থসামাজিক পরিবর্তন ও সমৃদ্ধি অর্জন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও কুসংস্কার বিষয়ে বারংবার আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কুসংস্কার, আর্থিক শোষণ, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, বাল্যবিবাহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, আর্থিক অগ্রগতি, বৈষম্য, অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও দিক্ষা দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটানো হয়। অভীষ্ট জনগণ তাদের আর্থসামাজিক নিম্নগামিতার কারণ অতিসহজে উপলব্ধি করে। তারা বিদ্যমান সুযোগ-সম্ভাবনাকে বিচার-বিশ্লেষণে আনেন। সামনে এগিয়ে আসার স্বপ্ন শক্তিতে রূপান্তর হয়।

কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, সম্পদের যথার্থ ব্যবহার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ

এসএসএস উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে মৌলিক অর্থনীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতির কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ খাতের সুযোগ ও সম্ভাবনাকে উৎপাদনমুখী করার জোরালো প্রয়াস চালিয়ে যায়। প্রযুক্তির হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ ও কাগিরি জ্ঞানের সম্প্রসারণ, মূলধন সরবরাহ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিশেষায়িত তত্ত্বাবধান কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ খাতকে গতিশীল করছে। এই খাতের পরিবারভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ সহজ ও মুনাফামুখী হয়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নিষ্ক্রিয় জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পদার্পণ, সম্পদ ও সক্ষমতার ব্যবহার উন্নয়ন-চক্রকে বেগবান করছে। গ্রামীণ ও শহুরে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে যাচ্ছে। বেকারত্ব ও দারিদ্র্য নির্মূলে সুগঠিত ও শৃঙ্খল-ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সম্পদ-সক্ষমতার উপযুক্ত ও সর্বোচ্চ ব্যবহার আলোর পথে এগিয়ে চলছে।

এক্ষেত্রে সংস্থার নিবিড় সম্পৃক্ততা হলোঃ সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা, তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নে উদ্দীপনা ও সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলা, আয়বর্ধনে সুযোগ ও সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিষেবা প্রদান, কারিগরি ও পরামর্শমূলক সহায়তা দান, সুরক্ষামূলক কার্যক্রম, কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ খাতের সম্প্রসারণ, প্রযুক্তির হস্তান্তর, উদ্যোক্তার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে বৈচিত্র কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন।

শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যুগের প্রেক্ষাপটে সবার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে অক্ষম। এর মূল কারণ হলোঃ আর্থিক ও সামাজিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা। এসএসএস স্থিতিশীল ঊর্ধ্বগামী উন্নয়নের অংশ বিবেচনায় শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থা প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে এ-বিষয়ে হরেক রকম কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত। এসএসএস-এর অনির্বান প্রচেষ্টা পিছিয়েপড়া ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মঙ্গল-সাধন করে যাচ্ছে। তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিক উন্নয়নে আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করছে। আর্থিক মুক্তি ও ঐশ্বর্য অর্জনের পথ সৃষ্টি করেছে। ফল স্বরূপ, শিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরি হচ্ছে। সংস্থার শিক্ষা ও শিশু উন্নয়নে ৩৬ বছরেরও অধিক সময়ের পথচলা সমাজের পিছিয়েপড়া ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, শিশু-কিশোর ও সংস্কৃতির উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিশেষত--ছিন্নমূল ও পথশিশু-কিশোরদের সমাজের মূলধারায় প্রতিষ্ঠা করছে। উদ্দিষ্ট সমাজের আমূল পরিবর্তন লক্ষণীয় হচ্ছে।

এবিষয়ে এসএসএস-এর মৌলিক কর্ম-উদ্যোগ হলোঃ বস্তি, হরিজন-রবিদাস-চৌহান, যৌনকর্মী, গৃহকর্মে নিয়োজিত ও ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত পরিবারের শিশু-কিশোরদের শিক্ষা ও উন্নয়ন, যৌনকর্মী পরবারের শিশু-কিশোরদের পুনর্বাসন ও উন্নয়নে সেফ হোম, কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও কৈশোর উন্নয়ন, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা, আর্থসামাজিক উন্নয়নে পরামর্শ ও নির্দেশনা, শিক্ষা অনুদান ও সহায়তা, প্রজনন ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি কার্যক্রম।

ক্ষমতায়ন, সমতা ও সামাজিক নিরাপত্তা

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি--সমগ্র সমাজের ক্ষমতায়ন, সমান অধিকার ও আর্থসামাজিক সুরক্ষার উপর পূর্ণ নির্ভরশীল। আমাদের উন্নয়নশীল সমাজ ব্যবস্থার একটি বৃহত্তর অংশ আর্থসামাজিক অধিকার, মৌলিক চাহিদা, কর্মসংস্থান, ক্ষমতায়ন, সমাজ ও জাতীয়-পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণ এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা হতে বঞ্চিত। পরিণাম-স্বরূপ, সমাজে বড় ধরনের বৈষম্য ও পরনির্ভরতা বিদ্যমান। সমৃদ্ধ ও উন্নত সমাজ বিনির্মাণে সকল-স্তরে ক্ষমতায়ন, আর্থসামাজিক সুরক্ষা ও সমতা জরুরিভাবে আবশ্যক।

এসএসএস জাতীয়-পর্যায়ের সৃজনশীল উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে উপর্যুক্ত বিষয়ে জনসংশ্লিষ্ট ও কল্যাণবর্ধনশীল বেশকিছু কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মুখ্যতঃ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী জন্য আর্থিক পরিষেবা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তি, উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণে প্রশিক্ষণ, নেতৃত্বের বিকাশ, কারিগরি ও বাজার সম্প্রসারণ-বিষয়ক সহায়তা, কর্মমুখী ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও রক্ষা, সকল বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা লক্ষণীয়। বিষয়ভিত্তিক এসকল কর্মযজ্ঞ প্রান্তিক-স্তরে শোভন ও স্থিতিশীল কর্মসংস্থান ও জীবিকা সৃষ্টি করছে। ক্রমান্বয়ে নারী, অতিদরিদ্র, পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী, ছিন্নমূল শিশু-কিশোর ও যুবসমাজ আর্থিক ঐশ্বর্য-অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। তারা ক্ষমতায়ন, সমতা ও সামাজিক নিরাপত্তার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যবিধি ও পুষ্টি

আর্থিক অনটন ও অচৈতন্য মনোবৃত্তি সুস্বাস্থ্যের অন্যতম অন্তরায়। অথচ সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ সমৃদ্ধ জাতি-গঠনের পূর্বশর্ত। একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি সর্বদাই উৎপাদনশীল থাকে। তার মেধা ও শ্রমের সমন্বয়ে উন্নয়ন-প্রক্রিয়া প্রগতিশীল হয়। দারিদ্র্য ও পরনির্ভরতা দূরীভূত হয়। সংস্থা স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও পুষ্টি-বিষয়ক বেশকিছু কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এধরনের কর্মকাণ্ড আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণবর্ধনের পথ সঞ্চার করছে।

এক্ষেত্রে--নিরাপদ খাবার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, জটিল রোগ ও মহামারী বিষয়ক সচেতনতা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণে আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদান, গর্ভবতী মায়ের বিশেষ সেবা ও পরিচর্যা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচর্যা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য ফিজিও-থেরাপি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, পরিবার পরিকল্পনা, কৃমিনাশক, আয়রন ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট, ভিটামিন-এ ক্যাপসুল ও পুষ্টিকণা বিতরণ, পুষ্টি ও খাদ্য-বিষয়ক উঠান বৈঠক, সভা ও কর্মশালার আয়োজন, জৈব পদ্ধতিতে কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদন, স্ট্যাটিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন, সাধারণ চিকিৎসা ক্যাম্প, চক্ষু ক্যাম্প, পুষ্টি ক্যাম্প, বিশেষ চিকিৎসা ক্যাম্প, এসএসএস জেনারেল হাসপাতাল ও চক্ষু বিভাগের মাধ্যমে প্রতিরোধক, প্রতিষেধক ও অস্ত্রোপচার চিকিৎসাসেবা, কর্মপরিবেশে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে সংস্থার জোরালো সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ-দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে। সমাজে টিকে থাকতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম দুর্গত ব্যক্তি ও পরিবারে আশার আলো জ্বালিয়ে দেয়, আর্থিকভিত পুনরুর্দ্ধার করে এবং প্রগতির পথ ধরে রাখে। সংস্থা দীর্ঘ উন্নয়ন ও কল্যাণজাত অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতার আলোকে উন্নয়ন-সদস্যবৃন্দকে দুর্যোগ সম্পর্কে আগাম সর্তক করে দেয়, দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা দেয় এবং দুর্যোগ উত্তর ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায়। ফলে, দুর্যোগ আক্রান্ত পরিবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। সংস্থা উদার ও সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের প্রকৃত প্রকাশ--দুর্যোগ ও প্রস্তুতি বিষয়ক জন সচেতনতা সৃষ্টি, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা, অবকাঠামোর উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ প্রদান, জীবন-জীবিকার পুনর্বাসন, নারী, শিশু ও প্রবীণ ব্যক্তিদের বিশেষ পরিচর্যা, স্বাস্থ্যসেবা ও ক্যাম্প, বিনামূল্য প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা ও সবুজ অর্থনীতি

সভ্যতার দাবানলে প্রকৃতি বিপর্যস্ত। শিল্পোন্নয়ন ও অবিবেচিত হস্তক্ষেপ প্রকৃতির সম্পদসমূহকে কলুষিত করছে। ফলাফলে, বাস্তুসংস্থান ভারসাম্য হারিয়ে পৃথিবীর স্থিতিশীলতাকে বিচ্যুত করছে। আধুনিক প্রযুক্তি ও রাসায়নিক অনুষঙ্গ কৃষি ক্ষেত্রে মোট উৎপাদন কয়েকগুণে বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ ও জীবনবান্ধব খাদ্য-পুষ্টি প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে। আমাদের আত্মকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড সবুজ অর্থনীতিকে ধূসর করছে। মুনাফা অর্জনের সহজ পথ হিসেবে খাদ্যে ভেজাল ও প্রিজার্ভেটিভ মেশানো হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ-সক্ষমতা ও সার্বিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ভেজাল ও বিষাক্ত খাদ্য-পুষ্টি স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও জটিল রোগের মুখে আমাদের পতিত করছে। ফলশ্রুতিতে আমাদের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে, দীর্ঘ মেয়াদে চরম দারিদ্র্য ও বৈষম্য জন্ম নিচ্ছে।

এসএসএস প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সংস্থার এই জাতীয় কর্মকাণ্ড পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করছে। এক্ষেত্রে, বৃক্ষরোপণ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ, নার্সারি স্থাপন, পুনর্ব্যবহার-প্রক্রিয়া-গ্রহণ, চারা বিতরণ, সামাজিক ও পারিবারিক বনায়ন, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে সংস্থার গভীর সম্পৃক্ততা লক্ষণীয়।

অ্যাডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং

সর্ব-সঙ্গতি ও মানবতার পুনর্জাগরণে অ্যাডভোকেসি দ্বিধাহীন চিত্তে অনন্য প্রক্রিয়া। অন্যদিকে উন্নয়ন অঙ্গনে নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার অন্যতম মৌলিক নিয়ন্তা। অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ও সংস্থার উন্নয়নে অ্যাডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এসএসএস জাতীয়-পর্যায়ের নেতৃস্থানীয় সংস্থা হিসেবে সমমনা ও একই বৈশিষ্ট্যের সংস্থা, দেশিবিদেশি উন্নয়ন সংস্থা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন দপ্তর, বিভাগ-উপবিভাগ এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও সখ্যতা নিয়মিত রক্ষা কর চলে। এরফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক-পর্যায়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সংস্থার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় সঙ্কটে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংস্থা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে শিশু ও শিশু অধিকার সংরক্ষণ, নারী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্যসেবার যোগান বৃদ্ধি, সাধারণ জনগোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অভিগম্যতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা, সরকারি সুযোগসুবিধা অর্জন, দুর্যোগ মোকাবেলা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে সংস্থার অ্যাডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।

এসএসএস-এর কর্মসূচি

ভিশন-মিশন সার্থককরণে এসএসএস অবলম্বন করে অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও সৃষ্টিশীলতা। সমন্বিত হয় অতীত ও বিদ্যমান কর্মপন্থা। রূপায়ন ঘটে বস্তুনিষ্ঠ কর্মমালা ও প্রণালী। আর্থসামাজিক ও সুকোমল মানবতার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা হলো--মূল কেন্দ্রবিন্দু। উদ্যম ও সঞ্জীবিত তৎপরতায় ভূমিষ্ঠ হয় উদ্ভাবনী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিষেবার সংস্কার। এসএসএস-এর প্রবর্তিত মুখ্য কর্মসূচিসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি
- সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি
- প্রজ্ঞা, সম্ভাবনা ও সক্ষমতার উন্নয়ন কর্মসূচি

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি

- জাগরণ
- অগ্রসর
- সুফলন
- বুনিয়াদ
- সাহস
- স্যানিটেশন
- সমৃদ্ধি
- কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন
- অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন কর্মসূচি
- আরএমটিপি
- ড্রাগন-চাষ সম্প্রসারণ
- নিরাপদ আনারস চাষ
- পেস প্রকল্প
- দেশি ও কাদারনাথ মুরগির খামার
- সুরক্ষা তহবিল
- রেমিটেন্স ট্রান্সফার
- বিবিধ ঋণ প্রোডাক্ট

সারণি-১: কর্মসূচি ও প্রকল্পের সূচনা ও ভৌগোলিক বিস্তার

ক্রম.	বিবরণ	সূচনা সাল	শাখার সংখ্যা	জেলার সংখ্যা
১.	জাগরণ (গ্রামীণ ও শহুরে ক্ষুদ্রঋণ)	১৯৯১	৫৪৯	৪২
২.	অগ্রসর (উদ্যোক্তা ঋণ)	২০০২	৫৫১	৪২
৩.	বুনিয়াদ (অতিদরিদ্র ঋণ)	২০০১	১৯৫	৩১
৪.	সুফলন (মৌসুমভিত্তিক কৃষি ঋণ)	২০০৬	৪৫৯	৪২
৫.	সমৃদ্ধি কর্মসূচি (ঋণ ও সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম)	২০১০	৩	২
৬.	সাহস (দুর্যোগ ঋণ)	২০০৭	৫	১
৭.	স্যানিটেশন ঋণ	১৯৯২	৯	১
৮.	বিশেষ ও চাকরিজীবী ঋণ	২০১৬	৪৪০	৪২
৯.	মধুপুর অঞ্চলে নিরাপদ আনারসচাষ প্রকল্প	২০১৯	৪	১
১০.	ড্রাগন ফলচাষ সম্প্রসারণ	২০১৭	৪	১
১১.	আরএমটিপি	২০২২	৯	২
১২.	পেস প্রকল্প	২০১৫	১৪	১
১৩.	দেশি মুরগির বাণিজ্যিক খামার প্রকল্প	২০১৭	৬	১
১৪.	কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন	২০০৬	৫৫১	৪২
১৫.	অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন কর্মসূচি	২০১৩	৮	১
১৬.	সঞ্চয় কার্যক্রম	১৯৯১	৫৫১	৪২
১৭.	সুরক্ষা তহবিল কার্যক্রম	১৯৯১	৫৫১	৪২
১৮.	রেমিটেন্স ট্রান্সফার কার্যক্রম	২০১১	৫৫১	৪২

সারণি-২: প্রোডাক্টভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও স্থিতি

কোটি টাকা

ক্রম.	বিবরণ	বিতরণ (২০২১-২২)	স্থিতি (৩০ জুন ২০২২)	
			স্থিতি	%
১.	জাগরণ (গ্রামীণ ও শহুরে ক্ষুদ্রঋণ)	২৫৪২.৮৪	১৪৩০.৮৪	৩৯.৮১
২.	অগ্রসর (উদ্যোক্তা ঋণ)	২৩৫০.৪২	১৫৪১.৮৭	৪২.৯২
৩.	বুনিয়াদ (অতিদরিদ্র ঋণ)	১১.৭০	৫.৮২	০.১৬
৪.	সুফলন (মৌসুমভিত্তিক কৃষি ঋণ)	৯৩৯.৯১	৪২৯.৮৮	১১.৯৫
৫.	সমৃদ্ধি কর্মসূচি (ঋণ ও সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম)	১৯.১১	০.৬৩	০.৩২
৬.	সাহস (দুর্যোগ ঋণ)			
৭.	স্যানিটেশন ঋণ	০.২৬	০.১৮	০.০১
৮.	বিশেষ ও চাকরিজীবী ঋণ	২৫২.৭০	১৪৫.৫৪	৪.০৫
৯.	মধুপুর অঞ্চলে নিরাপদ আনারসচাষ প্রকল্প	২২.৯৯	১৩.৬৬	০.৩১
১০.	ড্রাগন ফলচাষ সম্প্রসারণ	২২.৯০	১৩.১৭	০.৩৬
১১.	আরএমটিপি			
১২.	পেস প্রকল্প	৭.৩০	৩.৬২	
১৩.	দেশি মুরগির বাণিজ্যিক খামার প্রকল্প	২.৭০	১.১৫	
১৪.	বিবিধ	৪৪.৬	২১.৭১	০.৪২
	মোট	৬,১৯৪.৪৪	৩৫৯৪.৪১	১০০

সারণি-৩: প্রোডাক্টভিত্তিক সঞ্চয় স্থিতি

কোটি টাকা

ক্রম.	বিবরণ	হিসাব সংখ্যা	স্থিতি (৩০ জুন ২০২২)
১.	সাধারণ সঞ্চয়	৯৪৭১৮৯	৭৮৬.৬২
২.	নিরাপত্তা সঞ্চয়	৭৫৭৭৫১	১৫৪.৮৯
৩.	স্বেচ্ছা সঞ্চয়	২৮৯০২২	২৬২.৬৬
৪.	এফডিআর (মেয়াদি আমানত)	১৮৫৪৩	৪১৬.৬৭
	মোট	৯৪৭১৮৯	১৬২০.৮৪

ঋণ কর্মসূচির অধীনে একজন
উদ্যোক্তার মিনি গার্মেন্টস

সমৃদ্ধি ও পৃথিবীর নান্দনিকতা--সবই উপযোগের ফল। এর মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। উপযোগ (বস্তুগত পণ্য অথবা সেবা) সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সকল অংশই হলো: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। মানুষের অভাব বোধ ও সন্তুষ্টিকে কেন্দ্র করে সকল প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তার কমবেশির কারণে মানুষের পরিতৃপ্তি ও সুংখ-সমৃদ্ধির তারতম্য ঘটে। সঙ্গত কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকার উপর সমাজ ও পরিবারের উন্নয়ন নির্ভরশীল।

উপলক্ষিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আবদ্ধ। এসএসএস সূচনা-পর্ব থেকে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সমৃদ্ধি-বর্ধনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এই বহুমাত্রিক কর্মসূচির মূলে রয়েছে আর্থিক পরিষেবা কর্মকাণ্ডের দৃঢ় সম্পৃক্ততা। দারিদ্র্য দূরীকরণের মৌলিক উপায় হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ব্যাপকভাবে পরিচিত। এসএসএস ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। এই কর্মসূচির বিশেষত্ব--সুবিধাবঞ্চিত পরিবারে জামানত ছাড়াই ঋণ প্রদান করা। এছাড়াও দেওয়া হয় কারিগরি ও প্রশিক্ষণ-বিষয়ক পরিষেবা। তারা গৃহীত ঋণ ও পরিষেবা সম্পদ-সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারে বিনিয়োগ করে। ফলে, প্রান্তিক-স্তরে আয় ও জীবনমান বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক কর্মসূচির মৌলিক বিষয়বস্তু হলো: অভীষ্ট পরিবারসমূহকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্টকরণ, আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডে আর্থিক ও কারিগরি পরিষেবা প্রদান এবং সম্পদ ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

এসএসএস-এর অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রতিচ্ছবি:

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি সংস্থার অভীষ্ট উদ্দেশ্য পরিপূরণে রূপায়িত। কর্মসূচির কাঠামো: লক্ষিত পরিবারসমূহকে সংগঠিত করা, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও মানবতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করা, কুসংস্কার ও পতনমুখী কর্মকাণ্ড দূরীকরণে সচেতনতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন, পরিবারসমূহের সম্পদ-সক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিশ্লেষণ, আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক, কারিগরি ও প্রশিক্ষণ পরিষেবা প্রদান, সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয় সৃষ্টির প্রেরণাদান, স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান তৈরি, ক্ষমতায়ন, স্থিতিশীল আয়ের মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত পরিবার ও সমাজ বিনির্মাণ করা ইত্যাদি। সংস্থার পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব ও প্রতিবিম্ব নীচে তুলে ধরা হলো:

উন্নয়ন ইউনিট-গঠন

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সুসংগঠিত করা--উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং সংস্থা ও নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে দিক্ষিত করাই উন্নয়ন ইউনিট-গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ইউনিট মূলত সমিতি নামে পরিচিত। দেশের বিদ্যমান উন্নয়ন ঋণ কর্মসূচির অধিকাংশ-ই সমিতিভিত্তিক কর্মপন্থা অনুসরণ করে। প্রতিটি সমিতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক-একটি প্রাণকেন্দ্র। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়। তাদের মধ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। এজন্য সমিতির প্রতিজনকে উন্নয়ন-সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাস, সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব প্রতিষ্ঠা পায়। লিঙ্গ ও অর্থনৈতিক অবস্থাভেদে সংস্থার সমিতিসমূহ: মহিলা সমিতি, পুরুষ সমিতি, উদ্যোক্তা সমিতি, বাজার সমিতি ইত্যাদি শ্রেণিতে বিভাজিত।

সমিতির সদস্যগণকে ক্রমান্বয়ে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞানদান করা হয়। তাদের সামনে সুযোগ ও সম্ভাবনার বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়। প্রত্যেকের পরিবারের সম্পদ-সক্ষমতা বিশ্লেষণ ও ব্যবহার, সক্ষমতা যাচাই, সুবিধাজনক আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ড, মূলধন-গঠন, ঋণ প্রস্তাবনা পেশ ইত্যাদি বিষয়ে সমিতির সাপ্তাহিক সভায় নিয়মিত আলোচনা ও কর্ম সম্পাদন করা হয়। একজন সদস্য সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দুসপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজন ও সক্ষমতা অনুযায়ী ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। সাধারণত, কৃষি (শস্য, সবজি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও বনায়ন), ছোট ও মাঝারি ব্যবসা, হস্ত ও কুটির শিল্প, প্রত্যক্ষসেবা, পরিবহন, গৃহনির্মাণ, হোটেল ও খাবার সরবরাহ, তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তি, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করা হয়। ৩০ জুন ২০২২ প্রান্তে এসএসএস-এর সমিতি সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০,৩০৭টি।

চিত্র-১: বিগত পাঁচ বছরের সদস্য সংক্রান্ত তথ্য

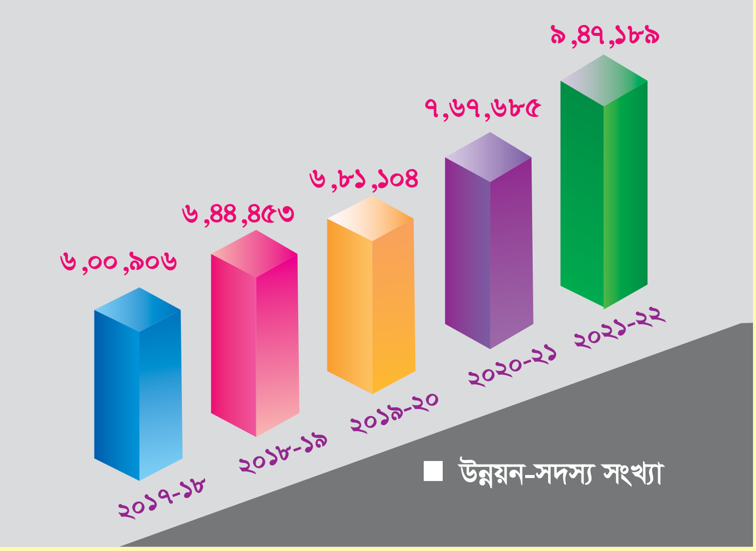

চিত্র-২: বিগত পাঁচ বছরের ঋণীর তথ্য

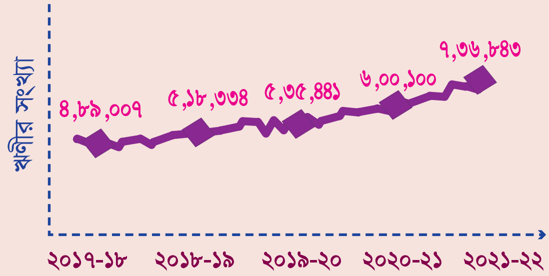

সঞ্চয় প্রবৃদ্ধি

বর্তমান ভোগের কিয়দাংশ ভবিষ্যতের জন্য জমানো আর্থিক অবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সঞ্চয় মূলধন ও সম্পদ বর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ভবিষ্য অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি দূরীকরণে জমাকৃত সঞ্চয় মহা-সহায়ক হিসেবে পাশে থাকে। এসএসএস-এর উন্নয়ন পদ্ধতির অন্যতম এক অঙ্গ হলো: সমিতিভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয় জমানোর জন্য উৎসাহিত করা। উন্নয়ন-সদস্যগণের চাহিদা ও আর্থিক অবস্থা বিচারে এসএসএস-এর সঞ্চয় প্রোডাক্টসমূহ প্রবর্তিত। সংস্থার সঞ্চয় প্রোডাক্টসমূহ চিত্র-৩এ তুলে ধরা হলো। ৩০ জুন ২০২২, সংস্থার সঞ্চয়স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১,৬২৭.৭৪ কোটি টাকা। প্রতিবেদনে উল্লিখিত সময়ে সঞ্চয়ের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৩০.৬৬ শতাংশ।

চিত্র-৩: খাতভিত্তিক সঞ্চয়স্থিতি (৩০ জুন ২০২২ প্রান্তে)

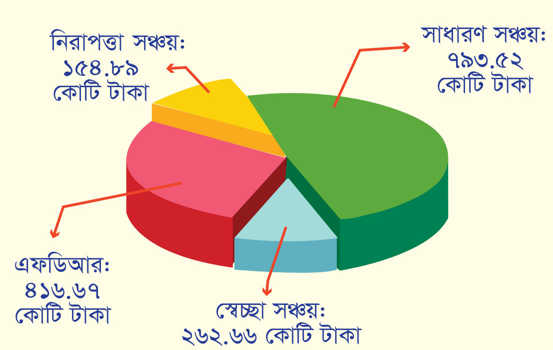

চিত্র-৪: বছরভিত্তিক সঞ্চয় স্থিতি

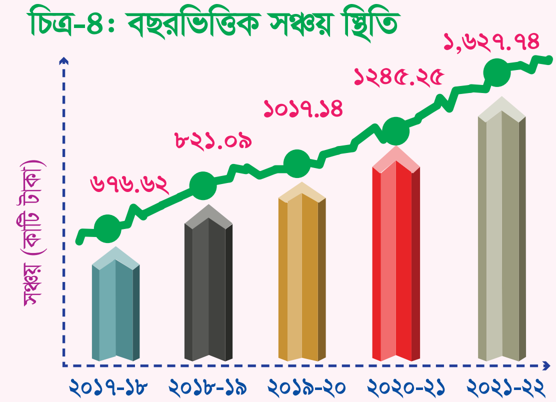

ঋণ কার্যক্রমের অর্জন ও গতিবিধি

এসএসএস-এর আর্থিক পরিষেবা কর্মসূচির প্রধান অংশ হলো: ঋণ কার্যক্রম। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে জামানত-বিহীন ঋণ প্রদান উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে উদ্বেলিত করে। কেননা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় মূলধন সরবারহ একান্তভাবে আবশ্যক। সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে উন্নয়ন-সদস্যগণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে অতি সহজে সম্পৃক্ত রাখেন। এই প্রক্রিয়ায় আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি স্ফীত হয়। সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত

চিত্র-৫: বছরভিত্তিক ঋণ বিতরণ

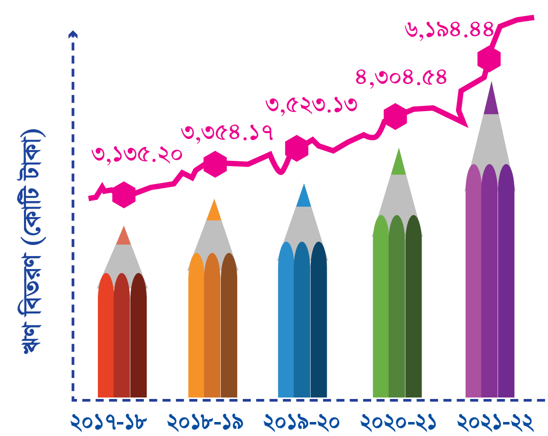

জনতা লাভবান হয়। তবে, উন্নয়ন-সদস্যগণের চাহিদা ও সক্ষমতা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থা ৬,১৯৪.৪৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। ৩০ জুন ২০২২ প্রান্তে সংস্থার ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ ৩৩,৩১৪.৯৪ কোটি টাকা। ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭,৩৬,৮৪৩ জন। ঋণস্থিতি হলো ৩,৫৯৪.৪১ কোটি টাকা। উন্নয়ন-সদস্যগণ গৃহীত ঋণ বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে। ঋণের নিয়মিত আদায়ের হার ৯৯.৩৭ শতাংশ। সার্বিক বিবেচনায় সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের অর্জন উল্লেখযোগ্য।

এসএসএস-এর ঋণ কার্যক্রম বিভিন্ন প্রোডাক্টে বিভাজিত। যৌক্তিকভাবে ঋণের পরিমাণ, খাত ও কারিকুলাম অনুযায়ী প্রোডাক্টসমূহ প্রবর্তন করা হয়। সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের প্রোডাক্টসমূহ উন্নয়ন-সদস্যগণের আর্থসামাজিক অবস্থা, সক্ষমতা ও সম্ভাবনাকে বিশ্লেষণ করে ডিজাইন করা হয়েছে। ঋণ প্রোডাক্টসমূহ হলো: জাগরণ, অগ্রসর, বুনিয়াদ, সুফলন, সাহস, স্যানিটেশন, সমৃদ্ধি, এসইপি, বিশেষ ও চাকরিজীবী, নবান্ন ও অনান্য ঋণ। এরমধ্যে বুনিয়াদ (অতিদরিদ্র পরিবারের জন্য), জাগরণ সাধারণ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য) এবং অগ্রসর (মধ্যবিত্ত ও উদ্যোক্তদের জন্য) হলো সংস্থার প্রধান ঋণ কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম। একজন সদস্য একটি প্রধান ঋণের সাথে অন্য আরও একাধিক সহায়ক ঋণ একই সময়ে গ্রহণ করতে পারেন।

দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উর্বরতা ও ব্যক্তির সক্ষমতা সমৃদ্ধি-বর্ধনে তাৎপর্যপূর্ণ। এসএসএস আর্থিক ও কারিগরি পরিষেবার সঙ্গে আরও বেশকিছু সুযোগ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে, উন্নয়ন-সদস্যদের দক্ষতা-সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটায়। নিরাপদ সবজিচাষ, গরু, ছাগল, মুরগি ও কবুতর পালন, মাছচাষ, ফলচাষ (ড্রাগন, আনারস, বরই, লেবু ইত্যাদি), পোল্ট্রি ও লেয়ার খামার, গরু মোটাতাজাকরণ, গাভিপালন, দেশি মুরগির খামার, বনায়ন (বাগান ও নার্সারি), ব্যবসা পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফলে, উন্নয়ন-সদস্যগণ প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করেন। তাদের উদ্যোগ সম্প্রসারিত হয়। স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত হয়। তারা প্রত্যাশিত সমৃদ্ধির পথে ধাবিত হন।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর একজন উদ্যোক্তার হাঁসের খামার পরিচালনা

এই ধরনের প্রশিক্ষণ সেশনে সংস্থার কারিগরি কর্মকর্তা ও কর্মী প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। তবে, প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকেন সরকারি কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ। ফলস্বরূপ, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ উন্নয়ন-সদস্যগণ স্থিতিশীল ও মর্যাদাপূর্ণ আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকেন, উদ্যোগের উন্নয়ন ঘটে। জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়। ৩০ জুন ২২ পর্যন্ত সংস্থা ১,৫৬,৫০০ জন উন্নয়ন-সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

সৃজনশীলতা ও উদ্যোক্তার উন্নয়ন

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন ভাবনাকে কেন্দ্র করে উদ্যোক্তার জন্ম হয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সৃজনশীলতা ও উদ্যোক্তা সমৃদ্ধি লাভের মূল চালিকা-শক্তি। এসএসএস সর্বদাই উন্নয়ন-সদস্যবৃন্দের উদ্ভাবনী চিন্তাচেতনা ও নব-ভাবনাকে উৎসাহ দেয়। পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে। কর্মকাণ্ডে সৃজনশীলতার প্রয়োগে সাহস ও শক্তি যোগায়। বিশেষত: নতুন পণ্য ও সেবা, পদ্ধতি, বাজার, উপকরণ ও কাঁচামালের উৎস ইত্যাদি বিষয়ে সৃজনশীলতা অতীব জরুরি। এই সকল ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী ধারা উদ্যোগকে স্থিতিশীল করে, সম্প্রসারিত ধারায় এগিয়ে যায়। উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুদ্র উদ্যোগ অর্থনীতি ও উন্নয়নের মৌলিক একক হিসেবে বিবেচিত। সংস্থা সূচনা-পর্ব থেকে তৃণমূল-পর্যায়ে উদ্যোক্তা সৃজনে কাজ করে যাচ্ছে। এটি সংস্থার অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদ্যোক্তাদের আর্থিক পরিষেবা, কারিগরি সেবা, প্রশিক্ষণ, বাজার পরিচিতিকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সার্বিক সহায়তা দান করা হয়। ফলে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ বিস্তারলাভ করে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির পথ তৈরি হয়, এগিয়ে যায় জাতীয় অর্থনীতি। ৩০ জুন ২০২২ প্রান্তে সংস্থার উন্নয়ন-সদস্যদের মধ্যে ১.৯৪ লক্ষ উদ্যোক্তা বিদ্যমান।

চিত্র-৬: ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সদস্য

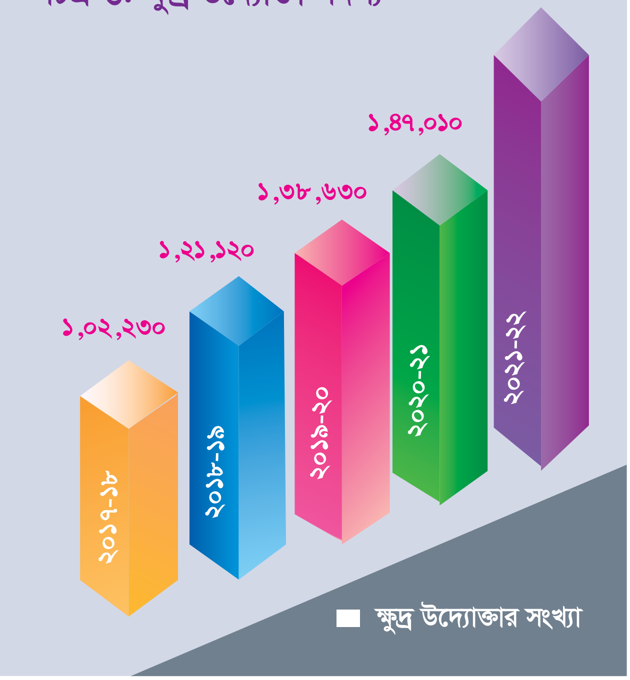

চিত্র-৭: মাঠ-সংগঠক সংখ্যা

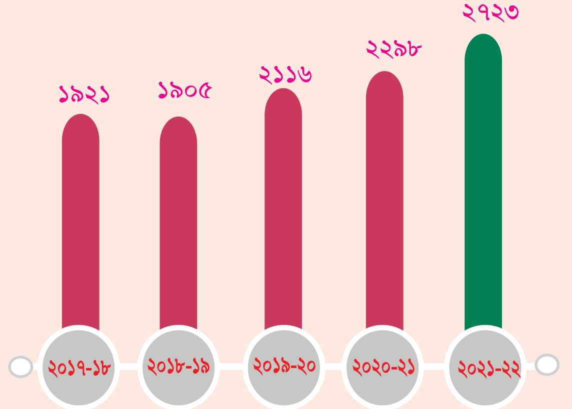

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা

প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী নিজেদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সংস্থার সক্ষমতা জাহির করে। এসএসএস অনবরত কর্মীদের দক্ষতা ও সম্ভাবনা বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টা সংস্থা ও কর্মীদের মিতব্যয়িতা, দক্ষতা, পেশাদারি মনোভাব, কার্যকারিতা ও নৈতিকতা প্রস্ফুটিত করেছে। কর্মকাণ্ডে তাদেরকে নিবেদিত রেখেছে। ফলে গুণগত সেবা প্রদান এবং ঐশ্বর্য অর্জন সহজতর হচ্ছে। উন্নয়ন-সদস্যগণ সহজেই এবং অতিদ্রুত সেবা পাচ্ছেন। সংস্থার প্রতি তাদের আস্থা তৈরি হচ্ছে। সংস্থার দক্ষতা-সক্ষমতা, ব্যবস্থাপনা ও কর্মবাস্তবায়ন প্রগতির ধারায় এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে সর্ব-স্তরে স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থা ২,২৯৮ জন কর্মীকে বিভিন্ন সেশনে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ইন-দ্যা-জব ও অফ-দ্যা-জব উভয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

ঋণের প্রোডাক্ট-ভিত্তিক আলোচনা

জাগরণ

অভীষ্ট পরিবারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন জাগ্রত করার জন্য এই কার্যক্রমের প্রচলন হয়। এই ঋণ প্রোডাক্টটি দারিদ্র্য ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহের জন্য রূপায়িত। এসএসএস জাগরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে ১৯৯১ সালে। স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও স্বল্প পরিসরে আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য এই ঋণ দেওয়া হয়। সংস্থার সমগ্র কর্মএলাকায় এই ঋণ প্রদান চলমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জাগরণের অধীনে ২,৫৪২.৮৪ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়। ঋণের সঙ্গে সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সেবাও প্রদান করা হয়। আদায়ের সার্বিক হার ৯৯.৬৩ শতাংশ। বিতরণ ও গ্রাহকের দিক থেকে এটি সংস্থার ঋণ কর্মসূচির অন্যতম বৃহৎ খাত।

অগ্রসর (ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ)

উদ্দিষ্ট পরিবারসমূহের অর্থনৈতিক জাগরণ-পর্ব পূর্ণতা লাভের পর অগ্রসর যাত্রা পথ শুরু হয়। সীমিত আয় ও মূলধনের ব্যবহার থেকে উচ্চতর স্তরে যাওয়ার জন্য অগ্রসর ঋণের জন্ম হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বিশেষ ঋণ প্রোডাক্ট। এসএসএস ২০০২ সালে অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম আরম্ভ করে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো: ক্ষুদ্র উদ্যোগের উন্নয়নের

চিত্র-৮: অগ্রসর ঋণ বিতরণ গতি

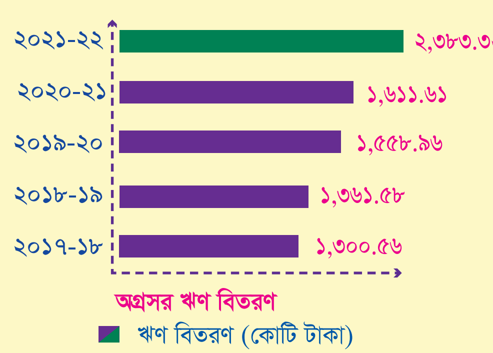

মাধ্যমে মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। অন্যতম প্রধান ঋণ প্রোডাক্ট হিসেবে সংস্থার সমগ্র কর্মএলাকায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মূলধারার ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ জামানত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া ঋণ প্রদান করে না। আবার এসকল প্রতিষ্ঠানের সাধারণত ছোট ঋণ প্রদানের কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য ও পিছিয়েপড়া পরিবারের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ মূলধনের অভাবে তাদের ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করতে পারেন না। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাংকিং ঋণের আদলে

চিত্র-৯: খাতভিত্তিক অগ্রসর ঋণ বিতরণ (২০২১-২২)

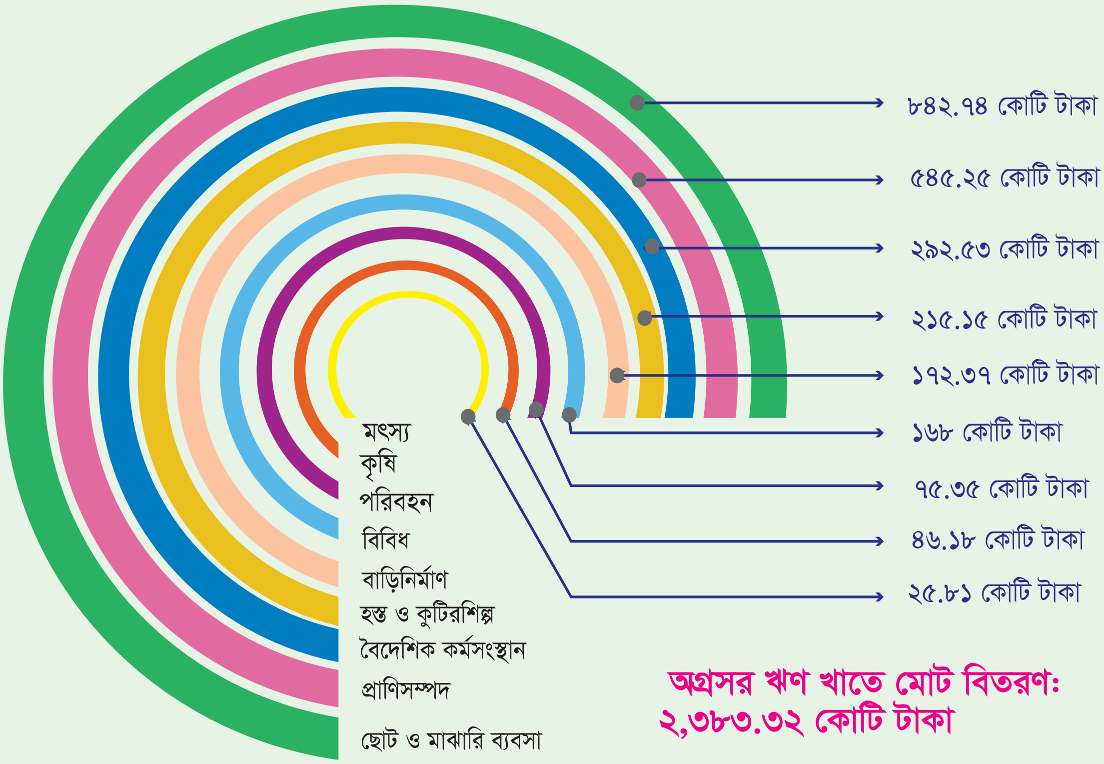

অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম সুবিধাবঞ্চিত উদ্যোক্তাদের আর্থিক চাহিদা পরিপূরণ করেছে। এসএসএস উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়া উদ্যোক্তাদেরকে কারিগরি সহায়তা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, বাজার-সংযোগ ইত্যাদি সহায়তাও দেওয়া হয়। ফলে, সহজে উদ্যোক্তাগণ তাদের ব্যবসাকে বড় করতে পারেন। সংস্থার প্রতিটি সমিতিতে অগ্রসর ঋণ গ্রাহক থাকে। তবে কিছুকিছু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অগ্রসর ঋণের সদস্যদের নিয়ে সমিতি-গঠন করা হয়।

সংস্থার সার্বিক সেবাপরিষেবা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি এবং সম্প্রসারণে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখছে। সমাজে উদ্যোক্তাদের গ্রহণযোগ্যতাসহ আর্থিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষণীয়। মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি গতিশীল হচ্ছে। সমাজ হতে দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সমতা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে। বিশেষ করে নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হচ্ছেন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখছেন। ৩০ জুন ২০২২ প্রান্তে সংস্থায় ১,৯৩,৫২৩ জন উন্নয়ন-সদস্য উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছে। এর ৯৯ শতাংশ হলো নারী উদ্যোক্তা।

এই সকল উদ্যোক্তা প্রায় সাত লক্ষ পরিবারের আয়ের ব্যবস্থা করেছেন। ছয় লক্ষ নারী কর্মী এই উদ্যোগসমূহে কাজ করছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে এই প্রোডাক্টের অধীনে ২,৩৮৩.৩২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সুফলন (মৌসুমি ঋণ)

সুফলন নামের সার্থকতা--সঠিক ও প্রয়োজনীয় ফল-ফসলের উৎপাদন নির্দেশ করে। কৃষক পরিবারে মৌসুমভিত্তিক প্রয়োজনীয় চাষাবাদ ক্রিয়াশীল রাখতে সুফলন ঋণের ধরন প্রতিষ্ঠা পায়। সুফল এসএসএস-এর অন্যতম গুরুত্ববাহী প্রধান সহায়ক ঋণ। এই ঋণ কার্যক্রম ২০০৬ সালে সংস্থায় সূচিত হয়। কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ খাতে মৌসুমভিত্তিক এই ঋণ দেওয়া হয়। এই কার্যক্রম সংস্থার ৪৫৯টি শাখায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই ঋণের বিশেষত্ব হলো: গৃহীত ঋণের টাকা পণ্য উৎপাদন বা বিক্রয়ের পর এককালীন পরিশোধ করতে হয়। ঋণের মেয়াদ সাধারণত তিন থেকে ছয় মাস। ঋণের টাকা মৌসুমভিত্তিক সবজিচাষ, মাছচাষ, গরু মোটাতাজাকরণ, প্রাণিসম্পদ-পালন ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করা হয়। কৃষকগণ একটি মুখ্য ঋণের সাথে সুফলন ঋণ সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে, তারা অধিক উপযোগ সৃষ্টি করে। আয় ও জীবনমান উন্নত করে।

২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থা ৯৩৯.৯১ কোটি টাকা সুফলন খাতে বিতরণ করে। এখাতে ক্রমপুঞ্জিত বিতরণ ৩,৯৪৯.৪৯ কোটি টাকা। ক্ষুদ্রঋণ পরিমণ্ডলে সুফলন প্রোডাক্ট বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কৃষক ও খামারিগণের নিকট এই ঋণের জনপ্রিয়তা বেশি। বিতরণের দিক থেকে এটি সংস্থার অন্যতম বৃহৎ ও সময়োপযোগী প্রোডাক্ট।

চিত্র-১০: খাতভিত্তিক সুফলন ঋণ বিতরণ (২০২১-২২)

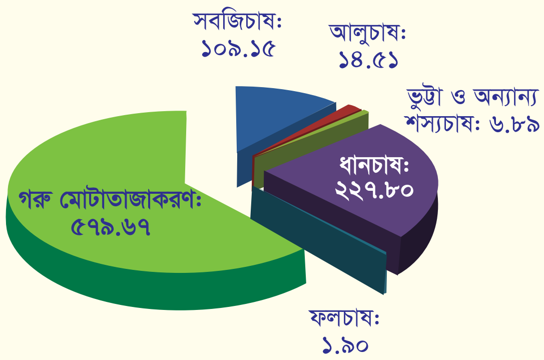

ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)

বুনিয়াদ (অতিদরিদ্রদের জন্য ঋণ)

দারিদ্র্য-পীড়িত পরিবারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা পত্তনের জন্য বুনিয়াদ ঋণ দেওয়া হয়। বুনিয়াদ এসএসএস-এর মৌলিক ঋণসমূহের মধ্যে অন্যতম। ২০০১ সালে বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম সংস্থায় পরিচিতি ও বাস্তবায়ন লাভ করে। দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানরত পরিবারের কর্মসংস্থান বা জীবন-যাপন চালিয়ে যাওয়ার জন্য এই ঋণ দেওয়া হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো: অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক পরিষেবায়

চিত্র-১১: বুনিয়াদ ঋণ বিতরণ

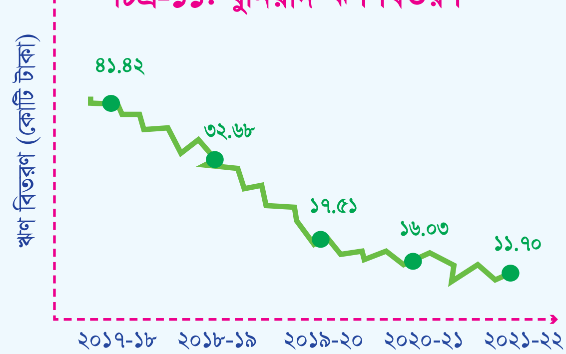

অন্তর্ভুক্ত করা। বর্তমানে সংস্থার ১৯৫টি শাখায় এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সাধারণত যেসকল পরিবারের উল্লেখযোগ্য সম্পদ বা জমিজমা নেই, যারা একেবারে নিঃস্ব ও সুবিধাবঞ্চিত, তাদেরকে কোন প্রতিষ্ঠানই ঋণ প্রদান করে না। সংস্থা তাদেরকে প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও ঋণ প্রদান করে। তাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। এক-পর্যায়ে তারা অতিদরিদ্র অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করে। স্থিতিশীল আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থা ১১.৭০ কোটি টাকা এই খাতে বিতরণ করে। এই ঋণ কার্যক্রম হতে প্রতিবছর একটা বড় অংশ জাগরণ পর্বে উত্তীর্ণ হচ্ছে। ফলে ক্রমশই এই খাতের ঋণ বিতরণ হ্রাস পাচ্ছে।

সাহস (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ)

বিপদে-আপদে অভীষ্ট পরিবারসমূহে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রাখতে সাহস ঋণ শক্তিবর্ধন করে। প্রতিটি দুর্যোগে আক্রান্ত দলীয় সদস্যগণ বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হন। বিশেষ করে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সদস্যদের আয় বন্ধ হয়ে যায়, সম্পদ-সক্ষমতা বিনষ্ট হয়। সংস্থা হতে তাদের পুনর্বাসনে ত্রাণ ও অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও সহজ শর্তে তাদেরকে ঋণ দেওয়া হয়--যা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ নামে অভিহিত। ঋণের পরিমাণ পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার টাকা। বিনিময় মূল্য ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে বার্ষিক আট শতাংশ টাকা। মেয়াদ দুর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃতিভেদে সর্বোচ্চ দুবছর পর্যন্ত। এই কার্যক্রমটি সংস্থা গ্রহণ করে ২০০৭ সালে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এখাতে কোন ঋণ বিতরণ করা হয়নি। এর কারণ হিসেবে লক্ষ্য করা যায় ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার উন্নয়ন-সদস্যগণ কোন বড় ধরনের দুর্যোগের মুখামুখি হয়নি। অন্যদিকে করোনা মহামারি উপলক্ষে বিশেষ ঋণ দেওয়া হয়েছে।

স্যানিটেশন ঋণ (টিউবয়েল ও ল্যাট্রিন ঋণ)

বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উৎপাদনশীল ব্যক্তি ও প্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নের অন্যতম কারিকুলাম হিসেবে এই ঋণের ডিজাইন করা হয়। অভীষ্ট পরিবারে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এই ঋণের মুখ্য উদ্দেশ্য। এসএসএস ১৯৯২ সালে স্যানিটেশন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। এটি একটি সহায়ক ঋণ ও সমগ্র কর্মএলাকায় বিস্তৃত। এই ঋণের অধীনে সংস্থা পরিবারসমূহে টিউবয়েল স্থাপন বা স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণে আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদান করে।

৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত এখাতে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ ৪.২৩ কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৭৩টি পরিবারে ২৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

সমৃদ্ধি হলো--দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি। ইংরেজিতে Enhancing Resources and Increasing Capacities of the Poor Households Towards Elimination of their Poverty—ENRICH. এসএসএস-এর সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের মধ্যে সমৃদ্ধি অন্যতম। এটি একটি বিশেষায়িত ও উন্নয়ন-সদস্য-বান্ধব কর্মনিবিড় কার্যক্রম। দারিদ্র্য বিমোচনে এক সমন্বিত উদ্যোগ। কর্মসূচিটি পিকেএসএফ-এর নিজস্ব সৃজনশীলতা, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় রূপায়িত।

দারিদ্র্য-চক্রে বহুমাত্রিক অনুষঙ্গ সম্মিলিত প্রক্রিয়ায় সর্বদাই সচল। এ-সকল অপশক্তির নির্মূলে পর্যাক্রমিক ও সুসংগঠিত কর্মধারা ও প্রচেষ্টা আবশ্যক। বিশেষ করে পরিবারভিত্তিক সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার, অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ও কারিগরি পরিষেবা, খাদ্য-পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ক্রীড়া-সংস্কৃতি ও শিশু উন্নয়ন, অবকাঠামো ও পরিবেশগত উন্নয়ন, সামাজিক অবক্ষয় দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের যুগপথ প্রয়োগ দারিদ্র্যকে নির্মূল করে। উন্নয়নের পথ সৃষ্টি হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচি উপর্যুক্ত ধারণায় প্রস্ফুটিত, কর্মবৈচিত্রে পরিপোক্ত। এই কর্মসূচি দারিদ্র্য বিদূরীকরণে এক যুগোপযোগী প্রচেষ্টা। এসএসএস ২০১০ সালের মার্চ-এর প্রথম দিকে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। বর্তমানে কর্মসূচিটি টাঙ্গাইল সদর উপজেলার দাইন্যা ইউনিয়ন এবং গাজীপুরের কালিগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরসাদী ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সারণি-৪: সমৃদ্ধি কার্যক্রম

ক্রম.	বিবরণ	অর্জন (২০২১-২২)	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (৩০ জুন ২০২২)
১.	জেলার সংখ্যা	০০	০২
২.	উপজেলার সংখ্যা	০০	০২
৩.	ইউনিয়নের সংখ্যা	০০	০২
৪.	শাখার সংখ্যা	০০	০৩
৫.	পরিবার (সংখ্যা)	১২	১৪৯৮৭
৬.	ইউনিট (সংখ্যা)	০০	০৪
৭.	**আর্থিক পরিষেবা:**		
	আয় বৃদ্ধিমূলক ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	১৯.১১	১২০.১১
	সম্পদ সৃষ্টি ঋণবিতরণ (কোটি টাকায়)	০.০০২৫	৪.৫০
	জীবনমান উন্নয়ন ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	০.০০২	১.০৬
	মোট ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	১৯.১১	১২৫.৬৭
	সাধারণ সঞ্চয়স্থিতি (কোটি টাকায়)	২.৮০	১১.১২
	বিশেষ সঞ্চয় স্কিমের সদস্য সংখ্যা	০০	২৬
	বিশেষ সঞ্চয় স্কিমে অনুদানগ্রহণকারীর সংখ্যা	১৩	২৬
৮.	**স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা:**		
	উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (সংখ্যা)	০৪	০৪
	স্বাস্থ্য ক্যাম্প (সংখ্যা)	০৮	৫৭
	আই ক্যাম্প (সংখ্যা)	০২	১৬
	ছানি অপারেশন (জন)	৩০	৩৪৫
	স্বাস্থ্যসেবা প্রদান (জন)	৫৭৪৯৭	৪৭২২৮৩
৯.	**শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন:**		
	শিক্ষাকেন্দ্র (সংখ্যা)	৫৫	৫৫
	ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	১৩৫১	১৬৫০
১০.	**অবকাঠামো ও সামাজিক উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ড:**		
	ভিক্ষুক পূর্নবাসন (জন)	০০	১৭
	বাঁশের সাঁকো কালভার্ট স্থাপন ও মেরামত (সংখ্যা)	০০	৩৭
	গণ-টয়েলেট স্থাপন (সংখ্যা)	০০	০১
	টিবয়েল স্থাপন (সংখ্যা)	০০	৯০
	দরিদ্র পরিবারে স্যানিটারি টয়েলেট স্থাপন (সংখ্যা)	০০	৮৮৫
	কমিনিটিভিত্তিক স্যানিটারি টয়েলেট স্থাপন (সংখ্যা)	০০	৬০
১১.	**যুব উন্নয়ন ও আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:**		
	যুবসমাজকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান (সংখ্যা)	০০	০৭
	যুবসমাজের আত্মনির্ভরশীলতা ও নেতৃত্বের বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	৮	৪১
	উন্নয়ন- সদস্যদের জন্য আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ প্রদান (সংখ্যা)	১০	৭০
	সমৃদ্ধি শিক্ষিকাদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	২	১৫
	স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবিকাদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	২	১৬
১২.	**সবুজ অর্থনীতি, অনুদান ও বিবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম:**		
	বিভিন্ন শাক-সবজির বীজ ও গাছের চারা বিতরণ (পরিবার)	০০	৬,৪০০
	বাসক চারা বিতরণ (সংখ্যা)	০০	৫,২০০
	ভার্মিকম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন ও উৎপাদনে সহায়তা দান (পরিবার)	০০	২,৩৭৯
	বিভিন্ন খামার স্থাপনে সহায়তা প্রদান (পরিবার)	২০০	৮,৩৪০
	সোনালি জাতের মুরগি বিতরণ (সংখ্যা)	০০	২,০৬৪
	সোলার হোম-সিস্টেম সরবরাহ (সংখ্যা)	০০	১০২
	বন্ধুচুলা সরবরাহ (সংখ্যা)	০০	১৯

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচির অধীনে একজন উদ্যোক্তার ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন

কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্প উন্নয়ন কর্মসূচি

কৃষি-প্রধান দেশে মৌলিক অর্থনীতির গুরুত্ব সর্বাধিক। এই খাতের উন্নয়ন ও নিবিড়তার উপর সমাজের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। অন্যদিকে মানব সভ্যতার উন্নয়ন কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্প উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের হাত ধরে-ই সূচিত হয়। এই খাতটি আবহমান কাল থেকে খাদ্য-পুষ্টি ও বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ করে যাচ্ছে। এই খাতের উপর দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা নির্ভরশীল। সময়ে গতিশীলতায় কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্প উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা ও নানামুখী সমস্যা উদিত হয়। এরমধ্যে মূলধন, কারিগরি জ্ঞান, প্রযুক্তির হস্তান্তর, জৈব-প্রযুক্তির বিস্তার, অসাংগঠনিক শ্রমবাজার ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসকল মুখ্য অন্তরায় প্রতিহতকরণে এসএসএস কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্প উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। আর্থসামাজিক উন্নয়নের অংশস্বরূপ সংস্থা আদি-পর্ব থেকেই এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

আমাদের দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ কোন-না-কোনভাবে কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্প উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। ইচ্ছা ও সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কৃষকগণ নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে না। তাদের কারিগরি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাও উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এসকল প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করতে সংস্থা কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্প উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সদস্যদগণ তাদের চাহিদা সক্ষমতা অনুযায়ী জাগরণ (গ্রামীণ ও শহুরে) এবং অগ্রসর (উদ্যোক্তা) ঋণ কর্মসূচির অধীনে এই ঋণ গ্রহণের সুযোগ পায়। ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্প উন্নয়ন খাতে ৯৮৫.৫৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

একইসঙ্গে, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এসএসএস নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ বিষয়ে একটি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। কৃষিভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্যভিত্তিক সম্প্রসারণে এই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে সংস্থার মধুপুর, ভাইঘাট, গারোবাজার, ত্রিশাল, চুরখাই, আছিম, নান্দিনা, হাজীপুর, গোপালপুর, সখিপুর, বড়চওনা ও বাটাজোড় শাখায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সদস্যবৃন্দকে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ও প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা হলো এই প্রকল্পের মূল নিশানা। এছাড়াও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসএসএস-এর নিজস্ব অর্থায়নে মৎস্যচাষ বিষয়ে আরেকটি বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও টাঙ্গাইল জেলার ১৭টি শাখায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো: সদস্যগণকে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতিতে মাছচাষে আকৃষ্ট করা এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

চিত্র-১২: কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন খাতে ঋণ বিতরণ (২০২১-২২)

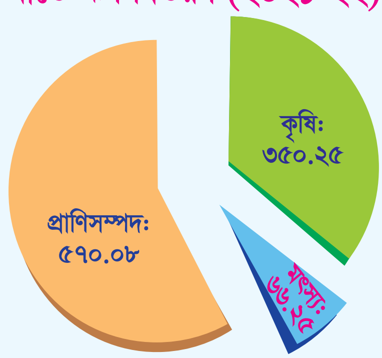

মোট বিতরণ (কোটি টাকা) + + = ৯৮৫.৫৮

অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন কর্মসূচি

পুষ্টি-সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠী দেশ ও জাতির জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনে। এধরনের ব্যক্তি থাকে উৎপাদনমুখী। ফলে সমৃদ্ধির ধারা গতিশীল হয়। অন্যদিকে অপুষ্টি উন্নয়নের এক বড় বাধা। সমাজ ও পরিবারে বয়ে আনে দারিদ্র্য ও হতাশা। আর্থসামাজিক পটভূমি বিবেচনায় আয় ও সম্পদ, জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশ পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় পুষ্টি-সমৃদ্ধ জাতি বিকাশে প্রধান নিয়ামক। এসএসএস টেকসই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন দর্শনে অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এটি সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ও সৃজনশীলতায় রূপায়িত। কার্যক্রমটি শুরু হয় ২০১২ সালের শুরুর দিকে।

অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন কর্মসূচি সংস্থার উন্নয়ন প্রচেষ্টার এক নব-রূপ। এটি দারিদ্র্য দূরীকরণের মৌলিক নির্ণায়কসমূহের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও কর্মপ্রণালীর আলোকে পরিকল্পিত। বর্তমানে এই কর্মসূচি টাঙ্গাইল সদর উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে সংস্থার ৮টি শাখায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ নিশ্চিতকরণে ঔষধি-গুণ-সমৃদ্ধ শাক-সবজির চারা, উচ্চ ফলনশীল ফলমূলের চারা, উন্নত-জাতের মুরগি ইত্যাদি সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। সদস্যগণ বাণিজ্যিকভাবে সবজি ও ফলমূলের চাষ, গবাদিপশুর খামার, জৈব-পদ্ধতিতে বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করেন।

কর্মসূচির কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম হলো: অভীষ্ট পরিবারগুলোর পুষ্টি-স্তর নির্ণয় ও অপুষ্টিজনিত চিকিৎসাসেবা প্রদান। জ্ঞানগত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে আয়োজন করা হয় সভা, কর্মশালা ও পুষ্টি ক্যাম্প। এর মাধ্যমে পরিবারগুলো খাদ্যপুষ্টির গুণাগুণ, উৎপাদন, সংরক্ষণ, রন্ধন-প্রণালী, কম-খরচে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রস্তুত প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান পায়। জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে রয়েছে বিনামূল্যের বিভিন্ন চিকিৎসা ক্যাম্পের ব্যবস্থা। এছাড়াও নিয়মিত রক্ত-গ্রুপ নির্ণয়, রক্ত-চাপ নির্ণয়, রক্ত পরীক্ষা, ডায়াবেটিস পরীক্ষা প্রভৃতি কর্মকাণ্ডও চলমান।

সারণি-৫: অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন কর্মসূচির তথ্য

ক্রম.	বিবরণ	অর্জন (২০২১-২২)	ক্রমপুঞ্জিত (৩০ জুন ২০২২)
১.	জেলা (সংখ্যা)	০০	০১
২.	উপজেলা (সংখ্যা)	০০	০১
৩.	ইউনিয়ন (সংখ্যা)	০০	০৯
৪.	শাখা (সংখ্যা)	০০	০৮
৫.	উপকারভোগী (পরিবার)	৪,৬৬০	৫০,০০০
আর্থিক পরিষেবা			
৬.	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	১১৮.৫২	৮১৩.৩৩
৭.	সঞ্চয় স্থিতি (কোটি টাকা)	৫৬.২০	৫৬.২০
পুষ্টিসমৃদ্ধকরণ কর্মকাণ্ড			
৮.	পুষ্টিবাড়ি (সংখ্যা)	৯৯৬	৪৫৯০
৯.	বাণিজ্যিক কৃষি খামার (সংখ্যা)	২৪৯	১০০৪
১০.	সৃজনশীল কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারকারী	৪৫	১৪৬
১১.	ফলমূলের বাগান (সংখ্যা)	১২	৯৩
১২.	নার্সারি (সংখ্যা)	১০	৩১
১৩.	মুরগির খামার (সংখ্যা)	৭৮	৭২৫
১৪.	হাঁসের খামার (সংখ্যা)	১৬	১৬২
১৫.	কবুতর খামার (সংখ্যা)	০	৪৩১
১৬.	গাভিপালন ও দুগ্ধ খামার (সংখ্যা)	৯৫	৬১১
১৭.	গরু মোটাতাজকরণ খামার (সংখ্যা)	১১৯	৯৯৯
১৮.	ছাগল ও ভেড়ার খামার (সংখ্যা)	৭৬	৪৯৬
১৯.	ঘাস উৎপাদনকারী (পরিবার)	১৬১	৪১০
২০.	সবজির চারা বিতরণ (সংখ্যা)	৪৭	২২০
২১.	ফলের চারা বিতরণ (সংখ্যা)	১৭	১১৮
২২.	ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন (সংখ্যা)	৬৫	১৪৪
২৩.	ট্রাইকো কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন (সংখ্যা)	৪৭	২২০
২৪.	পিট কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন (সংখ্যা)	১৭	১১৮
২৫.	নিরাপদ কৃষি উপকরণ বিতরণ	১৭৪৯	৯১৪৬
পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা			
২৬.	চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজ (সংখ্যা)	১৬৫	৭৪৫
২৭.	পুষ্টি ক্যাম্পের আয়োজ (সংখ্যা)	১৪	১৯৫
২৮.	প্রাণিসম্পদ টিকাদান ক্যাম্প (সংখ্যা)	৩২	২৫৮
২৯.	স্বাস্থ্য-পুষ্টি সভার আয়োজন (সংখ্যা)	২৯০	২৩৪০
৩০.	কৃষি-বিষয়ক সভার আয়োজন (সংখ্যা)	৯	৩৯
৩১.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন (সংখ্যা)	১০	২০৭
৩২.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী	২৫০	৫১৭৫
৩৩.	পুষ্টি-স্তর পরীক্ষা (শিশুর সংখ্যা)	২২২৫	৯,০১২
৩৪.	মোবাইল ক্লিনিকের আয়োজন (সংখ্যা)	৫৮	১২৯৩
৩৫.	গর্ভবতী ও প্রসূতি স্বাস্থ্য-পুষ্টিসেবা (সংখ্যা)	৪৯৭	২,৫৯৩

উদ্যোক্তা-পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল--ড্রাগন ফলচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প

কৃষিভিত্তিক উদ্যোগসমূহের মধ্যে উচ্চমূল্যের ফলচাষ বেশ লাভজনক। এই কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরির সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান। সংস্থা উদ্যোক্তা-পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফলচাষ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ কার্যক্রম হিসেবে ড্রাগন ফলচাষ প্রকল্প গ্রহণ করে। এটি মূলত: পেস প্রকল্পের একটি উপপ্রকল্প। জুলাই ২০১৭ পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। প্রকল্পটি টাঙ্গাইলের সদর উপজেলার চারাবাড়ী ও দাইন্যা শাখায় বাস্তবায়িত হয়। ৩০ জুন ২০২০ প্রকল্পটি পিকেএসএফ সমাপ্ত করে। তথাপি সংস্থা এই কার্যক্রম চলমান রেখেছে।

প্রকল্পের মৌলিক কর্মকাণ্ডসমূহ হলো: স্টাফ ওরিয়েন্টেশন, দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ, ফল আহরণ ও প্যাকেটজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার স্থাপন, ভার্মি-কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন, মাঠ দিবস আয়োজন, সরেজমিন পরিদর্শন ইত্যাদি। ২০২১-২২ অর্থবছরে এই খাতে ২.৯০ কোটি ঋণ বিতরণ করা হয়। বর্তমানে ৫০ জন উদ্যোক্তা ড্রাগন চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পে নিয়োজিত রয়েছে।

আনারস চাষ উন্নয়ন প্রকল্প

উত্তম কৃষি কলাকৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে মধুপুর অঞ্চলের আনারসের গুণগতমান উন্নয়ন (আইপিজিএপি) প্রকল্প হলো: এসইপি-এর একটি উপপ্রকল্প। এসএসএস ২৭ জুলাই ২০২০ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করে। পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে এবং কারিগরি সহায়তায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। উত্তম কৃষি কলাকৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ আনারস উৎপাদন করা হলো এর মূল লক্ষ্যবস্তু। প্রকল্পটি সংস্থার মধুপুর অঞ্চলের মধুপুর, চাপড়ী, গারোবাজার ও জলছত্র শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এই কার্যক্রমের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ হলো: বাজারে নিরাপদ আনারসের যোগান নিশ্চিত করা; পরিবেশবান্ধব উপায়ে টেকসই ব্যবসা কর্ম-পরিচালনা করা; সকল ভ্যালুচেইন প্র্যাক্টিসে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সচেতন করা; উত্তম কৃষি কলাকৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে মধুপুর ক্লাস্টারে আনারসের উৎপাদন বৃদ্ধি করা; এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সংস্থা ৩,৫৬২ জন চাষিকে ৪৫.৮৭ কোটি টাকা আনরস চাষের জন্য ঋণ হিসেবে প্রদান করে।

প্রকল্পভুক্ত একজন চাষির প্রদর্শনী

সারণি-৬: আনারস চাষ প্রকল্পের কার্যক্রম

কর্মকাণ্ডসমূহ	অর্জন (২০২১-২২)	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
উপজেলা (সংখ্যা)	০২	০২
শাখা (সংখ্যা)	০৪	০৪
সুবিধাভোগী পরিবার (সংখ্যা)	১২০০	১২০০
ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	২২.৯০	৪৫.৮৭
প্রদর্শনী খামার (সংখ্যা)	৫০	৫০
কর্মশালার আয়োজন (সংখ্যা)	০৩	০৫
প্রশিক্ষণ আয়োজন (সংখ্যা)	১২	৫২
সরঞ্জাম বিতরণ (পরিবার সংখ্যা)	১২০০	১২০০
পরিবেশ কার্ড বিতরণ (সংখ্যা)	১২০০	১২০০
সাইন ও সিম্বল বিতরণ (সংখ্যা)	৫০০	২০০০
প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স বিতরণ (সংখ্যা)	৩০০	৩০০
প্রাচীরপত্র বিতরণ (সংখ্যা)	১২০০	১২০০

গ্রামীণ ক্ষুদ্র-উদ্যোগ সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরএমটিপি)

প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ে এসএসএস বিবিধ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সংস্থা গ্রামীণ ও মৌলিক অর্থনীতিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করে। গ্রামীণ ক্ষুদ্র-উদ্যোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পটি মূলত--গ্রামীণ মৌলিক অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও ত্বরান্বিতকরণ বিষয়ক কার্যক্রম। এই প্রকল্পের অধীনে একটি উপপ্রকল্প: উচ্চমূল্যের ফল-ফসলের জাত সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প। এসএসএস ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ উচ্চমূল্যের ফল-ফসলের জাত সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ ভ্যালু চেইন প্রকল্প গ্রহণ করে। অর্থায়নে ইফাদ ও ড্যানিডা এবং কারিগরি সহায়তায় রয়েছে পিকেএসএফ। প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো: প্রান্তিক কৃষকপরিবার ও ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পারিবারিক পুষ্টি উন্নয়ন। ময়মনসিংহ জেলার ফুল বাড়িয়া ও ভালুকা এবং টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর ও ঘাটাইল উপজেলা প্রকল্পটির র্কম-অঞ্চল হিসেবে নির্ধারিত। এই কার্যক্রমে উচ্চমূল্যের ফল-ফসল হিসেবে: এমডি-২ আনারস, জি-৯ কলা, কফি, বিশেষ লেবু, লিচু ও কাঁঠাল, রাম্বুটান, হলুদ মাল্টা ইত্যাদি নির্বাচিত।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

- নিরাপদ পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণে ইকোলজিক্যাল ফার্মিং-বিষয়ে ক্রমান্বয়ে উদ্যোক্তাদেরকে আগ্রহী করা;
- উচ্চমূল্য ফল, মসলা, দানাদার জাতীয় পণ্যের প্রযুক্তি নির্ভর খামারি ও ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা তৈরি এবং আয় বৃদ্ধি;
- উচ্চমূল্যের পণ্যের প্রক্রিয়াজাত সামগ্রী উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
- এখাতে নতুন নিরাপদ পণ্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থান-বর্ধন;
- এসকল পণ্যের স্থানীয় উপকরণ ও সেবার বাজার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং টেকসইকরণ;
- পরিবেশ, নিরাপদ পণ্য, পুষ্টিমান ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়সমূহ বিবেচনায় উৎপাদন এবং বাজার ব্যবস্থা সৃষ্টি;
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী ও তরুণদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির কর্মকাণ্ড: প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন, জৈব পদ্ধতিতে ফল ও ফসলের উৎপাদন, প্রদর্শনী খামার স্থাপন, বৈচিত্রময় পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, উচ্চমূল্যের ফল ও ফসল চাষের মডিউল প্রস্তুতকরণ, প্রযুক্তি-বিষয়ক লিফলেট ও তথ্য সহায়িকা প্রস্তুতকরণ, আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রথমিক-পর্যায়ে কর্মএলকার পাঁচ হাজার কৃষক পরিবার প্রকল্পটি হতে সুবিধা পাচ্ছে। প্রকল্পটির সময়সীমা: ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।

পেস প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে পেস অন্যতম। এটি গাভিপালন বিষয়ে এক বিশেষ প্রকল্প। ইংরেজিতে PACE: Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises. কার্যক্রমটি মূলত: চরাঞ্চলে গাভিপালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি-বিষয়ক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প। সংস্থা জুলাই ২০১৫-এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করে। উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয়-পর্যায়ের দুধের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ঘাটতি হ্রাস করা-ই হলো এর মূল লক্ষ্যবিন্দু। প্রকল্পটিতে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা দিয়েছে পিকেএসএফ। বাস্তবায়িত হচ্ছে টাঙ্গাইলের পাঁচটি উপজেলার ১৫টি শাখায়।

পেস প্রকল্পের অধীনে একজন সুবিধাভোগীর গাভিপালন

এই কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো: উদ্যোক্তার দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধি, কৃত্রিম প্রজনন ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি, কাঁচা ঘাসের ব্যবসা ও সরবরাহ বৃদ্ধি, এলএসপি সৃষ্টি ও প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা প্রদান, স্থানীয় দুধের বাজার সৃষ্টি ও বাজারজাতকরণ সহজতর করা, গাভীর মৃত্যুহার কমিয়ে আনা এবং অধিক উৎপাদনশীল গাভীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা।

প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পিকেএসএফ সমাপ্ত করে দেয়। তথাপি সংস্থা এর কার্যক্রম চলমান রেখেছে।

দেশি মুরগির বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি

উন্নয়ন-সদস্যদের আর্থসামাজিক প্রগতি শক্তিশালী করতে এসএসএস বদ্ধপরিকর। সংস্থা নানামুখী সুযোগ-সম্ভাবনাকে বাস্তবভিত্তিক কর্মকাণ্ডে রূপান্তর করার প্রয়াস চালিয়ে যায়। অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সৃজনশীলতা ও সংস্কারে আবদ্ধ করে। দেশি মুরগির বাণিজ্যিক খামার স্থাপন এরূপ এক বিশেষ কার্যক্রম। এসএসএস জুলাই ২০১৭ প্রকল্পটি শুরু করে। প্রকল্পটির প্রধান লক্ষ্য হলো–দেশি মুরগির বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠা এবং ডিম ও মাংসের সরবরাহ বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটিতে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা করছে পিকেএসএফ। বাস্তবায়িত হচ্ছে টাঙ্গাইলের ভূয়াপুর, গোপালপুর, গোবিন্দাসী ও ফলদা শাখায়।

এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডগুলো হলো: ওরিয়েন্টেশন, সভা-সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা; উপকরণ সরবরাহকারী, হ্যাচারি, খাবার উৎপাদনকারী, ঔষধ-টিকা সরবরাহকারী ও বাজারজাতকারীদের সাথে উদ্যোক্তাদের মত-বিনিময় সভার আয়োজন করা; আদর্শ দেশি মুরগির খামার প্রদর্শনীর মাঠ দিবসের আয়োজন করা; ডিমের ফার্টিলিটি বৃদ্ধির জন্য সদস্যদের উন্নত প্রজননক্ষম মোরগ প্রদান করা; মুরগির মডেল খামার প্রদর্শনী তৈরি করা ইত্যাদি। প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০২১ পিকেএসএফ সমাপ্ত করে দেয়। তথাপি এর কার্যক্রম সংস্থা চলমান রেখেছে।

কাদারনাথ মুরগি পালন

কাদারনাথ মুরগি পালন, পাস্তুরাইজ ডিম ও নিরাপদ মাংসের বাজার উন্নয়ন প্রকল্প। এটি মূলত: পেস প্রকল্পের বর্ধিত অর্থায়নের আওতায় ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প। এসএসএস পিকেএসএফ-এর অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায় ১ জানুয়ারি ২০২২ এই প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। বাস্তবায়িত হচ্ছে টাঙ্গাইলে সংস্থার ভূয়াপুর, গোপালপুর, গোবিন্দাসী ও ফলদা শাখায়। প্রকল্পের সময় সমাপ্ত হবে ৩০ জুন ২০২৩-এ। প্রকল্পটির প্রধান লক্ষ্য হলো: দেশি ও কাদারনাথ জাতের মুরগির বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠা এবং ডিম ও মাংসের সরবরাহ বৃদ্ধি করা।

৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে এই প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন বিষয়ে ৩৬টি প্রশিক্ষণ সেশনের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও গবাদিপ্রাণির ১০টি এবং মুরগির জন্য ১০টি টিকা ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়েছে। অন্যদিকে ২৮ জনকে কাদারনাথ মুরগি পালনে সহায়তা, ৩০ জন খামারিকে ফুট-বাথ, ১০০ জন খামারিকে ডিসইনফেকট্যান্ট স্প্রেয়ার, ৫ জন খামারিকে সুষম খাদ্য প্রস্তুত প্রদর্শনী, ৪ জন উদ্যোক্তাকে পোল্ট্রি সেন্টার ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল সেন্টার বা কালেকশন সেন্টারের টিকা ও ডিম সংরক্ষণের জন্য রেফ্রিজারেটর ক্রয় বাবদ সহায়তা, ১ জন উদ্যোক্তাকে পোল্ট্রি সেন্টারের ব্যবসা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সুরক্ষা তহবিল কার্যক্রম

আর্থসামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষার উপর নির্ভরশীল। অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনমরণ বিপদ-আপদ অর্থনৈতিক ভিত নড়বড়ে করে। এসএসএস-এর সুরক্ষা তহবিল কার্যক্রম উন্নয়ন-সদস্যদের আর্থিক সুরক্ষা বলয় সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ১৯৯১ সালে এই কার্যক্রম এসএসএস-এ সংযোজিত হয়। এই সুরক্ষা বলয় ভবিষ্যতের অনাগত ঝুঁকি লাঘবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এই কার্যক্রম দলীয় সদস্যগণের মৃত্যুজনিত ঋণ ঝুঁকি হ্রাস করে, জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড গতিশীল হয়। সংস্থার উন্নয়ন-সদস্য এই কার্যক্রমের সুবিধাভোগী। সুরক্ষা তহবিল সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:

- ঋণ গ্রহীতা অথবা তার নমিনির মৃত্যুতে আদায়যোগ্য ঋণ সম্পূর্ণ মওকুফ।
- সদস্যের মৃত্যুতে ৭,০০০ টাকা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য অনুদান প্রদান।
- সিজারিয়ান ডেলিভারি, পিত্তথলির পাথর, হিস্টেরেকটমি ও অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশনে ৭,০০০ টাকা অনুদান প্রদান।

চিত্র-১৩: সুরক্ষা তহবিল হতে সহায়তা প্রদান (২০২১-২২)

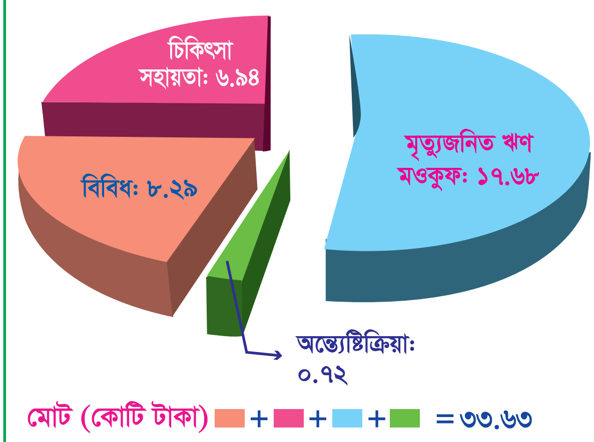

এছাড়াও সদস্যদের উচ্চ-ব্যয়ের চিকিৎসা, ছেলেমেয়ের পড়ালেখা, বিয়ে, বাড়ি-ঘর মেরামত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অকাল মৃত্যুতে বিশেষ সহায়তা প্রদান।

২০২১-২২ অর্থবছরে সুরক্ষা তহবিল খাতে সংস্থার ৩৩.৬৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়। অন্যদিকে এই তহবিলের স্থিতি হলো ১৪৪.২৮ কোটি টাকা।

রেমিটেন্স ট্রান্সফার

আমাদের সক্রিয় শ্রমশক্তির একটা বৃহদাংশ বিদেশে কর্মরত। তাঁদের অর্জিত আয় ও মুদ্রা বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম সক্ষমতার নির্দেশক। পরিবার পরিজনের প্রয়োজনে প্রবাসিগণ মাঝে মধ্যে দেশে অর্থ প্রেরণ করেন। গ্রাহকগণ প্রেরিত অর্থ অনায়াসে পেতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ রেমিটেন্স ট্রান্সফারকারী প্রতিষ্ঠান শহরে অবস্থিত। এসকল প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘসূত্রিতা, যাতায়াত ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সাধারণ গ্রহকগণের জন্য বিপত্তি সৃষ্টি করে। সংস্থার কর্মএলাকায় বিদ্যমান এ-সকল সমস্যা অতিক্রম করতে এসএসএস উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২৬ জুলাই ২০১১ আর্থিক পরিষেবা কর্মসূচিতে রেমিটেন্স ট্রান্সফার কার্যক্রম শুরু হয়। সংস্থার প্রতিটি শাখায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সংস্থা সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড ও সিটি ব্যাংক লিমিটেডের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। তবে লেনদেন ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, রিয়া ও মানিগ্রাম-এর প্রত্যক্ষ সহায়তায় নিষ্পন্ন হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে এসএসএস হতে ২,৪৩০ জনকে ১১.২৫ কোটি টাকা (রেমিটেন্স) ট্রান্সফারে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।

চিত্র-১৪: রেমিটেন্স ট্রান্সফার কার্যক্রম

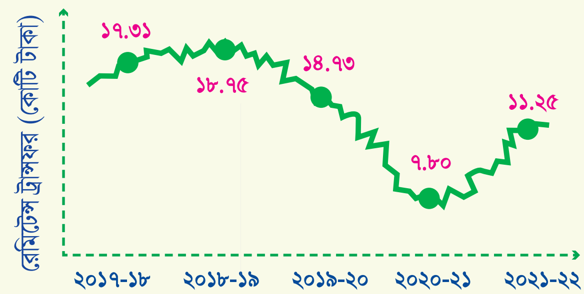

বিবিধ ঋণ প্রোডাক্ট

এসএসএস-এর আর্থিক কর্মসূচির মূল উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা হলো: উন্নয়ন-সদস্যদের চাহিদা ও সক্ষমতার আলোকে সময়োপযোগী নতুন প্রোডাক্ট রূপায়ন করা। এরই ধারাবহিকতায় উপর্যুক্ত ঋণ প্রোডাক্ট ছাড়াও চাকরিজীবী, বিশেষ, নবান্ন, জীবিকার পুনর্বাসন, রিফ্যাইনান্সিং, প্রারম্ভিক মূলধন, স্যানিটেশন ইত্যাদি সহায়ক ঋণ প্রোডাক্টসমূহ সংস্থায় বিদ্যমান। একটি পরিবারের একটি প্রধান ঋণসহ অন্যান্য একাধিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজন ও সক্ষমতার বিবেচ্য বিষয়। উল্লেখ্য, সংস্থার পরিচালিত ঋণ আদায়ের পদ্ধতিগুলো হলো সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক ও এককালীন।

কৃষি প্রযুক্তির পথে আকলিমার দিন বদলের গল্প...

মোসা. আকলিমা আক্তার

জনসাধারণের চাহিদা ও রুচি অর্থনৈতিক পরিবেশের অন্যতম অনুষঙ্গ। সৃজনশীল উদ্যোক্তা সর্বদাই বাজার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়। এমনই একজন উদ্যোক্তা--মোসা. আকলিমা আক্তার। তিনি দেশি বরই চাষ করে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছেন। বর্তমানে তাঁর বাগানে ৪০-৪৫ মেট্রিকটন কুল উৎপাদিত হয়। বার্ষিক নীট মুনাফা ১৮-১৯ লক্ষ টাকা।

আকলিমার বাড়িঃ টাঙ্গাইলের সখিপুর উপজেলার ইন্দারজানী গ্রামে। স্বামী মো. সিদ্দিক হোসেন ২০০৩ সালে সাউথ আফ্রিকা যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু বিদেশে প্রেরণকারী দালাল তাঁর নিকট হতে ৬ লক্ষ টাকা নিয়ে সরে পড়েন। তিনি পুনরায় বিদেশ যাওয়ার কথা ভাবেন। কিন্তু এবিষয়ে আকলিমা তাঁকে নিরুৎসাহিত করেন। আকলিমা নিজেই কিছু একটা করার চিন্তা করেন। ২০০৮ সাল। আকলিমা বাউকুল চাষ শুরু করেন। তবে এক্ষেত্রে তেমন কোন বড় অর্জন লাভ করা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি হাল ছাড়েননি। তিনি দেখলেন বাজারে দেশি কুলের চাহিদা ও মূল্য উভয় বেশি। আকলিমা দেশি কুলের চাষ বিষয়ে এসএসএস-এর কৃষি কর্মকর্তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করেন। তাঁর নিজস্ব জমিতে দেশি কুলের চাষ শুরু করেন। গ্রহণ করেন উন্নত প্রযুক্তিতে দেশি বরই চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম। এরপর আট একর জমিতে (এরমধ্যে তিন একর নিজস্ব জমি) কুলের বাগান স্থাপন করেন। এভাবে চলতে থাকে পথ চলা। অর্জিত হয় সফলতা। বর্ধিত হয় আগ্রহ ও সক্ষমতা।

বর্তমানে আকলিমার বরই বাগানে দেশীয় আগাম, মধ্যবর্তী ও বিলম্ব জাতের পাশাপাশি কাশ্মিরী ও আপেল কুল রয়েছে। এছাড়া তাঁর স্বামী প্রতিনিয়ত স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জমি ইজারা নিয়ে নতুন ও উন্নত প্রযুক্তিতে দেশি বরই চাষ সম্প্রসারণ করে চলছেন। একইসঙ্গে দেশীয় ফলমূল, যেমন: আম, লেবু, পেয়ারা, লটকন প্রভৃতি চাষেও তাঁরা সাফল্যের মুখ দেখেছেন। বর্তমানে তাঁদের চাষকৃত জমির পরিমাণ ২৯ একর। বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা। ভবিষ্যতে জাম, জলপাই, জাম্বুরার পাশাপাশি উন্নত প্রযুক্তিতে বিদেশি ফলমূল (পারসিমন, রামবুটান, ডুরিয়ান প্রভৃতি) চাষের ইচ্ছাও রয়েছে তাঁর। এছাড়া নিজ বাগানের উৎপাদিত বরই অদূর ভবিষ্যতে বিদেশে রপ্তানির স্বপ্ন দেখেন আকলিমা। এই স্বপ্ন পূরণে এসএসএস সর্বদাই আকলিমাকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। আকলিমা বিভিন্ন সময়ে এসএসএস হতে ঋণ গ্রহণ করেন। সর্বশেষ (মার্চ ২০২২) এসএসএস হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন পাঁচলক্ষ টাকা ।

সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি

- এসএসএস হাসপাতাল
- এসএসএস চক্ষু বিভাগ
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা
- স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বিষয়ক
- এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল
- এসএসএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম
- গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের জন্য শিক্ষা
- এসএসএস টিভিইটি ইনস্টিটিউট
- এসইআইপি কর্মসূচি
- এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
- ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও কৈশোর
- কারাতে কর্মসূচি
- শিক্ষাবৃত্তি
- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- ইসিসিসিপি-ফ্লাড
- সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ
- যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য
- কোভিড-১৯ বিষয়ক

এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

সারণি-৭ঃ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও কার্যক্রমের বিস্তৃতি

ক্রম.	কার্যক্রম	জেলা	উপজেলা	উপকারভোগী
১.	এসএসএস হাসপাতাল	১	১৩	১৩,২৪ ,৫৪৩
২.	এসএসএস চক্ষু বিভাগ	১	১৩	২৭,২০১
৩.	প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি	৩	১৭	৯,১৫,০১১
৪.	এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল	১	১	১,৫১৫
৫.	এসএসএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম	১	১	৩৪৬
৬.	গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের জন্য শিক্ষা	১	১	৪৫০
৭.	এসএসএস টিভিইটি ইনস্টিটিউট	১	১	৬২১
৮.	এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক	১	১	১১৩
৯.	ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও কৈশোর	১	১	৫,২০৯
১০.	শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম	৪২	৩২৮	৩,১৭৯
১১.	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	১	১	৪,২৯১
১২.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন	৪২	৩২৮	৯,৪৭,১৮৯
১৩.	ইসিসিসিপি-ফ্লাড	১	১	৪,০০০
১৪.	সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক	৪২	৩২৮	৯,৪৭,১৮৯
১৫.	কোভিড-১৯	৪২	৩২৮	৯,৪৭,১৮৯

এসএসএস-এর অগ্রযাত্রা নিরন্তর ধারায় চলমান। মানবতা, উদারতা, অনুপ্রেরণা ও কল্যাণ ধারণ করে সংস্থা বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এসকল কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছে। সংস্থার ভিশন-মিশন কেন্দ্রিক সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নির্মোহ সম্পৃক্ততা সার্বিকভাবে কল্যাণ বয়ে আনছে। বিশেষ করে, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, অবকাঠামোর উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃজন, সামাজিক অবক্ষয় হ্রাস ও কল্যাণ-বর্ধন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সমাজের বস্তুনিষ্ঠ উন্নয়ন সাধন করে চলছে। টেকসই উন্নয়নে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা গতিশীল হচ্ছে।

সার্থক ও কার্যকর কর্মপন্থা হিসেবে সংস্থা--পরামর্শ প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টি, নামমাত্র মূল্যে অথবা অনেক ক্ষেত্রে বিনামূল্যে সাধারণ জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রদান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামোর উন্নয়নে আর্থিক সহায়তাদান, দুর্যোগ আক্রান্ত পরিবারে ত্রাণসহ পুনর্বাসনে সার্বিক সহায়তাদান, সামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়ন-বর্ধনে আর্থিক সহায়তাদান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির মৌলিক বিষয়বস্তু:

১। স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও নিরাপদ জীবন নিশ্চিতকরণ;

২। সুবিধাবঞ্চিত ও ছিন্নমূল পরিবারের শিশু-কিশোরদের সমাজে প্রতিষ্ঠায় সহায়তাদান;

৩। সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও অবকাঠামোর উন্নয়ন;

৪। সবুজ অর্থনীতির সম্প্রসারণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ;

৫। সামাজিক অবক্ষয় ও পরনির্ভরতা দূরীকরণ;

৬। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন শক্তিশালী করা;

৭। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা।

এসএসএস-এর কতিপয় লক্ষণীয় অর্জন

স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও নিরাপদ জীবন

সুস্বাস্থ্য সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত। স্বাস্থ্যবিধি ও পুষ্টির প্রয়োগ শরীরকে সতেজ রাখে, রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে। ফলে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়ায় একজন মানুষ সক্রিয় ও উৎপাদনশীল থাকে। উৎপাদন ও উদ্ভাবনী চিন্তাচেতনার চর্চা মূলত সুস্বাস্থ্যের উপর নির্ভরশীল। আর দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ঐশ্বর্য অর্জন প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন ও সৃজনশীলতার দ্বারা প্রভাবিত। সংস্থা আদি-পর্ব থেকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি-সমৃদ্ধ জাতি-গঠনে বহুমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের দ্বারপ্রান্তে নামমাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সংস্থার স্বাস্থ্য কর্মসূচি বহুমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

এবিষয়ে সংস্থার উদ্যোগসমূহ হলো: এসএসএস জেনারেল হাসপাতাল ও চক্ষু বিভাগের মাধ্যমে প্রতিরোধক, প্রতিষেধক, অস্ত্রোপচার এবং ফিজিওথেরাপি সেবা; ৩৩টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক স্বাস্থ্যসেবা, স্ট্যাটিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করে তৃণমূলে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, পুষ্টি ক্যাম্প, কর্মশালা ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক পুষ্টিসেবা; নিরাপদ

চিত্র-১৫: এসএসএস স্বাস্থ্য কর্মসূচির প্রদত্ত পরিষেবা

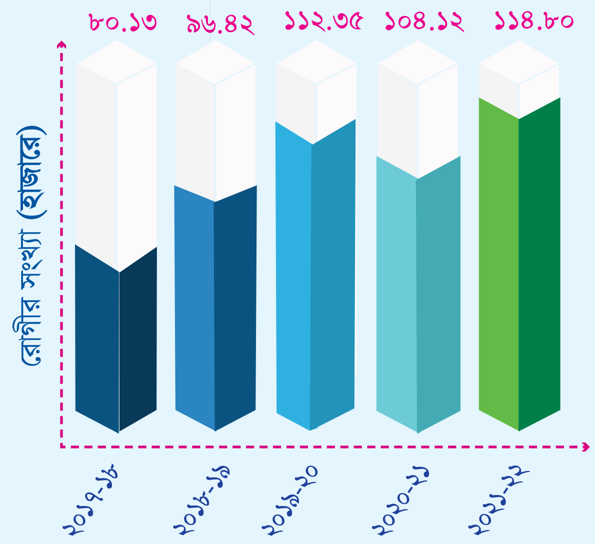

টিউবওয়েল ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনে আর্থিক ও কারিগরিসেবা প্রদানের মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; সমিতি-পর্যায়ে সাপ্তাহিক সভায় স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও পুষ্টি বিষয়ে আলোচনা করা হয়; কৃমিনাশক ও আয়রন ট্যাবলেট, ভিটামিন-এ ক্যাপসুল ও পুষ্টিকণা বিতরণ; গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের সেবা, মা ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীদের জন্য বিশেষ সেবা, পরিবার পরিকল্পনা, সম্প্রসারিত

চিত্র-১৬: সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির অগ্রগতি

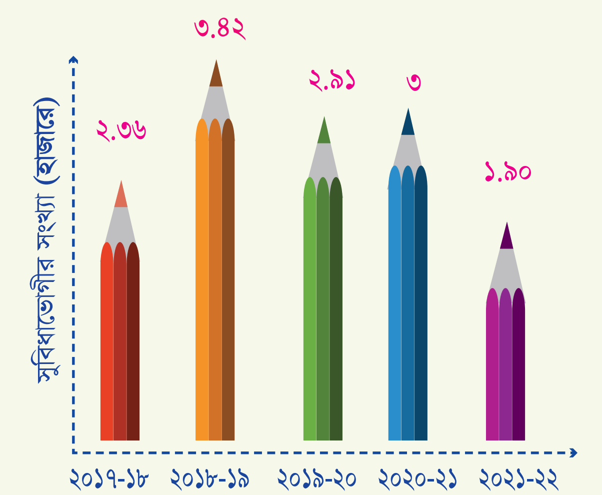

টিকাদান কার্যক্রম, পরামর্শ প্রদান, ছানি অপারেশন ইত্যাদি যৌক্তিক মূল্যে বা বিনামূল্যে প্রদান করে যাচ্ছে।

চিত্র-১৭: ঔষধ বিতরণ (বিনামূল্যে)

এসএসএস-এর স্বাস্থ্য কর্মসূচি যুক্তিসঙ্গত বা বিনামূল্যে যথাযথ চিকিৎসাসেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এতে সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। তারা স্বাস্থ্য-পুষ্টি বিষয়ে সচেতন ও যত্নশীল। ফলে দারিদ্র্য হ্রাস ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হচ্ছে। উপর্যুক্ত কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা জোরদার করছে। ৩০ জুন ২০২২

চিত্র-১৮: নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন বিষয়ে ঋণ বিতরণ

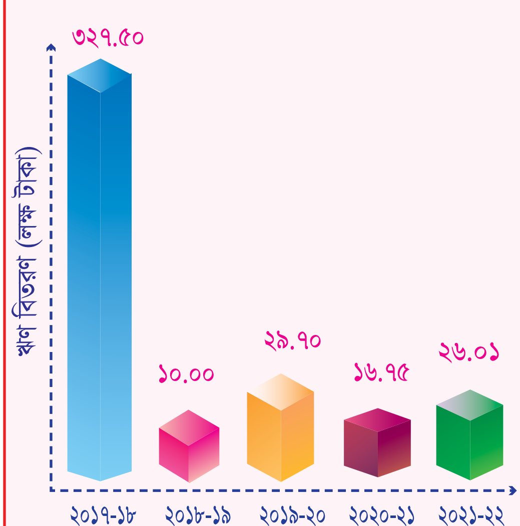

অবধি সংস্থার স্বাস্থ্য কর্মসূচি ১৩.৩২ লক্ষ জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে।

সুবিধাবঞ্চিত ও ছিন্নমূল পরিবারের শিশু-কিশোরদের প্রতিষ্ঠায় সহায়তাদান

অর্থনীতিতে সকল-স্তরের জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বয়ে আনে স্থিতিশীল উন্নয়ন ও অগ্রগামী প্রবৃদ্ধি। কিন্তু উন্নয়নশীল ও অনুন্নত অর্থনীতিতে জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করে। তারা মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ। ফলে, তারা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ এবং এই চক্র ভেদ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সংস্থা সুশিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষত, পথশিশু, ছিন্নমূল শিশু-কিশোর, জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু পরিবারের শিশু-কিশোর, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু-কিশোর, যৌনজীবী পরিবারে শিশু-কিশোর, নিঃস্ব ও অভাবী পরিবারের মেধাবী ছেলেমেয়েসহ আরও বেশকিছু পরিবারের শিশু-কিশোরদের উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সংস্থা এই-সকল শিশু-কিশোরদেরকে সমাজের মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত করতে বিনামূল্যে শিক্ষা, আবাসন, চিকিৎসাসেবা, খাদ্য ও পোশাক, শিক্ষাবৃত্তি, অভিভাবকত্ব, পরিবেশ তৈরি, বিশেষ যত্ন ও পরিষেবা প্রদান, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শদান ইত্যাদি সুবিধা ও কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

চিত্র-১৯: সুবিধাবঞ্চিত ও ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীকে সমাজে প্রতিষ্ঠা

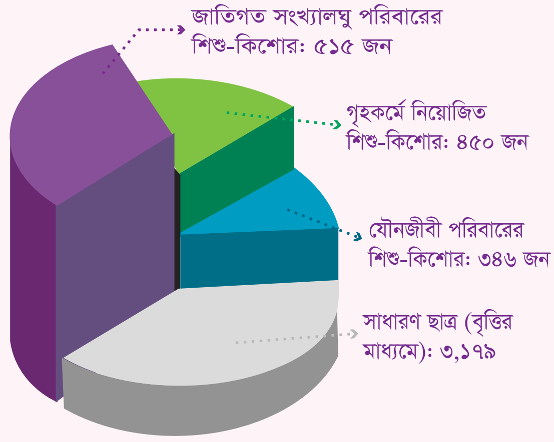

চিত্র-২০: যৌনজীবী পরিবারের সন্তানদের সংস্থার তত্ত্বাবধানে বিবাহ ও চাকরির ব্যবস্থাকরণ

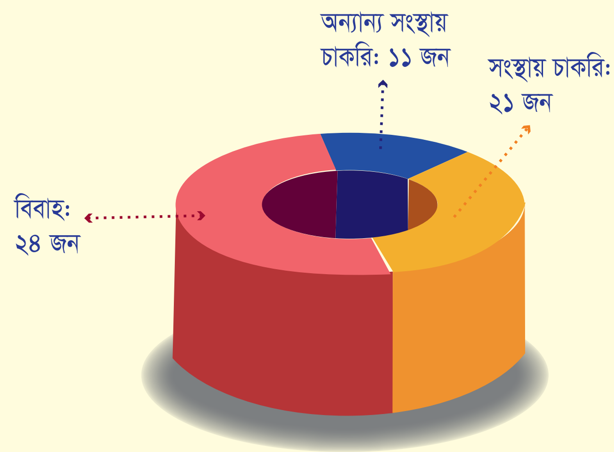

সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও অবকাঠামোর উন্নয়ন

সমাজ-সংস্কৃতির উন্নয়ন, শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার এবং দীর্ঘমেয়াদী সমৃদ্ধি অর্জনে সংস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরজন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও অবকাঠামোর উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করেছে। সংস্থা কখনও প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো স্থাপন করেছে। আবার এসব নির্মাণে বা উন্নয়নে কখনও আর্থিক সহায়তাদান করেছে। এরফলে অভীষ্ট অঞ্চলে সমৃদ্ধির পথ তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে সংস্থা নিজ উদ্যোগে এসএসএস হাসপাতাল (জেনারেল), এসএসএস চক্ষু বিভাগ, এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল, এসএসএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম, টিভিইটি ইনস্টিটিউট, এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং দুটি সামাজিক কেন্দ্র (প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য) প্রতিষ্ঠা করে। একইসঙ্গে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামোর উন্নয়নে সংস্থা নিয়মিত অনুদান প্রদান করে থাকে। বিশেষ করে, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, রাস্তা, সাঁকো, গণটয়লেট, টিউবওয়েল, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশ ব্যবস্থা ইত্যাদি নির্মাণ বা সংস্কারের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

সারণি-৮: এসএসএস-এর সামাজিক প্রতিষ্ঠান

ক্রম.	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠা সাল	কাঠামো	ধারণ ক্ষমতা	জমির মালিকানা
১.	এসএসএস হাসপাতাল	১৯৯৭	চার-তলা	৩০-শয্যা	এসএসএস
২.	এসএসএস চক্ষু বিভাগ	২০০৭	পাঁচ-তলা	১০-শয্যা	ভাড়া
৩.	এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল	১৯৯৭	তিন-তলা	১০০০ ছাত্রছাত্রী	পৌরসভা
৪.	এসএসএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম	১৯৯৯	দু-তলা	১০০ ছাত্রছাত্রী	এসএসএস
৫.	এসএসএস টিভিইটি ইনস্টিটিউট	২০১২	চার-তলা	১০০ ছাত্রছাত্রী	এসএসএস
৬.	এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	২০১৮	চার-তলা	২০০ ছাত্রছাত্রী	এসএসএস
৭.	প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র (দুটি)	২০১৭	টিনশেড	২৫০ জন	সাধারণ জনতা
৮.	এসএসএস রেস্ট হাউস	২০০০	দু-তলা	১৫ জন	এসএসএস

সবুজ অর্থনীতির সম্প্রসারণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ

এসএসএস-এর সবুজ অর্থনীতি সম্প্রসারণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক পরিষেবা (৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

সবুজ অর্থনীতি সম্প্রসারণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক কর্মকাণ্ড--বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন, পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জ্বালানি, জৈব পদ্ধতিতে খামার ও কৃষি পরিচালনা, আবর্জনা পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়া ইত্যাদি পরিবেশের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনে। সংস্থা রাস্তার দুধার, বসতবাড়ি, নালার দুপাশ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে বৃক্ষরোপণ; নার্সারি স্থাপন, চারা উৎপাদন ও বিতরণ; বনায়ন, ঔষধি গাছ-গাছরার চাষ, জৈব পদ্ধতিতে সবজি ও ফলের চাষ, ভেজালমুক্ত বাজারজাতকরণ; বাসগৃহের ময়লা-অবর্জনা রিসাইকেলিং করা, ভার্মি ও ট্রাইকো কম্পোস্ট তৈরি ও ব্যবহার; ফেরোমন-ট্র্যাপের ব্যবহার, এলসিসি চার্ট ব্যবহার, পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানির ব্যবহার, সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি; আর্থিক ও কারিগরি পরিষেবা প্রদান; অনুদান ও আর্থিক সহায়তাদান, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা কর্মসূচি, সমৃদ্ধি কর্মসূচি, অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন কর্মসূচি, কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি ইত্যাদি সবুজ অর্থনীতিকে সম্প্রসারিত করেছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন গতিশীল পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

সামাজিক অবক্ষয় ও পরনির্ভরশীলতা দূরীকরণ

সুষম ও উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। বহুমুখী সৃজনশীলতা ও কর্মপন্থা অবলম্বনে এগিয়ে চলছে কর্মসূচি। বিশেষায়িত এসকল কর্মকাণ্ড আর্থসামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করছে। স্থিতিশীল উন্নয়নের পথ সৃষ্টি করেছে। এসকল কর্মকাণ্ডে সংস্থার দীর্ঘ ও নির্মোহ সম্পৃক্ততা সমাজের পিছিয়েপড়া ও অসহায় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। এক্ষেত্রে সংস্থার উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হলো: ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরণ, কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান সৃজন, যুবসমাজ ও কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ইত্যাদি। এসকল বিষয় সমাজের অবক্ষয় ও পরনির্ভরশীলতার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। এসএসএস-এর এবিষয়ে চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহ হলো: ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরণ, সমৃদ্ধি কর্মসূচির ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরণ ও যুবসমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম, কৈশোর উন্নয়ন, টিভিইটি ইনস্টিটিউট এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ইত্যাদি।

চিত্র-২১: এসএসএস-এর সামাজিক অবক্ষয় ও পরনির্ভরতা দূরীকরণ কার্যক্রম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন

সংস্থা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। উন্নয়ন-সদস্যগণকে দুর্যোগ মোকাবেলা এবং তাদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রাখা হলো এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যবিন্দু। এবিষয়ে সংস্থার গৃহীত উদ্যোগ ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ হলো: দুর্যোগ

চিত্র-২২: এসএসএস-এর ত্রাণ বিতরণ

ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি এবং সম্প্রসারিত কমিউনিটি ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রকল্প-বন্যা (ইসিসিসিপি-ফ্লাড)। এই কর্মসূচি ও প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি ও পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ, ত্রাণ ও আর্থিক সহায়তাদান, চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন, সহনশীল ঋণ প্রদান, বসতবাড়ি উঁচুকরণ, বন্যাসহনশীল টিউবওয়েল ও পায়খানা স্থাপন, বন্যা সহনশীল উচ্চ ফলনশীল কৃষি পণ্য ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসকল কর্মকাণ্ড তৃণমূল-স্তরে সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে সুবিধা প্রদান করছে। তাদেরকে দারিদ্র্যের চরম আঘাত থেকে রক্ষা করছে।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও উৎপাদনশীলতা

সমাজে অসহায় ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর শারীরিক ও আর্থিক নিরাপত্তা উৎপাদনশীলতা ধরে রাখে। সংস্থা আদি-পর্ব থেকে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও নিঃস্ব পরিবারের আর্থসামাজিক নিরাপত্তা বিধানে নানা প্রকার জনকল্যাণ ও সমৃদ্ধি-বর্ধক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। এরমধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো: সামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি। এই কর্মসূচির অধীনে অভীষ্ট পরিবারে আর্থিক সহায়তাদান করা হয়। বিশেষত, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের সদস্যদের উন্নত চিকিৎসা ব্যয়, মেয়ের বিয়ে বাবদ ব্যয়, পড়াশোনার খরচ, বয়স্কভাতা, দুর্যোগে ব্যবসায়িক ক্ষয়ক্ষতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি খাতে সংস্থা আর্থিক অনুদান প্রদান করে। এ-সকল কর্মকাণ্ড সাধারণ জনতার আর্থসামাজিক উন্নয়নে একটি বিশেষ নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেছে। ফলে তারা বিভিন্ন বাস্তবতা ও ঝুঁকির মধ্যে পতিত হয়েও নিজেদের উৎপাদনশীলতা ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

৩০ জুন ২০২২ অবধি সংস্থা এই খাতে মোট ২২.৪২ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

কর্মকাণ্ডভিত্তিক আলোচনা

এসএসএস হাসপাতাল

এসএসএস হাসপাতাল ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠালাভ করে। এটি টাঙ্গাইল সদরে সংস্থার নিজস্ব ভবনে মনোরম ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে গড়ে উঠে। সরকারি নিবন্ধনপ্রাপ্ত আধুনিক এই হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৩০টি। এখানে নামমাত্র সেবামূল্যে একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিরবচ্ছিন্নভাবে মানসম্মত চিকিৎসাসেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এখানে গাইনি, কার্ডিয়াক, শিশু, মেডিসিন ও ফিজিওথেরাপিসহ আরও বেশকিছু বিষয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বল্পমূল্যে উপযুক্ত সেবা গ্রহণের রয়েছে বিশেষ সুযোগ। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রতিরোধক, প্রতিষেধক, ফিজিওথেরাপি ও অস্ত্রোপচার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

এসএসএস চক্ষু বিভাগ

এসএসএস হাসপাতালের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো চক্ষু বিভাগ। এটি এসএসএস হাসপাতালের অবিচ্ছেদ্য অংশ, পৃথক ভবনে অবস্থিত। আধুনিক ভবন ও সরঞ্জাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এই কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। দাতা সংস্থা টিডিএইচ-নেদারল্যান্ডসের আর্থিক সহায়তা এ-বিভাগকে সময়োপযোগী চিকিৎসা সরঞ্জামে দিয়েছে পরিপূর্ণতা। ফ্যাকো সার্জারি, কম্পিউটারে চক্ষু পরীক্ষা, সুসজ্জিত অপারেশন থিয়েটার, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নির্ভরযোগ্য সুচিকিৎসা এবং স্বল্পমূল্যে সেবা প্রদান এর অন্যান্য মৌলিকতা।

সারণি-২৩: এসএসএস হাসপাতালের প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা (২০২১-২২)

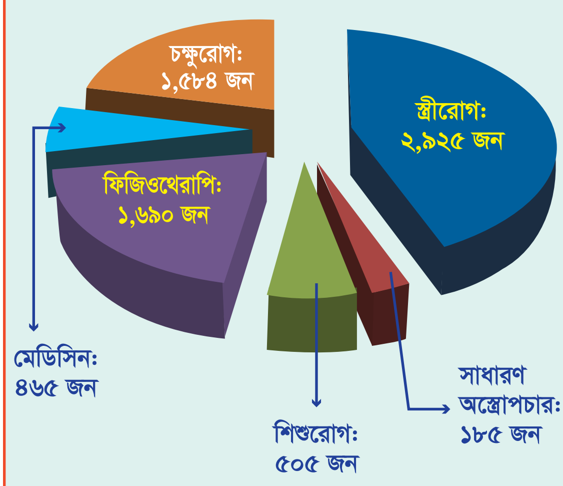

২০২১-২২ অর্থবছরে এসএসএস হাসপাতাল হতে মোট ৭,৯৩৩ জনকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়।

২০২১-২২ সময়ে এসএসএস চক্ষু বিভাগ হতে ১,৫৮৪ জন রোগী চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন। এরমধ্যে ৩২৪ জন হলো অপারেটিভ এবং ১,২৬০ জন সাধারণ চিকিৎসার আওতাভুক্ত।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

এসএসএস জানুয়ারি ১৯৯৬ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম শুরু করে। নামমাত্র সেবামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানসহ স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি এর মূল লক্ষ্য। এরপর ফেব্রুয়ারি ২০১৬ এই কর্মসূচিকে নতুন এক-ধারায় বিশেষ রূপদান করা হয়। সংস্থার নিজস্ব সৃজনশীলতা ও অর্থায়নে টাঙ্গাইল, জামালপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার ৩৩টি শাখায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিটি শাখায় একজন করে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেবা প্রদান করেন। এছাড়াও তৃণমূল-স্তরে মোট ৪০ জন সিএইচভি (কমিউনিটি হেল্‌থ ভলানটিয়ার) ও ৩০ এসবিএ (স্কিল্ড বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট) কাজ করছেন। এসএসএস হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচির সম্পাদিত মৌলিক কর্মকাণ্ডসমূহ নিম্নরূপ–

- প্রতিদিন সকালে সমিতি-পর্যায়ে সদস্যগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
- দুপুর দুটা হতে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত স্ট্যাটিক ক্লিনিকের (শাখা অফিসে) মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
- প্রতিটি শাখায় সপ্তাহে কমপক্ষে একটি করে চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা;
- সভা ও কর্মশালার আয়োজন করে খাদ্যপুষ্টি, স্বাস্থ্য ও ব্যাধি সম্পর্কে অভীষ্ট জনগণকে সচেতন করা এবং প্রয়োজন অনুসারে রেফারেল সুবিধা প্রদান করা।

চিত্র-২৪: প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি (২০২১-২২)

চিত্র-২৫: জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকাণ্ডের তথ্য (২০২১-২২)

স্বাস্থ্য ও সুস্থতাবিষয়ক কার্যক্রম

এসএসএস-এর স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে আরও বেশকিছু কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়। সুস্বাস্থ্য ও সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি অর্জনে সংস্থার এ-জাতীয় কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব অতুলনীয়। এই জাতীয় কার্যক্রমের মধ্যে গর্ভবতী ও প্রসূতি সেবা, কৃমিনাশক কার্যক্রম, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, পুষ্টিবিষয়ক কার্যক্রম, সম্প্রসারিত টিকাদান ও এনআইডি কার্যক্রম, রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধক কার্যক্রম, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রম, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল

এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুলের একটি শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন চলছে

হরিজন, রবিদাস, চৌহান ও যৌনকর্মী পরিবারের শিশু-কিশোরদের উন্নয়নে এসএসএস এক বিশেষ কার্যক্রম শুরু করে। কার্যক্রমটি ১৯৯৪ সালে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এটি সংস্থার জনকল্যাণকর কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এই কার্যক্রম সমৃদ্ধ। প্রচেষ্টা ও অগ্রগতির ক্রমধারায় ২০১৫ সালে টাঙ্গাইল সদরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করা হয়--এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত এই বিদ্যালয়ে প্লে-গ্রুপ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। স্কুলটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হলো: আধুনিক ভবন, অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ও শিক্ষা উপকরণ এবং অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী; বর্ণিত সম্প্রদায়ের পাশাপাশি সমাজের সকল শিশু-কিশোরদের অধ্যয়নের সুযোগ; ইংরেজি ভাষা ও প্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক; নার্সারি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি ভার্সনে পড়ার সুযোগ; ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও খাদ্যপুষ্টি বিষয়ে সেবা প্রদান এবং কারাতেসহ সাংস্কৃতির কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান।

চিত্র-২৬: এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রী (৩০ জুন ২০২২)

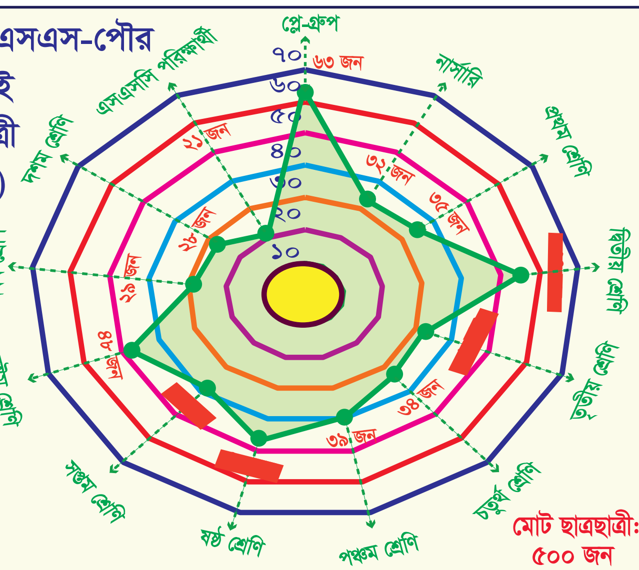

বর্তমানে এখানে ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করে। এরমধ্যে ১৮৫ জন (ছেলে-৯৪ জন ও মেয়ে-৯১ জন) হরিজন, চৌহান ও রবিদাস সম্প্রদায়ভুক্ত। স্কুলের পাশে অবস্থিত পতিতালয়ের ৩৭ জন (ছেলে-১৮ জন ও মেয়ে-১৯ জন) শিক্ষার্থী অত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। স্কুলটি সকল সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত বিধায় সুশীল সমাজের ২৭৮ জন (ছেলে-১৪৬ জন ও মেয়ে-১৩২জন) শিক্ষার্থী এ বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় নিয়োজিত আছে।

হরিজন, রবিদাস ও চৌহান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণ (৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

পিএসসি	২৬৩ জন
জেএসসি	৯২ জন
এসএসসি	৭১ জন
এইচএসসি/ ডিপ্লোমা	৩৪ জন
ডিগ্রি (পাশ কোর্স)	০২ জন
অনার্স	০১ জন
বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং)	০৩ জন
মাস্টারস	০২ জন
মোট:	৪৬৮ জন

এসএসএস সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোম

এসএসএস সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোম সংস্থার অনন্য মহতী উদ্যোগ। ১৯৯৯ সালে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার মগড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত কুইজবাড়ি গ্রামে এসএসএস-এর নিজস্ব ৯.৫ একর ভূমির উপর সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম প্রতিষ্ঠা করা হয়। যৌনকর্মীদের শিশুদেরকে পতিতালয় থেকে উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুশীল সমাজে প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে হোমের কার্যক্রম এসএসএস-এর নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। তবে, ১৯৯৯ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটি টেরে ডেস হোমস, নেদারল্যান্ডস এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়েছিল। হোমে এই শিশু-কিশোরদের জন্য আবাসন খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা-উপকরণ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংস্থার পক্ষ থেকে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। লেখাপড়ার সাথে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কালচারাল টিমের মাধ্যমে শিশুদের নাচ, গান, মার্শাল আর্ট, অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

চিত্র-২৭: সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোমের বর্তমান ছাত্রছাত্রী (৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

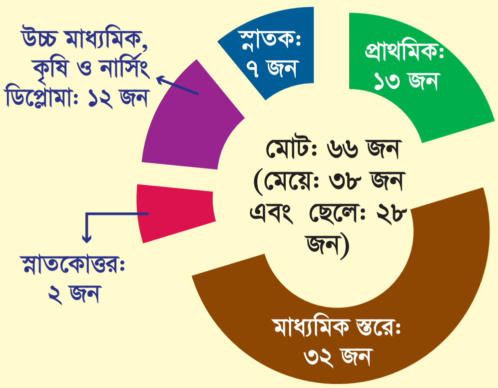

৩০ জুন ২০২২ প্রান্ত পর্যন্ত সংস্থার অভিভাবকত্বে সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোমের ২৪ জন ছেলেমেয়ের বিবাহ দেওয়া হয়েছে। সুশোভন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৩৬ জনের। এরমধ্যে এসএসএস-এ চাকরি করে ২১ জন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ১১ জন এবং স্ব-কর্মসংস্থানে জড়িত ৩ জন।

গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষা

এসএসএস-এর শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচি আর্তমানবতার কল্যাণে নৈবেদ্য। এরমধ্যে অন্যতম কার্যক্রম হলো গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের জন্য শিক্ষা। দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিবারের শিশু-কিশোররা সামান্য কিছু অর্থের জন্য অন্যের বাড়িতে কাজ করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় খাবারের বিনিময়েও তারা অপরের গৃহস্থালির কাজে সংশ্লিষ্ট হয়। ফলে তাদের শিক্ষাসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার খর্ব হয়। এসএসএস ১৯৯৯ সালে এজাতীয় শিশুদের উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। টাঙ্গাইল শহরে ৮টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি কেন্দ্রে একজন করে শিক্ষিকা নিয়োজিত রয়েছেন। কেন্দ্র প্রতি ২৫ জন করে মোট ২০০ ছাত্রছাত্রী এ-সকল কেন্দ্রে অধ্যয়নের সুযোগ পায়।

চিত্র-২৮: গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার (৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত

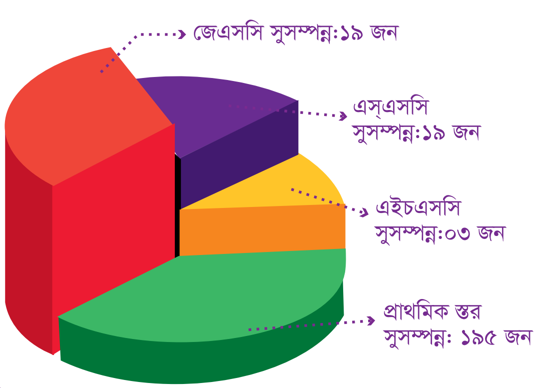

৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৬১৬ জন যুবক-যুবতীর মধ্যে ৪৮৯ জন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে। ২২ জন যুবক বিদেশে চাকরি করছে।

এসএসএস-টিভিইটি ইনস্টিটিউট

এসএসএস স্বল্পশিক্ষিত (সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণি পাশ) যুবক-যুবতীদের কর্মোপযোগী করে তুলতে কাজ শুরু করে। টাঙ্গাইল সদরের পাছ বিক্রমহাটি গ্রামে ২০১১ সালে টিভিইটি (টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল ইডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং) ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। স্বল্পশিক্ষিত ও বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝরেপড়া দরিদ্র যুবক-যুবতীদের বিনামূল্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করা এই ইনস্টিটিউটের শীর্ষ লক্ষ্যবিন্দু। শুরুতে টিডিএইচ-নেদারল্যান্ডসের অর্থায়নে পরিচালিত হয়। বর্তমানে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে এটি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে এখানে চারটি ট্রেডে একবছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ট্রেডসমূহ হলো: ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল, অটোমোবাইল অ্যান্ড মেকানিক্যাল, ওয়েল্ডিং অ্যান্ড মেশিনিস্ট এবং রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং। এই কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ছাত্রছাত্রীদেরকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক ও মাসিক বৃত্তি প্রদান;
- প্রতিটি ট্রেডে আসন সংখ্যা ১৫টি-২০টি এবং চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন;
- স্ব-কর্মসংস্থান সৃজনে উৎসাহিত ও দক্ষ করে তোলা; এবং
- স্ব-কর্মসংস্থান বা বৈদেশিক কর্মসংস্থানে ঋণের সুযোগ প্রদান।

এসইআইপি

এসএসএস জানুয়ারি ২০১৬ এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দেয় পিকেএসএফ। কর্মসূচির মূল দর্শন হলো: দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি। কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে এসএসএস-টিভিইটি ইনস্টিটিউট। এখানে ১৩টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। সংস্থার দরিদ্র ও প্রান্তিক সদস্যদের বেকার ছেলেমেয়েরা এই কর্মসূচির মূল উপকারভোগী। প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্যতা হলো: বয়স সর্বনিম্ন ১৫ বছর এবং পঞ্চম শ্রেণি হতে এসএসসি পাশ। প্রশিক্ষণের মেয়াদ তিন থেকে ছয় মাস। প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে চাকরি বাজারে প্রবেশে সহায়তা করা;
- প্রশিক্ষণ শেষে উপযুক্ত চাকরিতে যোগদান নিশ্চিত করা।

এপর্যন্ত এই কার্যক্রমের অধীনে ৫০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এরমধ্যে ২২ জন চাকরি করছেন।

এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

প্রযুক্তিনির্ভর জনসম্পদ তৈরির এক বিশেষ উদ্যোগ--এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। এটি ২০১৭ সালের শেষ-প্রান্তে যাত্রা শুরু করে। ইনস্টিটিউটটি টাঙ্গাইল সদরের পাছ বিক্রমহাটিতে (রাবনা বাইপাস থেকে এক কিলোমিটার উত্তরে) অবস্থিত এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত (প্রতিষ্ঠান কোড: ৫৪২৮২)। এখানে চারবছর মেয়াদি চারটি বিষয়ে (ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ও অটোমোবাইল) ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভের সুযোগ রয়েছে। আসন সংখ্যা বিষয় প্রতি ৫০টি। সুবিধাবঞ্চিত ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বৃত্তির সুবর্ণ সুযোগ।

বিষয়	সময়-সীমা	আসন সংখ্যা	ছাত্রছাত্রী সংখ্যা
ইলেকট্রিক্যাল	চার বছর	৫০	৮৫
সিভিল	চার বছর	৫০	২৮
রেফ্রি. অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং	চার বছর	৫০	-
অটোমোবাইল	চার বছর	৫০	-
মোট		২০০	১১৩

বর্তমানে এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ১১৩ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত।

কৈশোর কর্মসূচি

কিশোর কিশোরীদের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের মাধ্যমে শুভবোধ-সম্পন্ন সমাজ ও উন্নত জাতি-গঠনের লক্ষ্যে ২০১৯ সালে কৈশোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে এটি টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির কর্মকাণ্ড যথার্থভাবে বাস্তবায়নে স্কুল ফোরাম ও ক্লাব গঠন করা হয়েছে। কর্মএলাকার ১০-১৮ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ১৭টি ক্লাব গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ৩০ জন। এরমধ্যে ৬টি কিশোরী ও ১১টি কিশোর ক্লাব। এই কার্যক্রমের কর্মকাণ্ডসমূহ হলো:

- মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক কর্মকাণ্ড।
- কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকাণ্ড।
- দক্ষতা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকাণ্ড।
- সাংস্কৃতি-বিষয়ক কর্মকাণ্ড।

২০২১-২২ অর্থবছরে কৈশোর কর্মসূচির অধীনে ১৪২টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে ২,২০৯ জন কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করে।

কারাতে প্রশিক্ষণ

এসএসএস প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিষয়ের সাথে কারাতে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে আসছে। শিশু-কিশোরদের আত্মরক্ষা এবং স্বাবলম্বী হতে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এসএসএস সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোম এবং পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ এর প্রধান উপকারভোগী। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী এ-সকল শিশু-কিশোর সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক-পর্যায়ে বিভিন্ন কারাতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

এ-পর্যন্ত তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক-পর্যায়ে ৯৩টি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সম্মানজনক স্থান অর্জন করেছে। প্রতিযোগিতাসমূহ হতে তারা ৫৮টি স্বর্ণ, ৬৯টি রৌপ্য, ৪৪টি ব্রোঞ্জ, ৭টি ব্লাক বেল্ট, ১টি বেস্ট প্লেয়ারের স্বীকৃতিসহ সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য পুরস্কার লাভ করে।

শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম

শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা (বৃত্তি) জীবনকে বদলে দিতে পারে। তৈরি করে শিক্ষিত মানবসম্পদ। এসএসএস সূচনা-লগ্ন থেকে গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শ্রেয়ঃসাধনে নিবেদিত। সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০০ সালে শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম গ্রহণ করে। বর্তমানে সংস্থা চার ধরনের বৃত্তি প্রদান করে। যথা:

- এসএসএস-নাগা বৃত্তি;
- নিয়মিত মাসিক বৃত্তি;
- এককালীন বৃত্তি;
- বিশেষ বৃত্তি।

অতিক্রান্ত ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থা শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের অধীনে ১৭৯ জনকে ৩২.০২ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করে। এরমধ্যে এসএসএস-নাগা বৃত্তি: ৮৩ জনকে ৪.৯৮ লক্ষ টাকা, নিয়মিত মাসিক বৃত্তি: ৩৯ জনকে ৩.৬৯ লক্ষ টাকা, এককালীন বৃত্তি: ২৮ জনকে ৯.৮৫ লক্ষ টাকা এবং বিশেষ বৃত্তি (বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষাবৃত্তি): ২৯ জনকে ১৯.৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করে। সংস্থা এপর্যন্ত শিক্ষাবৃত্তি খাতে ৪.৫৩ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

এসএসএস স্থিতিশীল উন্নয়নের অংশ-স্বরূপ ২০১৬ সালের প্রথমদিকে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। কর্মসূচিটি পিকেএসএফ ও এসএসএস-এর যৌথ-অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে।

এসএসএস-এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিটি টাঙ্গাইল সদর উপজেলার দাইন্যা ও হুগড়া ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ-বিষয়ে সংস্থা একটি জরিপ পরিচালনা করে। জরিপ হতে ৪,২৯১ জন প্রবীণ ব্যক্তি পাওয়া যায়। এরমধ্যে ১,১০৬ জন প্রবীণকে এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কার্যক্রমের সহায়ক হিসেবে দাইন্যা এবং হুগড়া ইউনিয়নে দুটি প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ইউনিয়ন-পর্যায়ে ০২টি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ১৮টি ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কার্যক্রম হিসেবে প্রবীণগণের জীবনমান রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রবীণ-সহায়ক উপকরণ (কম্বল, চাদর, লাঠি, কমোড চেয়ার, ছাতা, হুইলচেয়ার ইত্যাদি) প্রদান, বয়স্কভাতা, আইজিএ প্রশিক্ষণ, প্রবীণ দিবস পালন, মৃতের সৎকার, প্রবীণ মেলার আয়োজন, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, মাসিক সভা-সেমিনারের আয়োজন, ফিজিওথেরাপি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক পরিষেবা, শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও পিতামাতার খেদমতকারী শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা ইত্যাদি কর্ম পরিচালিত হচ্ছে।

সংস্থার প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি স্বল্পসময়ের মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ অসহায় ও দারিদ্র্য-পীড়িত জ্যেষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জীবন পরিচালনায় সহায়ক হচ্ছে। প্রবীণগণের বিদ্যমান সমস্যাসমূহের সুরাহা হচ্ছে।

সারণি-৯: প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

ক্রম.	বিবরণ	অর্জন (২০২১-২২)	ক্রমপুঞ্জিত (৩০ জুন ২০২২)
১.	জেলার সংখ্যা	০০	০১
২.	উপজেলার সংখ্যা	০০	০১
৩.	ইউনিয়ন সংখ্যা	০০	০২
৪.	সুবিধাভোগী (সংখ্যা)	০০	৩৪২০
৫.	সামাজিক কেন্দ্র (সংখ্যা)	০০	০২
৬.	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (ব্যাচ সংখ্যা)	০০	১৮
৭.	কম্বল বিতরণ (সংখ্যা)	০০	৩৭৫
৮.	চাদর বিতরণ (সংখ্যা)	০০	২১৫
৯.	লাঠি বিতরণ (সংখ্যা)	০০	১৬০
১০.	কমোড চেয়ার বিতরণ (সংখ্যা)	০০	১০০
১১.	ছাতা বিতরণ (সংখ্যা)	০০	১০০
১২.	হুইলচেয়ার বিতরণ (সংখ্যা)	০৬	১৮
১৩.	বয়স্কভাতা প্রদান (জন)	১৮২	২০০
১৪.	বয়স্কভাতা (মাথাপিছু ভাতার পরিমাণ টাকা)	৫০০	০০
১৫.	মৃতের সৎকার (সংখ্যা)	১৬	৬৩
১৬.	মৃতের সৎকারে অনুদান প্রদান (টাকা)	৩২০০০	১২৬০০০
১৭.	ফিজিওথেরাপি প্রদান (জন)	৬২৫	৩৮২৩
১৮.	প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান (জন)	৬৪৫	৪০৮৫
১৯.	শ্রেষ্ঠ পিতার স্বীকৃতি (জন)	১০	৬১
২০.	শ্রেষ্ঠ সন্তানের স্বীকৃতি (জন)	১০	৩৭
২১.	এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান (জন)	০০	৪৫
২২.	ঋণ বিতরণ (জন)	০০	০০
২৩.	ঋণ বিতরণ (টাকা)	০০	০০
২৪.	সোনালি উদ্যোগ (টি স্টোল) গ্রহণে অনুদান প্রদান (জন)	০২	০২

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

দুর্যোগ সর্বদাই অনাকাঙ্ক্ষিত, বয়ে আনে দুঃখ-দুর্দশা, সম্প্রসারিত হয় অভাব অনটন এবং বাধাগ্রস্ত হয় উন্নয়ন। প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট উভয় প্রকৃতির দুর্যোগ সম্পদ ও জনজীবন ধ্বংস করে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র--সকল ক্ষেত্রে এই অপশক্তির নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, প্রগতি ও সমৃদ্ধি থমকে যায়। তবে পরিকল্পিত পূর্বপ্রস্তুতি ও সতর্কতা কমিয়ে আনে ক্ষয়ক্ষতি, রক্ষা করে জীবন এবং স্থিতিশীল রাখে উন্নয়ন। এসএসএস সমাজের কল্যাণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি দীর্ঘদিন ধরে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কর্মসূচিটি দুর্যোগ সতর্কতা তৈরি, পূর্বপ্রস্তুতি ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে নিবেদিত।

সংস্থা সদস্য-ঋণীগণের জীবন জীবিকা গতিশীল রাখতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এই কর্মসূচির অধীনে গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। এবিষয়ে সংস্থার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো: পূর্বপ্রস্তুতি ও সতর্কতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি নিঃসন্দেহে জনকল্যাণ ও উন্নয়নবান্ধব কর্মকাণ্ড। এই কর্মসূচির বদৌলতে দুর্যোগকে জয় করে সদস্যগণ উন্নয়নে এগিয়ে চলে।

২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থা ত্রাণ ও পুনর্বাসন খাতে সংস্থার ব্যয় হয় ৩.৭৫ কোটি টাকা।

Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood) *কার্যক্রমটি সংস্থা ১০ নভেম্বর ২০২০ বাস্তবায়ন শুরু করে। পিকেএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে ও জাতিসংঘের* **Green Climate Fund (GCF)**-*এর অর্থায়নে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। কার্যক্রমটি জামালপুর জেলার মেলান্দহ ও ইসলামপুর উপজেলার চারটি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইউনিয়নসমূহ হলো: মেলান্দহ উপজেলার ঘোষের পাড়া ও নয়ানগর ইউনিয়ন এবং ইসলামপুর উপজেলার বেলগাছা ও গোয়ালের চর।*

প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো: বাংলাদেশের বন্যা উপদ্রুত এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও দলগতভাবে বসতভিটা উঁচুকরণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা; বন্যা পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সহায়তা প্রদান; নিরাপদ খাদ্য ও পানির সুব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন সাধন এবং বসতভিটা উঁচুকরণের মাধ্যমে পরিবেশগত উন্নয়ন সাধন। এর সুবিধাভোগী হলো: উপজেলা প্রতি ২০০০ টি করে ০২টি উপজেলায় মোট ৪০০০টি পরিবার। প্রকল্পের মেয়াদ ০৩ বছর ০৬ মাস (১০ ডিসেম্বর ২০২০ হতে এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত)।

ইসিসিসিপি-ফ্লাড প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগীর বসতভিটা উঁচু করা হচ্ছে

সারণি-১০: ইসিসিসিপি-ফ্লাড কার্যক্রমের তথ্য

ক্রম.	বিবরণ	অর্জন (২০২১-২২)	ক্রমপুঞ্জিত (৩০ জুন ২০২২)
১.	জেলা (সংখ্যা)	১	১
২.	উপজেলা (সংখ্যা)	২	২
৩.	ইউনিয়ন (সংখ্যা)	৫	৭
৪.	উপকারভোগী (জন)	২২৩	৪০০০
৫.	উঁচুকরণ বাড়িবসত (পরিবার)	৭০৩	৯৬৬
৬.	টিউবওয়েল স্থাপন (সংখ্যা)	৩৭	৩৭
৭.	স্যানিটারি ল্যাট্রিন (সংখ্যা)	২২৮	২২৮
৮.	মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের মাচা ও ঘর তৈরি (সংখ্যা)	৮৪৬	৯১৮
৯.	ছাগল ও ভেড়াপালনের প্রদর্শনী (সংখ্যা)	০	০
১০.	বন্যা সহনশীল শস্য উৎপাদনের প্রদর্শনী (সংখ্যা)	৭২৫	৮৭৪
১১.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন (সংখ্যা)	০	২
১২.	ঋণ বিতরণ (পরিবার সংখ্যা)	১৪২৯	১৪২৯
১৩.	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	২২৮৬৭০০০	২২৮৬৭০০০
১৪.	সভার আয়োজন	১৮৬৬	২০৯৯
১৫.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন (সংখ্যা)	৮০	৮৫
১৬.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী (সংখ্যা)	২০২১	২২২৮

সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম

উন্নয়ন-সম্মুখে বাধাবিপত্তি নিত্য দৃশ্যমান। একটু সহায়তা ও আন্তরিকতার ছোঁয়ায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়। ফলে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের ধারা আপন গতিতে সঞ্চালিত হয়। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান: সকল স্তরে কিছু দায়বদ্ধতা সমাজের প্রাপ্ত অধিকার। কেন-না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নয়ন ও কল্যাণ বৃহৎ-পর্যায়ে সকলের জন্য প্রসারিত করে মঙ্গল। টেকসই উন্নয়ন বলয়ে এই আদলের কর্মকাণ্ড বড় নিয়ামক। এসএসএস প্রায় তিন যুগ ধরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন জনহিতৈষী কার্যক্রম পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট। বিশেষ করে পিছিয়েপড়া ব্যক্তি, সমাজ-সংস্কৃতি ও অবকাঠামোর উন্নয়নে সংস্থার নিরন্তর অনুদান নির্মোহ ভূমিকায় উপবিষ্ট।

সুষম উন্নয়ন স্পৃহা এসএসএস-এর অকৃত্রিম প্রবৃত্তি। সংস্থা সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম হিসেবে ব্যক্তি-পর্যায়ে সহযোগিতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামোর উন্নয়ন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরণ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

এসএসএস-এর জনহিতৈষী ও উন্নয়নবান্ধব কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজের কল্যাণ বয়ে আনছে। সংস্থার মানবতা, দানশীলতা ও দায়িত্ববোধে হাজার-হাজার পরিবার দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত হয়েছে। তারা কল্যাণ ও অগ্রগতির ইতিবাচক গন্তব্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২২ অবধি এখাতে সংস্থার ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হলো ২০.১৮ কোটি টাকা।

চিত্র-২৯: সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রমে সংস্থার ২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যয়

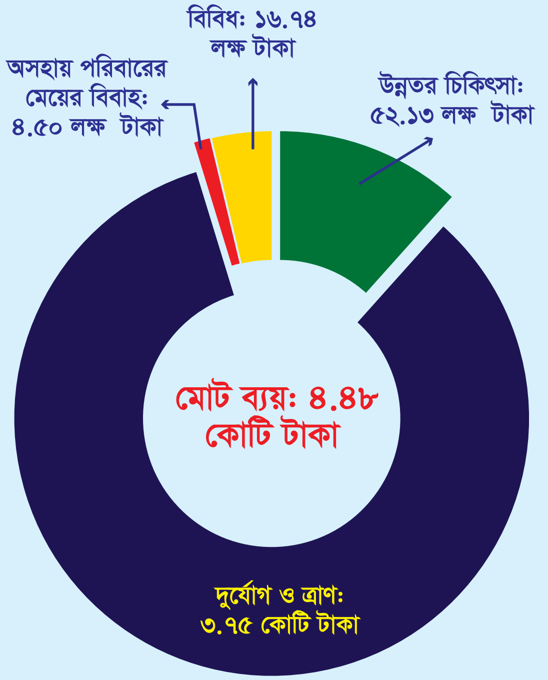

যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য

সংস্থা সূচনা-পর্ব থেকে দাতা ও সরকারিবেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সংযোগ রক্ষা করে চলছে। উন্নয়ন অঙ্গনে এই কার্যক্রম সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার অন্যতম মৌলিক নিয়ামক। অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ও সংস্থার উন্নয়নে এর বিকল্প নেই। এসএসএস জাতীয়-পর্যায়ের নেতৃস্থানীয় সংস্থা হিসেবে সমমনা ও একই বৈশিষ্ট্যের সংস্থা, দেশিবিদেশি উন্নয়ন সংস্থা, সরকারিবেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন দপ্তর, বিভাগ-উপবিভাগ এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও সখ্যতা নিয়মিত রক্ষা করে চলে। এরফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক-পর্যায়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সংস্থার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছে। জাতীয় সঙ্কটে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংস্থা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। সংস্থার এক্ষেত্রে শিশু উন্নয়ন ও শিশু অধিকার সংরক্ষণ, নারী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্যসেবার যোগান বৃদ্ধি, সাধারণ জনগোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অভিগম্যতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা, সরকারি সুযোগসুবিধা অর্জন, দুর্যোগ মোকাবেলা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে সংস্থার যোগাযোগ ও বিশেষ সম্পৃক্ততা লক্ষণীয়।

বিশেষ করে পিকেএসএফ, বাংলাদেশ ব্যাংক, এমআরএ, এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, আইনগত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মন্ত্রণালয়--সমাজ কল্যাণ, অর্থ, শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, মহিলা ও নারী-বিষয়ক, শ্রম ও কর্মসংস্থান, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংস্থার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে। সংস্থা এসকল প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য ও প্রতিবেদন প্রেরণ করে। এছাড়াও সংস্থা স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

কোভিড-১৯ বিষয়ক কার্যক্রম

বিশ্বমহামারী--কোভিড-১৯ বিষয়ে সংস্থা বেশকিছু তাৎপর্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড প্রতিপালনে সম্পৃক্ত হয়েছে। বিশেষ করে কর্মী ও দলীয় সদস্যগণের সুরক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসএসএস-এর উদ্যোগসমূহ নীচের চিত্রে তুলে ধরা হলো:

চিত্র-৩০: এসএসএস-এর কোভিড-১৯ বিষয়ক কার্যক্রম

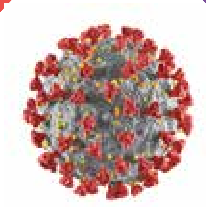

কোভিড-১৯ বিষয়ক কার্যক্রম

১. স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এসএসএস হাসপাতালসহ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে সাধারণ চিকিৎসা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে।

২. গর্ভবতী, বয়োজ্যেষ্ঠ ও জটিল রোগে আক্রান্ত কর্মীগণের তালিকা প্রণয়ন করে তাদের সুরক্ষায় বিভিন্ন পরামর্শ প্রতিনিয়ত প্রদান করা হচ্ছে।

৩. কর্মী ও দলীয় সদস্যগণকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

৪. কোভিড-১৯ বিষয়ক নির্দেশিকা ও সঠিক খাদ্যতালিকা প্রণয়ন করে প্রতিটি অফিস ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে প্রদান করা হয়েছে।

৫. প্রতিটি অফিস প্রবেশ পথে জীবাণুনাশক পাউডার মিশ্রিত পানিতে পা চুবানো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা চলমান রয়েছে।

৬. কোভিড-১৯এ আক্রান্ত ও উপসর্গ বিদ্যমান সদস্য ও কর্মীগণকে চিকিৎসাবিষয়ক পরামর্শসহ অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

৭. সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী অফিস পরিচালিত হয়। আক্রান্ত কর্মী, লক্ষণযুক্ত কর্মী ও অসুস্থ কর্মীগণকে তদারক করা এবং বেতনভাতাসহ প্রয়োজনীয় ছুটি প্রদান করা হচ্ছে।

৮. কর্মী ও সদস্যগণকে করোনা টিকা গ্রহণে উৎসাহিত করা

কোভিড-১৯ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে সংস্থার তিন কর্মীর এবং ৪৪ জন উন্নয়ন-সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁদের মৃত্যুতে সংস্থা গভীর শোক প্রকাশ করেছে। তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মুক্তির জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট আমাদের আকুল প্রার্থনা।

পিয়া চৌহানঃ একজন ভাল প্রশাসক হতে চায়...

হরিজন, রবিদাস ও চৌহান সম্প্রদায় সুশীল সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিত ও বঞ্চিত। পিয়া চৌহান এমনই এক পরিবার--চৌহান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। সমাজের তথাকথিত উপেক্ষা অতিক্রম করে, নিজেকে প্রতিষ্ঠায় অটল পিয়া চৌহান। পিয়া চৌহান ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তাঁকে বছরে কয়েকবার বিদ্যালয় পরিবর্তন করতে হয়েছে। কেননা, মূল স্রোতধারার শিশু-কিশোররা তাঁকে গ্রহণ করেননি। অভিভাবকগণও তাঁদের ছেলেমেয়েদের সাথে মিশতে দিত না। পিয়ার পিতা বিমল চৌহান। তিনি পেশায়: কাঠমিস্ত্রি। তাঁদের বাড়িঃ টাঙ্গাইল সদরের দক্ষিণ কলেজ পাড়ায়।

তবে পিয়া চৌহান থেমে থাকেননি। দৃঢ় মনোবলে এগিয়ে চলেন। পরিশ্রম ও সুকমল মননে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। অবশেষে ২০১৬ সালে পিয়া সপ্তম শ্রেণিতে এসএসএস পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়ের জাত-ধর্ম-বর্ণ নিরপেক্ষ পরিবেশ তাঁর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়। শিক্ষকগণের চেষ্টা, এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের উপদেশ ও আর্থিক সহযোগিতা (শিক্ষাবৃত্তি) তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। পিয়া ২০১৭ সালে জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জন করেন। ২০২০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছেন। মেধা তালিকায় টাঙ্গাইল জেলায় ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় অষ্টম স্থান অধিকার করেন। পেয়েছেন ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি।

বর্তমানে পিয়া সরকারি কুমুদিনী কলেজে দ্বাদশ শ্রেণি অধ্যয়নরত। ২০২২ সালে অনুষ্ঠিতব্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও তিনি ভাল সাফল্য অর্জন করবেন বলে আত্মবিশ্বাসী। পিয়া তাঁর সাফল্যে জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী ও এসএসএস-এর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পিয়া ভবিষ্যতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স করার স্বপ্ন দেখছেন। লেখাপড়া শেষ করে পাবলিক সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন। একজন ভাল প্রশাসক হয়ে দেশ ও জাতির সেবা করার স্বপ্ন লালন করেন।

পিয়া চৌহান

একইসঙ্গে, পিয়া এসএসএস পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়মিত কারাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এসএসএস-এর ব্যবস্থাপনায় এবং আর্থিক সহায়তায় ২০১৭, ২০১৮, ২০19 সালে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র নেপালে কারাতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। বিভিন্ন ইভেন্টসে স্বর্ণও অর্জন করেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, অভিনয়, নাটক, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। উপজেলা ও জেলা-পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কয়েকবার বিজয়ী হয়েছেন।

প্রজ্ঞা, সম্ভাবনা ও সক্ষমতার উন্নয়ন কর্মসূচি

জ্ঞান ও তথ্য অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞতাকে জাগ্রত করে। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সক্ষমতা বর্ধিত হয়। প্রজ্ঞা, সম্ভাবনা ও সক্ষমতার উন্নয়ন সংস্থার উপযোগ সৃষ্টিতে মৌলিক নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তথ্যায়ন, মানবিক-সামাজিক-পরিবেশগত মূলধন-গঠন, মেধা ব্যবস্থাপনা, জীবিকা ও দক্ষতার পরিচর্যা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন, অগ্রগামী ব্যবস্থাপনা, লজিস্টিক সহায়তা, নেতৃত্বের সুষম কাঠামো ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সংস্থাকে বলিষ্ঠ করেছে। সংস্থা স্থিতিশীল পথে প্রগতির উচ্চ সীমার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

এই কর্মসূচির মুখ্য কর্মকাণ্ডসমূহ হলো: কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, সামাজিকরণ, কর্মী ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ক্ষতিপূরণ ও সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থাপনা, লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা, চাহিদা ও যোগান উভয় দিকে সক্ষমতার উন্নয়ন, গবেষণা ও উন্নয়ন, তথ্য-প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা, কর্মপরিবেশ ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এসকল কর্মকাণ্ড সংস্থাকে ঐশ্বর্য অর্জনে সহায়তা দিচ্ছে। সংস্থা সামগ্রিকভাবে উচ্চতর অবস্থানে এগিয়ে চলছে।

- **প্রশিক্ষণ**
- **মানবসম্পদ উন্নয়ন**
- **প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড**
- **তথ্য-প্রযুক্তি সেকশন**
- **গবেষণা ও প্রকাশনা**

কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মী ও মানব মূলধন-গঠন

সংস্থার সেবাপরিষেবা প্রদান এবং সার্বিক প্রগতির মূলে নিবেদিত কর্মী এবং মানব মূলধন। একমাত্র কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মী অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে কাঙ্ক্ষিত মানের সেবা প্রদান করে। সন্তুষ্ট সেবাগ্রহীতাই প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত এবং দীর্ঘ মেয়াদী গ্রাহকে রূপান্তর হয়। যা অগ্রগতি ও স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। সংস্থা দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে মানব মূলধনের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে। প্রশিক্ষণ ও শিক্ষণ অবকাঠামোর উন্নয়ন, শিক্ষা ও শিক্ষণের উপযোগী পরিবেশ তৈরি ইত্যাদি এক্ষেত্রে মূল নির্দেশক হিসেবে কাজ করছে। ফলে ক্রমান্বয়ে সংস্থার দক্ষ মানবসম্পদ ও মানব মূলধন প্রসারিত হচ্ছে। সংস্থা সর্বদাই শ্রেষ্ঠ মানবসম্পদ নীতি ও পদ্ধতির অনুশীলন করে যাচ্ছে। ফলে, উত্তম সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া, চমৎকার কর্মপরিবেশ, কাঙ্ক্ষিত বেতনভাতা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা, চাকরি নিরাপত্তা ইত্যাদি সংস্থাকে বিশেষভাবে অলঙ্কৃত করছে। এসকল কর্ম-সংস্কার ও উদ্যোগ নিবেদিত কর্মী তৈরিতে উদ্দীপনা তৈরি করছে, মানব মূলধন ত্বরান্বিত করছে। সংস্থাকে স্থিতিশীল ও ক্রমবর্ধমান ঐশ্বর্যের দিকে ধাবিত করছে।

চিত্র-৩১: মানবসম্পদ বৃদ্ধির গতি

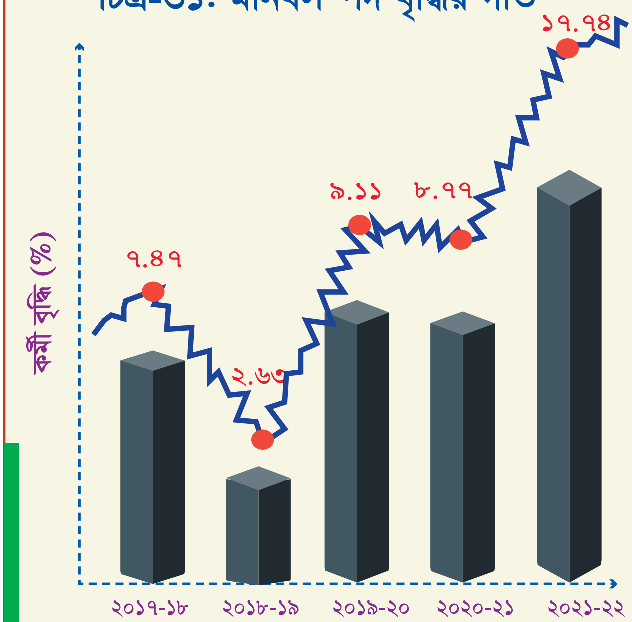

চিত্র-৩২: ঋণ বিতরণ গতি

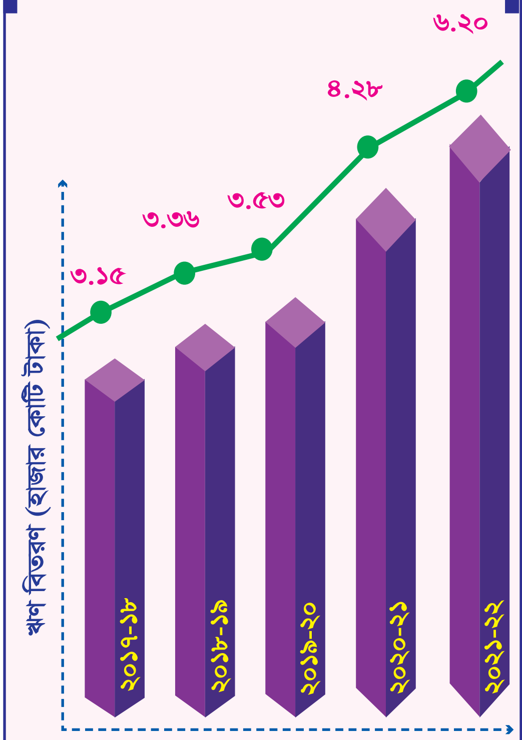

সৃজনশীলতা, অগ্রগামীতা এবং বাজার সম্প্রসারণ

উন্নয়নে উদ্ভাবনী চিন্তা ও পন্থা শক্তিশালী নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত। নব সৃজনশীলতা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি করে। সমজাতীয় শিল্পে অগ্রদূতের ভূমিকায় উপবিষ্ট হয়। বাজারও বিস্তৃত আকার ধারণ করে। সংস্থা প্রারম্ভিক-স্তর হতে নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা কাঠামো, মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রোডাক্ট ডিজাইন, সৃজনশীলতা ও শিক্ষণ, উন্নয়ন-সদস্যদের সুবিধা সর্বোচ্চকরণ, কর্মী কল্যাণ বৃদ্ধিকরণ, সম্পদ ও সুযোগের সর্বাধিক ব্যবহার, আর্থসামাজিক প্রগতি অর্জন, সেবা প্রদানকারী পদ্ধতি ইত্যাদিতে সৃজনশীলতা ও অগ্রগামীতার পরিচয় বহন করে যাচ্ছে। বিষয়টি ক্ষুদ্রঋণ জগতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত। সৃজনশীলতা ও কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সংস্থাকে দেশের নেতৃস্থানীয় পাঁচটি উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে অধিষ্ঠিত করেছে।

প্রগতি, স্থিতিশীলতা ও সুনাম

ক্রমাগত সফলতা অগ্রগতিকে বাস্তব রূপ দান করে। প্রগতির ঊর্ধ্বমুখী অভিযান প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায়ক হয়। যদিও স্বল্পকালীন নিম্নমুখী গতি আসতে পারে। তবে দীর্ঘ মেয়াদে অবশ্যই টেকসই অবস্থান দৃশ্যমান হয়। বছরের পর বছর এই চলমান অগ্রযাত্রা সংস্থাকে দীর্ঘ জীবন দান করে। এসএসএস তিন-যুগেরও বেশি সময় ধরে সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। অগ্রযাত্রার এই পথে সংস্থার অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে। তথাপি, সীমাহীন প্রচেষ্টা, শাশ্বত ব্যবস্থাপকীয় সক্ষমতা, কার্যকর কর্ম বাস্তবায়ন কৌশল, উপকরণের দক্ষ ব্যবহার ইত্যাদি সংস্থাকে অগ্রগতির পথে রেখেছে। সমৃদ্ধি ও কল্যাণ-বর্ধন সংস্থাকে স্থিতিশীলতা দান করেছে। সংস্থার সার্বিক সমৃদ্ধি ও সাফল্য দেশে-বিদেশে সুনাম ও স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

সামাজিক মূলধন, কল্যাণ ও শোভা-বর্ধন

এসএসএস জনবান্ধব সংস্থা হিসেবে সকল কর্মকাণ্ড ও অর্জন সমাজের শোভা-বর্ধনে নিবেদন করেছে। সংস্থার আর্থিক উদ্যোগসমূহ বর্ধিত অর্থ উপার্জন করে। এই আয় সংস্থা সমাজে উপকরণ ব্যয়, সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ-বর্ধন অনুদান এবং উদ্বৃত্ত হিসেবে বণ্টন করে। অন্যদিকে উদ্বৃত্ত অংশ সংস্থার নিজস্ব মূলধনের (ইক্যুইটির) সাথে যুক্ত হয় এবং পুনঃউৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। উপকরণ ব্যয়, অনুদান ও উদ্বৃত্ত একইসঙ্গে সমাজে বিভিন্নভাবে বিনিয়োগ করা হয়। ফলে সমাজের কল্যাণ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। চলমান এই ধারায় কল্যাণ ও উন্নয়ন অর্থনীতিতে ভারসাম্য বয়ে আনে। ফলে সমাজে ও পরিবারে শান্তি ও শোভা প্রস্ফুটিত হয়।

উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে এসএসএস সর্বদাই সামাজিক মূলধন-গঠন, কল্যাণ-বর্ধনশীল কর্মকাণ্ড এবং সার্বিক শোভা বৃদ্ধিকরণে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে সংস্থা সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সংস্কার, অবকাঠামোর উন্নয়ন, অনুদান প্রদান, দারিদ্র্য হ্রাস, সচেতনতা ও নৈতিকতার বিস্তরণ, জীবিকার উন্নয়ন, দক্ষতার উন্নয়ন, নিয়মানুবর্তিতা, ইতিবাচক নেতৃত্বের বিকাশ, ক্ষমতায়ন ও সমতা, উদ্যোক্তার উন্নয়ন, তথ্য-প্রযুক্তির প্রয়োগ, জ্ঞান ও শিক্ষার চর্চা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সৃজনশীলতা ও দক্ষতার সাথে গুরুত্ব আরোপ করে যাচ্ছে।

চিত্র-৩৩: উদ্বৃত্তের গতি বিশ্লেষণ

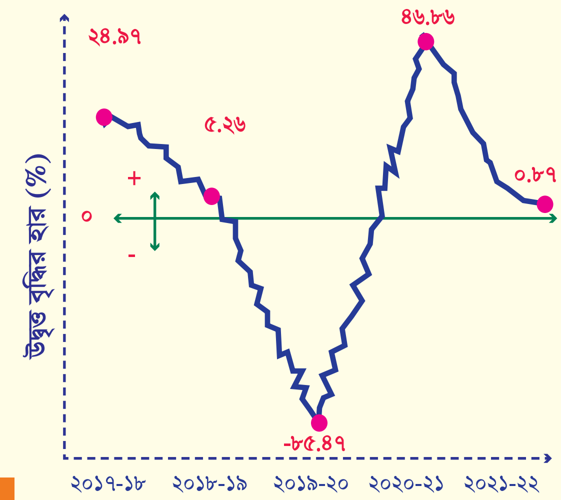

চিত্র-৩৪: উৎপাদনশীলতার গতি বিশ্লেষণ

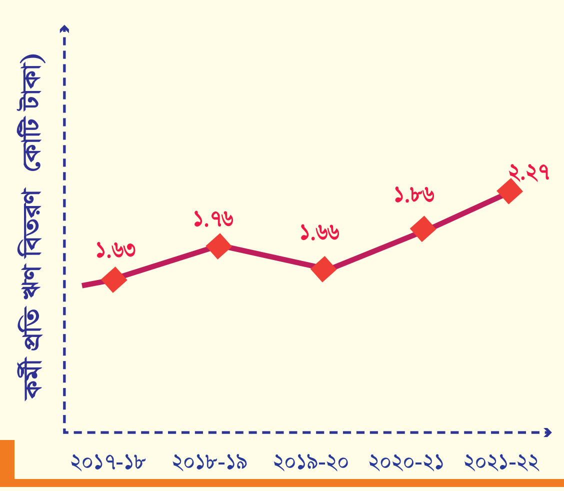

চিত্র-৩৫: উৎপাদন ব্যয়ের গতি বিশ্লেষণ

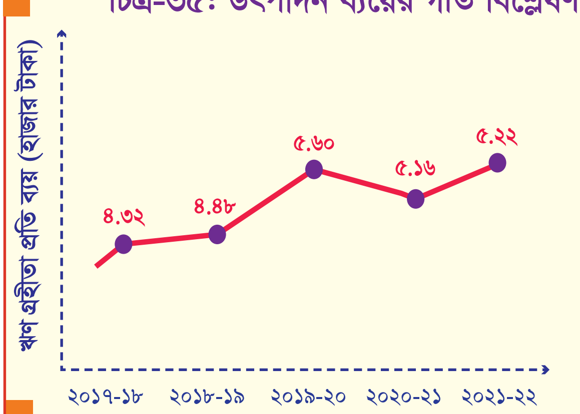

কার্যক্রমভিত্তিক আলোচনা

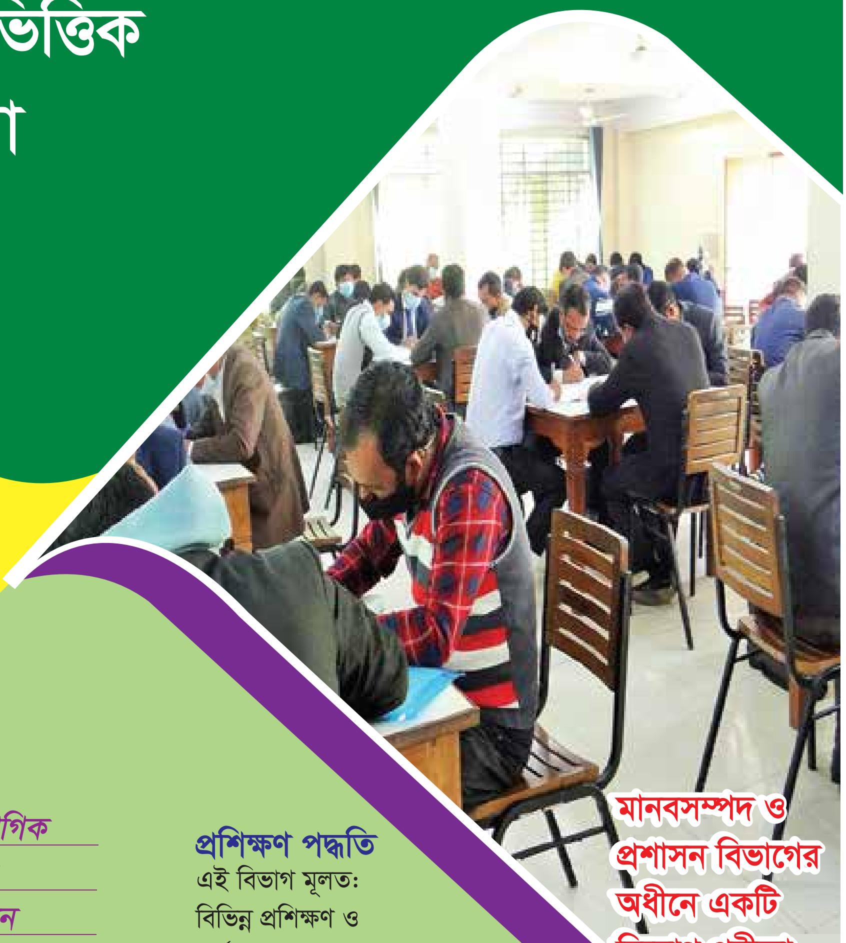

মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের অধীনে একটি নিয়োগ পরীক্ষা

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রায়োগিক নির্দেশন, মানব মূলধন সৃজনের নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। কর্মসাধনে শৃঙ্খলা, নিপুণতা, গতি ও স্পৃহা সৃজন--সবই প্রশিক্ষণের ফসল। বস্তব ধর্মী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি জীবনে পরিতুষ্টি প্রদান করে, টেকসহিতা ও সম্প্রসারণের দৃঢ় ধারা গতিশীল হয়। এসএসএস সূচনা-লগ্ন থেকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা-পালন করে যাচ্ছে। এসএসএস-এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রগতিশীল উন্নয়ন দর্শন নিরিখে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসম্পাদন, কর্মী উন্নয়ন এবং উন্নয়ন-সদস্যবৃন্দের কল্যাণ-বর্ধনে এই কার্যক্রম নিবেদিত।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

এই বিভাগ মূলত: বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে মানবসম্পদ ও ব্যবস্থাপনার বিকাশ নিশ্চিত করে থাকে। এক্ষেত্রে, প্রধানত দলগত গতিশীলতা, ঋণ ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম কার্যকর ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, সফটওয়্যার পরিচালনা ব্যবস্থাপনা, সক্ষমতার উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, আয়বর্ধনশীল কার্যক্রমে উন্নয়ন, নেতৃত্বের বিকাশ, উদ্যোক্তার উন্নয়ন, জীবিকার পুনর্বাসন ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ সেশনের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানে তাত্ত্বিক ও হাতেকলমে পর্যায়ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

অবকাঠামো ও সুবিধা

সংস্থার প্রশিক্ষণ বিভাগের দুটি কেন্দ্র রয়েছে। আধুনিক সাজসজ্জায় সুগঠিত এই কেন্দ্র দুটিতে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। ধারণ ক্ষমতা মোট ৬০ জনের। সেবা মূল্যের বিনিময়ে সংস্থা এই কেন্দ্রসমূহ অন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্যও ভাড়া দিয়ে থাকে।

চিত্র-৩৬: প্রশিক্ষণ প্রদান (২০২১-২২ সময়ে)

মোট: ■ + ■ = ৬,৪৩১ জন

২০২১-২২ সময়ে এ-বিভাগ ২৫৪টি প্রশিক্ষণ সেশনের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ সেশনসমূহে মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৬,৪৩১জন। এরমধ্যে কর্মী হলো ২,২৯৮ জন এবং উন্নয়ন-সদস্য ৪,১৩৩ জন।

চিত্র-৩৮: উন্নয়ন সদস্যদের প্রকল্পভিত্তিক আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান (২০২১-২২ সময়ে)

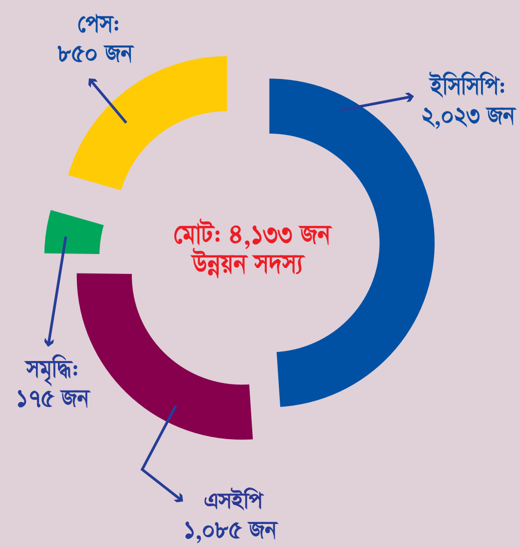

চিত্র-৩৭: ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান (২০২১-২২ সময়ে)

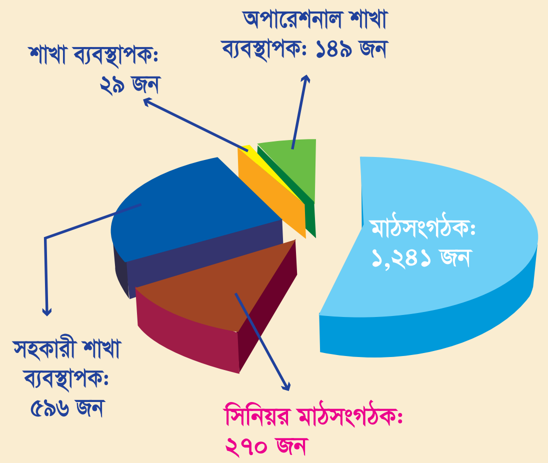

মোট: ■ + ■ + ■ + ■ + ■ = ২,২৮৫ জন

চিত্র-৩৯: সংস্থার কর্মীদেরকে তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান (২০২১-২২ সময়ে)

মোট: ■ + ■ + ■ = ১৩ জন কর্মী

মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা

সমাজ, সংস্কৃতি ও বিশ্বায়নের অগ্রগতির শিরোমণি: মনুষ্যসম্পদ। সেবা ও পণ্য উৎপাদন, বিতরণ ও ভোগ মানুষেরই কর্ম, মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত। যোগ্যতা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও নেতৃত্ব সাধারণ মানুষকে সম্পদে রূপান্তর করে; মানব মূলধনের উৎকর্ষ বর্ধিত হয়, যা সার্বিক সমৃদ্ধির অনুঘটক হিসেবে স্বীকৃত। এরই ধারাবাহিকতায় মানব মেধা, মনন ও নিপুণতার অনুশীলন এবং শ্রীবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী উদিত হয় মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা। সংস্থা মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তন-সাধনে এই ব্যবস্থাপনার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত।

এ বিষয়ে কার্যক্রম হলো: কর্মী ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, স্লিম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, বিবিধ কার্যক্রম ইত্যাদি।

৩০ জুন ২০২২ সীমানা অবধি এসএসএস-এর মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ ৫,৯৯১ জন কর্মীকে পরিচালনা করছে। এরমধ্যে ১,৩৬৯ জন নারী এবং ৪,৬২২ জন পুরুষ। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১,৩৫২ জন কর্মীকে নিয়োগ প্রদান করে। নব-নিয়োগপ্রাপ্ত এই সকল কর্মীর সার্বিক নিয়োগ প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষণ মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডসমূহ নিম্নরূপ:

১ সংস্কার, প্রশিক্ষণ ও কর্মবাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মীদের কর্মসম্পাদন বৃদ্ধি করা;

২ কর্মীদের লুকায়িত সম্ভাবনাকে জাগ্রতকরণ এবং পেশাদারি সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

৩ কর্মী নির্বাচন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, কর্মে নিয়োজিতকরণ ও দায়িত্ব প্রদান, বদলি, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, মূল্যায়ন, পদোন্নতি, অবসর ইত্যাদি কর্মকাণ্ড যথাসময়ে সম্পাদন করা;

৪ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অনিয়ম দূরীকরণ, বেতনভাতা বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবনা পেশ, প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব প্রদান এবং পেশাদারি মনোবৃত্তির উন্নয়নে কাজ করা;

৫ সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুখ্যভূমিকা পালন এবং অন্যান্য বিভাগকে প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা দান করা; এই বিভাগ গাড়ি ও পরিবহন, বিদেশভ্রমণ, ভিজিটর ও গেস্ট ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা।

চিত্র-৪০: সংস্থার বিভিন্ন অফিসে নিয়োজিত কর্মী

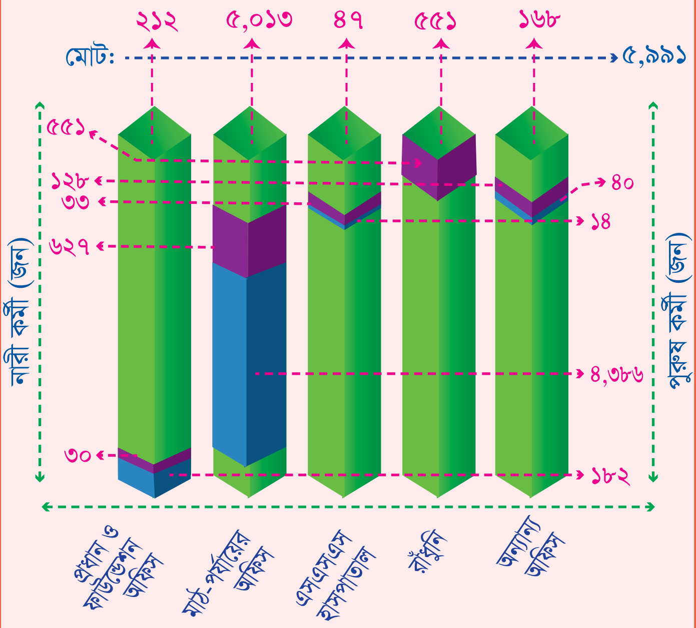

চিত্র-৪১: মানবসম্পদের প্রকৃতি (৩০ জুন ২০২২ প্রান্তে)

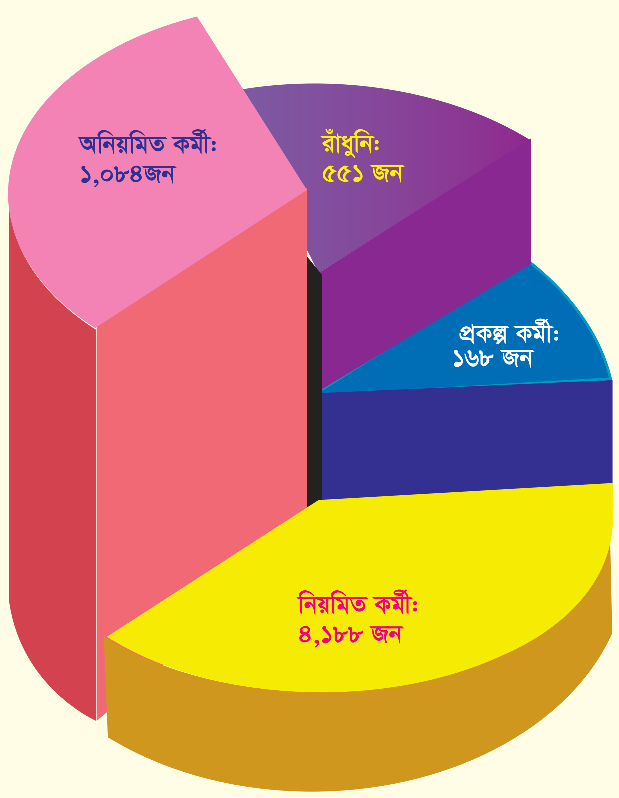

প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড

প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ব্যবস্থাপনার গুরত্বপূর্ণ অংশ। সংস্থার সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ, শৃঙ্খলা, অফিস ও সম্পদের নিরাপত্তা, সম্পদের উন্নয়ন, যথাসময়ে লজিস্টিক ক্রয় ও সরবরাহ, পণ্যের গুণগতমান, ভাড়া ও মূল্য নির্ধারণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড ব্যবস্থাপনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংস্থার উপযোগ-সৃষ্টি সর্বোচ্চ-পর্যায়ে উন্নীত করতে সর্বস্তরে মিতব্যয়, দক্ষতা, কার্যকারিতা এবং নৈতিকতার গুরুত্ব আরোপ করা--প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম উদ্দেশ্য। সংস্থার সকল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড নির্মাণ, স্টোর, অভ্যর্থনা, ক্যান্টিন ও রেস্ট হাউস মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ হলো:

- অফিসিয়াল শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক নীতিমালা পর্যালোচনা এবং সংস্করণে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবনা পেশ করা।
- চাহিদা অনুযায়ী সমগ্র প্রতিষ্ঠানে লজিস্টিক সরবরাহ নিশ্চিত করা। সংস্থার সরঞ্জাম ও মেশিনের সক্রিয়তা নিশ্চিত করা। প্রয়োজন অনুযায়ী সরঞ্জাম ও মেশিন মেরামত বা নতুন করে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- অফিস লজিস্টিক চাহিদাপত্র অনুমোদন করা এবং প্রশাসনিক নোট ও অফিস সার্কুলার প্রচার করা।
- সংস্থার পক্ষ থেকে সরকারি অফিস, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দাতা সংস্থা, নেটওয়ার্কিং সংস্থা, গণমাধ্যম ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। একইসঙ্গে ভূমি নিবন্ধন ও লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ করা।
- সাপোর্ট সার্ভিস স্টাফদের জন্য কার্যপরিচালনার প্রদ্ধতির উন্নয়ন করা এবং এক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সচেতনতা নিশ্চিত করা।
- কর্মী, সম্পদ, মজুদপণ্য, অবকাঠামো ও ডকুমেন্টেশনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। অফিস ইউটিলিটি ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা। বিশেষ করে, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন, লাইট, জেনারেটরসহ অন্যান্য ব্যবস্থার সক্রিয়তা ও সরবরাহ চলমান রাখা।
- সংস্থার ক্যান্টিন, রেস্ট হাউস, প্রোটোকল ও অভ্যর্থনা ব্যবস্থাপনা, বিল্ডিং ও নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, যানবাহন ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা দেখাশোনা করা।

তথ্য প্রযুক্তি সেকশন

তথ্য প্রযুক্তি সেকশন সংস্থার মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের অন্যতম একটি অংশ। সংস্থা ভিশন-মিশন কেন্দ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা অতীব প্রয়োজন। নিরাপদ, সুরক্ষা ও বিশুদ্ধতার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তথ্য প্রযুক্তি সেকশন সংস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ডকে সহজ ও গতিশীল করে যাচ্ছে। ফলে, তথ্য-উপাত্ত ও প্রতিবেদন তৈরি-সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড স্বয়ংক্রিয় ও ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এরজন্য সংস্থা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগও করেছে। তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক একটি অবকাঠামো সৃষ্টি হয়েছে। একদল প্রশিক্ষিত-দক্ষ ও নিবেদিত কর্মী একজন উপপরিচালকের অধীনে এই সেকশন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে যাচ্ছে।

এক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় স্টোরেজ সিস্টেমের মাধ্যমে সংস্থার সার্বিক তথ্যের নির্ভুলতা ও বিদ্যমানতা নিশ্চিত করছে। এই সেকশন মূলত--স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষুদ্রঋণ-সংক্রান্ত তথ্য পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত তথ্য পদ্ধতি, হিসাব-সংক্রান্ত তথ্য পদ্ধতি এবং সমন্বিত বেশকিছু কাঙ্ক্ষিত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ নিয়ে কাজ করে। একটি অন-লাইনভিত্তিক সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে এসকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও অফিসিয়াল সকল ধরনের যোগাযোগ, তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রদান, সংস্থার ওয়েব-সাইট আপডেটকরণ ও নিয়ন্ত্রণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায় হচ্ছে।

গবেষণা ও প্রকাশনা

সংস্থার অগ্রগতি ও সুখ্যাতির নিদর্শন প্রকাশনা বহন করে। বস্তুনিষ্ঠ প্রকাশনা উদ্ভাবন, উন্নয়ন, প্রণালী ও সংস্করণ--সকল বিষয়বস্তু ধারণ করে, সমাজের নিকট সাবলীল ও সহজ পন্থায় তুলে ধরে এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে সংরক্ষিত থাকে। এই জাতীয় কার্যক্রমের স্বচ্ছন্দ ধারা সংস্থা ও সমাজ-সংস্কৃতিতে ইতিবাচক গতিশীলতা ফুটিয়ে তুলে, স্থিতিশীল পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এসএসএস সূচনা-লগ্ন থেকে প্রকাশনা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। প্রকাশনা কার্যক্রম সংস্থার উন্নয়ন-দর্শনে অবিচ্ছেদ্য অংশ। উদ্ঘাটন, নির্বাচন, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ, সংকলন ও যথাযথ উপস্থাপন প্রক্রিয়ায় প্রকাশনা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

এসএসএস-এর প্রধান প্রকাশনাসমূহ হলোঃ

১. বার্ষিক প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভার্সন)।

২. ত্রৈমাসিক বুলেটিন (বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভার্সন)।

৩. ব্রুশিয়ার, বিশেষ কর্মসূচি বা প্রকল্পের পুস্তিকা ও প্রতিবেদন, লিফলেট, ফ্লায়ার ইত্যাদি।

৪. অফিস ফাইল, ফোল্ডার, প্যাড, ডায়েরি ইত্যাদি।

এই প্রকাশনাসমূহ মুখ্যত সংস্থার কর্মকাণ্ড, উদ্ভাবন, অর্জন, ঘটনাপ্রবাহ, উদ্ঘাটন ও পরিবীক্ষণ ইত্যাদি স্বাভাবিক ও সহজ উপায়ে উপস্থাপন ও সংরক্ষণ করে। একটি মানসম্মত প্রকাশনা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, সম্পাদনা, প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠাসজ্জা নির্মাণ ও সম্পাদনা, মুদ্রণ, সংরক্ষণ ও তথ্যায়ন প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এছাড়াও সংস্থার ওয়েবসাইটের জন্য প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং হালনাগাদ করাও প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা ও এ-সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। সংস্থার সার্বিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারি বেসরকারি বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থাকে প্রেরণ করা।

এসএসএস-এর ঘটনা-প্রবাহ

২০২১-২২ অর্থবছরে এসএসএস-এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-প্রবাহ ও দিবস উদ্‌যাপন:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদৎ বার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে কোভিড-১৯এ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মাঝে অনুদান বিতরণ করছেন এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া [২৫ জুলাই ২০২১]

কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের জন্য চিকিৎসা সামগ্রী ও সরঞ্জাম হস্তান্তর করছেন এসএসএস-এর পরিচালক সন্তোষ চন্দ্র পাল

এমআরএ-এর নবনিযুক্ত ইভিসি জনাব মো. ফসিউল্লাহকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এসএসএস-এর পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন) মাহবুবুল হক ভূইয়া ও পরিচালক (ঋণ) সন্তোষ চন্দ্র পাল

শেখ রাসেল দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন: আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের একাংশ [১৮ অক্টোবর ২০২১]

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে সংস্থার অফিসে ড্রপ-ডাউন ব্যানার প্রদর্শন [১৬ ডিসেম্বর ২০২১]

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন [২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২]

পিকেএসএফ-এর এমডি ড. নমিতা হালদারের এসএসএস পরিদর্শন এবং তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন এসএসএস-এর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক মাহবুবুল হক ভূইয়া [৩০ মে ২০২২]

টিডিএইচ (নেদারল্যান্ডস)-এর একটি প্রতিনিধিদল এসএসএস-এর শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচি ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিদর্শন [১৫ এপ্রিল ২০২২]

বঙ্গবন্ধুর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সংস্থার অফিস লাইটিং [১৭ মার্চ ২০২২]

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পন [২৬ মার্চ ২০২২]

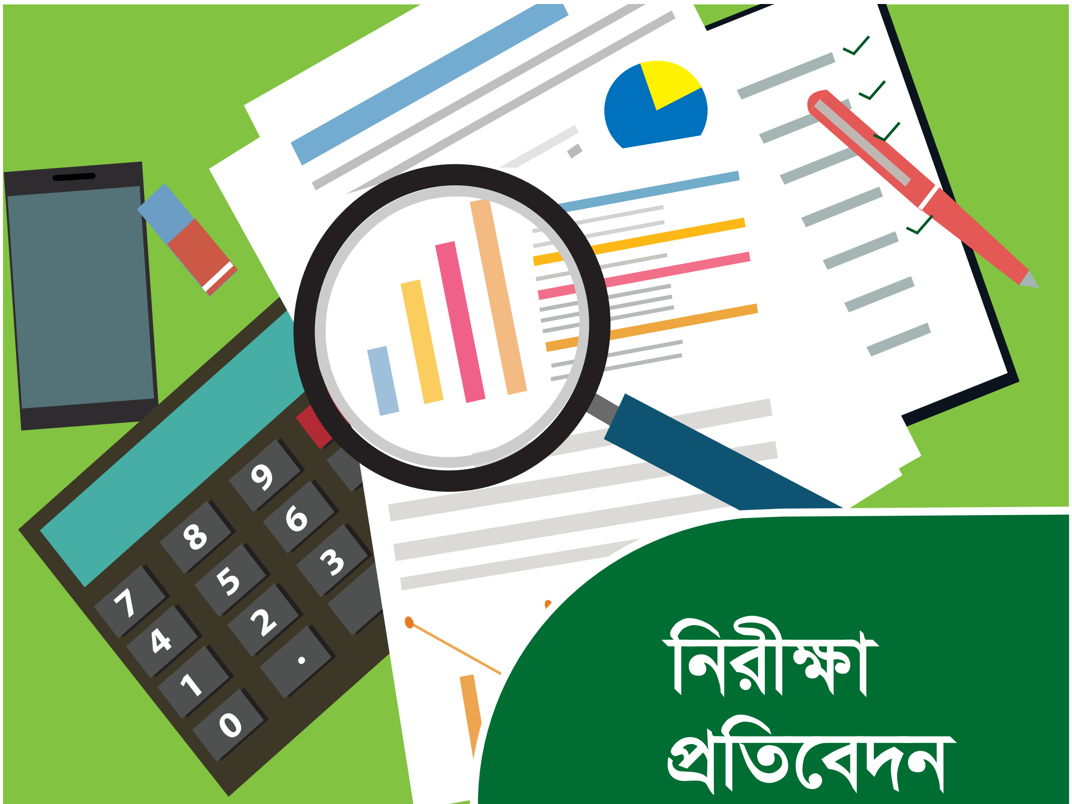

নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০২১-২২

- Auditor’s Report
- Statement of Financial Position
- Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income
- Statement of Cash Flow
- Statement of Equity Change
- Credit Rating Report

Independent Auditor's Report

To the Members of General Body of Society for Social Service (SSS)

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of Society for Social Service (the entity), which comprise the statement of financial position as at June30, 2022, and the statement of comprehensive income, statement of changes in capital funds, statement of cash flows and statement of receipts and payments for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the entity as at June 30, 2022, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs)and other applicable laws and regulations.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Entity in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code and the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) Bye Laws. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs and other applicable laws and regulations, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the entity's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the entity to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matter

The financial statements of the entity for the year ended 30 June 2021 were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those statements on 28 October 2021.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
RJSC Firm Registration Number: 2-PC7202

Akhtar Sanjida Kasem, FCA, FCMA, CFE
Partner
Enrolment Number: 643
DVC: 2210040643AS429579

Place: Dhaka
Date: 02 October 2022

Society for Social Service (SSS)
Statement of Financial Position
As at 30 June, 2022

	Notes	30 June 2022	30 June 2021
		Amounts in BDT	
Assets			
Non-current assets			
Property, plant and equipment	6	967,846,757	908,683,076
Staff and other loan	7	621,866,803	484,905,838
		1,589,713,560	1,393,588,914
Current assets			
Inventory	8	10,120,094	8,849,244
Accounts receivable	9	78,177,211	54,164,960
Advance, prepayment and deposits	10	103,927,058	85,993,620
Staff and other loan	7	127,370,309	121,226,459
Loan to clients	11	35,944,080,272	24,831,021,503
Short term deposit	12	2,930,692,080	2,366,536,621
Cash and cash equivalents	13	685,844,859	1,261,570,132
		39,880,211,883	28,729,362,539
Total assets		41,469,925,443	30,122,951,453
Capital and liabilities			
Capital funds			
Cumulative surplus	14	8,680,426,669	7,442,095,421
Reserve fund	15	952,914,924	815,564,240
Loan loss reserve fund (LLRF)	16	338,937,164	243,467,316
		9,972,278,757	8,501,126,977
Non-current liabilities			
Loan from funds	17	1,506,957,134	1,168,226,017
Term loan	18	464,441,667	562,582,328
Client's saving deposit	19	10,132,600,249	7,127,447,654
Staff security deposit	20	65,095,219	53,890,446
Service benefit fund	21	296,010,879	225,825,603
Surokkha fund	22	1,009,997,048	813,732,969
Other funds	23	42,617,495	42,617,495
		13,517,719,691	9,994,322,512
Current liabilities			
Accounts payable	24	1,610,414	1,576,236
Other liabilities	25	42,271,546	21,190,582
Term loan	18	9,859,755,030	5,095,908,626
Client's saving deposit	19	6,144,768,109	5,325,050,344
Staff security deposit	20	16,273,805	13,472,611
Service benefit fund	21	15,579,520	11,885,558
Surokkha fund	22	432,855,878	348,742,701
Loan loss reserve fund (LLRF)	16	1,401,629,763	680,369,404
Provision	26	65,182,930	129,305,902
		17,979,926,995	11,627,501,964
Total capital and liabilities		41,469,925,443	30,122,951,453

Footnotes:
1. Independent auditor's report - Page 1-2.
2. The accompanying notes 1-37 form an integral part of these financial statements.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
RJSC Firm Registration Number: 2-PC7202

Akhtar Sanjida Kasem, FCA, FCMA, CFE
Partner
Enrolment Number: 643
DVC: 2210040643AS429579

Place: Dhaka
Date: 02 October 2022

A. QASEM & CO. GULSHAN DHAKA CHARTERED ACCOUNTANTS

Diptimoy Barua
DD & Head of Finance & Accounts

Abdul Hamid Bhuiyan
Executive Director & CEO

Murshed Alam Sarker
Chairman

Society for Social Service (SSS)
Statement of Comprehensive Income
For the year ended 30 June, 2022

	Notes	Amounts in BDT 2021-2022	2020-2021
Income			
Service charges	27	6,634,480,833	5,287,991,259
Bank interest		27,918,726	31,678,463
Interest on short term deposit		91,089,244	89,449,809
Grants and donations	28	57,088,604	23,611,360
Others income	29	49,033,165	32,016,014
Total income		6,859,610,572	5,464,746,905
Expenditure			
Financial expense			
Term loan interest	30	478,895,784	378,648,628
Interest on client deposit	19	880,656,763	626,999,762
Interest on funds		123,220,428	120,292,235
Interest on others fund		4,404,456	3,407,955
Bank charges and commission		8,263,464	8,039,917
		1,495,440,895	1,137,388,497
Operating expense			
Salary, allowance and benefits	31	2,777,657,692	2,443,699,814
Travelling and transportation		62,864,524	47,581,708
Office rent		36,742,049	30,260,241
Utility		15,472,955	13,901,794
Printing and stationery		25,395,037	16,758,141
Training expense	32	61,331,588	37,988,350
Telephone and postage		17,026,705	15,958,789
Entertainment		13,901,666	9,330,004
Meeting, seminar and workshop		7,098,908	3,558,337
Repair and maintenance		44,714,688	31,867,030
Registration and license fees		12,542,859	10,254,728
Legal expense		1,707,948	1,341,434
Audit fees		886,750	253,000
Credit rating fees		161,250	300,000
Samity materials expenses		4,059,016	1,688,577
Tax expenses		4,557,559	4,298,467
Land and other tax		231,595	-
Other operating expenses	33	101,190,664	22,100,465
Loan loss expenses (LLE)	16	819,342,915	251,661,884
Depreciation	6	47,010,467	44,231,287
		4,053,896,835	2,987,034,050
Total expenditure		5,549,337,730	4,124,422,547
Excess of income over expenditure	14	1,310,272,842	1,340,324,358

Footnotes:
1. Independent auditor's report - Page 1-2.
2. The accompanying notes 1-37 form an integral part of these financial statements.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
RJSC Firm Registration Number: 2-PC7202

Diptimoy Barua
DD & Head of Finance & Accounts

Akhtar Sanjida Kasem, FCA, FCMA, CFE
Partner
Enrolment Number: 643
DVC: 2210040643AS429579

A. QASEM & CO. GULSHAN DHAKA CHARTERED ACCOUNTANTS

Abdul Hamid Bhuiyan
Executive Director & CEO

Place: Dhaka
Date: 02 October 2022

Murshed Alam Sarker
Chairman

Society for Social Service (SSS)
Statement of Changes in Capital Funds
For the year ended 30 June, 2022

	Amount in BDT			
	Surplus	Reserve Fund	Loan Loss Reserve Fund (LLRF)	Total
Balance as on 01.07.2021	7,442,095,421	815,564,240	243,467,316	8,501,126,977
Add: Surplus during the year	1,310,272,842	-	-	1,310,272,842
Add: During the year	-	137,350,684	-	137,350,684
Add: Prior year adjustment	128,004,481	-	-	128,004,481
Less: Transfer to social welfare project	(103,120,000)	-	-	(103,120,000)
Add: Provision during the year	-	-	95,469,848	95,469,848
	8,777,252,744	952,914,924	338,937,164	10,069,104,832
Less: Transfer to reserve fund	96,826,075	-	-	96,826,075
Balance as on 30.06.22	8,680,426,669	952,914,924	338,937,164	9,972,278,757
				-
Balance as on 01.07.2020	6,144,600,038	671,339,142	213,796,689	7,029,735,869
Add: Surplus during the year	1,340,324,358	-	-	1,340,324,358
Add: During the year	-	144,225,098	-	144,225,098
Add: Prior year adjustment	106,867,414	-	-	106,867,414
Less : Transfer to social welfare project	(57,819,827)	-	-	(57,819,827)
Add: Provision during the year	-	-	29,670,627	29,670,627
	7,533,971,983	815,564,240	243,467,316	8,593,003,539
Less: Transfer to reserve fund	91,876,562	-	-	91,876,562
Balance as on 30.06.2021	7,442,095,421	815,564,240	243,467,316	8,501,126,977

Footnotes:

1. Independent auditor's report - Page 1-2.
2. The accompanying notes 1-37 form an integral part of these financial statements.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
RJSC Firm Registration Number: 2-PC7202

Diptimoy Barua
DD & Head of Finance & Accounts

Akhtar Sanjida Kasem, FCA, FCMA, CFE
Partner
Enrolment Number: 643
DVC: 2210040643AS429579

Place: Dhaka
Date: 02 October 2022

Abdul Hamid Bhuiyan
Executive Director & CEO

Murshed Alam Sarker
Chairman

Society for Social Service (SSS)
Statement of Cash flows
For the year ended 30 June, 2022

	Notes	2021-2022	2020-2021
		Amounts in BDT	
Cash flows from operating activities			
Excess of income over expenditure	14	1,310,272,842	1,340,324,358
Add: Prior year adjustment	14	128,004,481	106,867,414
CSR Fund transfer to social project	14	(103,120,000)	(57,819,827)
Transfer to reserve fund	14	(96,826,075)	(91,876,562)
Loan loss provision	16	816,730,207	122,158,830
Depreciation for the year	6	42,227,206	37,939,610
Inventory received and utilized	8	(1,270,850)	(1,311,948)
Accounts receivable	9	(24,012,251)	30,166,881
Advance, prepayment and deposits	10	(17,933,438)	(10,242,804)
Staff and other loan paid	7	(689,368,617)	(517,689,865)
Staff and other loan realized	7	546,263,802	435,819,096
Loan disbursed to clients	11	(61,944,444,313)	(43,045,366,060)
Loan realized from clients	11	50,831,385,544	40,299,210,606
Reserve fund	15	137,350,684	144,225,098
Accounts payable	24	34,178	(1,284,068)
Other liabilities	25	21,080,964	13,028,237
Provision	26	(64,122,972)	1,208,777
Net cash used in operating activities		(9,107,748,608)	(1,194,642,227)
Cash flows from investing activities			
Sale of property, plant and equipment	6	5,522,246	236,817,327
Purchase property, plant and equipment	6	(106,913,133)	(286,563,263)
Short term deposit encashment	12	1,184,995,681	1,509,685,008
Short term deposit investment	12	(1,749,151,140)	(2,090,456,278)
Net cash used in investing activities		(665,546,346)	(630,517,206)
Cash flow from financing activities			
Loan received from funds	17	592,020,117	1,196,013,746
Loan payment to funds	17	(253,289,000)	(1,636,227,366)
Term loan received	18	12,035,802,704	6,355,156,029
Term loan payment	18	(7,370,096,961)	(7,113,039,900)
Client's saving deposit collected	19	12,101,417,618	9,300,942,965
Client's saving deposit refund	19	(9,157,204,021)	(7,646,799,002)
Interest on clients saving deposit	19	880,656,763	626,999,762
Staff security received	20	18,917,812	11,770,058
Staff security payment	20	(4,911,845)	(5,840,795)
Service benefit fund received	21	80,513,143	66,670,727
Service benefit fund payment	21	(6,633,905)	(8,108,432)
Surokkha fund received	22	616,605,635	426,778,425
Surokkha fund payment	22	(336,228,379)	(305,265,190)
Net cash from financing activities		9,197,569,681	1,269,051,027
Net increase / (decrease)		(575,725,273)	(556,108,406)
Cash and cash equivalent at the beginning of the year		1,261,570,132	1,817,678,538
Closing cash and cash equivalent	13	685,844,859	1,261,570,132

Footnotes:
1. Independent auditor's report - Page 1-2.
2. The accompanying notes 1-37 form an integral part of these financial statements.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
RJSC Firm Registration Number: 2-PC7202

Akhtar Sanjida Kasem, FCA, FCMA, CFE
Partner
Enrolment Number: 643
DVC: 2210040643AS429579

Place: Dhaka
Date: 02 October 2022

A. QASEM & CO. GULSHAN DHAKA CHARTERED ACCOUNTANTS

Diptimoy Barua
DD & Head of Finance & Accounts

Abdul Hamid Bhuiyan
Executive Director & CEO

Murshed Alam Sarker
Chairman

Credit Rating Report...

SSS has been rated by the Credit Rating Agency of Bangladesh (CRAB) on the basis of Financial Statements for the year ended on 30 June, 2022. The summary of the rating is presented below:

2021 - 22 [CRAB]*	2020 - 21 [CRAB]*	Definition
Long Term **AA3**	Long Term **AA3**	Micro Finance Institutions rated in this category are adjudged to offer adequate safety for timely repayment of financial obligations. This level of rating indicates a corporate entity with an adequate credit profile. Risk factors are more variable and greater in periods of economic stress than those rated in the higher categories.
Short Term **ST-2**	Short Term **ST-2**	Strong capacity of timely repayment. Liquidity factors and company fundamentals are sound. Although ongoing funding needs may enlarge total financing requirements, access to capital markets is good. Risk factors are small.
Outlook: **Stable**	Outlook: **Stable**	

Date of Rating December 5, 2022, Valid till December 31, 2023

This rating is higher than the previous rating reflecting the organization's steady qualitative growth momentum.

*** In the year 2021-22, the rating was done by Credit Rating agency of Bangladesh (CRAB) and they awarded the organization "AA3" which means this category are adjudged to offer adequate safety for timely repayment of financial obligations. This level of rating indicates a corporate entity with an adequate credit profile. Risk factors are more variable and greater in periods of economic stress than those rated in the higher categories. "ST-2" which means good liquidity supported by sound fundamental protection factors and risk factors are small in short term.**

উপসংহার................

এসএসএস নিবেদিত কর্মকাণ্ড অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর শ্রেয়োবোধে সিক্ত। কল্যাণব্রত নির্মোহ কর্মপ্রচেষ্টা সম্পদ-সক্ষমতার জোয়ার উত্তোলনে সক্রিয়। বস্তুনিষ্ঠ কর্মসূচি দারিদ্র্য নির্মূলে তিন-যুগেরও বেশি সময় ধরে নিয়োজিত। সংস্থার সমৃদ্ধিজাত কর্মপ্রয়াসের শাশ্বত আবর্তন--তৃণমূলে আমূল পরিবর্তন ও উৎকর্ষসাধন পরিদৃষ্ট। আন্দোলিত শৃঙ্খল উন্নয়ন-বর্ধন, শান্তি, ন্যায় বিচার ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত। এসএসএস-এর পুরোগামী অগ্রযাত্রা নবপল্লবে অনন্ত-বর্ষে চলমান থাকবে।

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)

প্রধান কার্যালয়: হাউজ-৬/১, ব্লক-এ, লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-০২-৫৫০০৮৩৩৪-৫

ফাউন্ডেশন অফিস: এসএসএস ভবন, ময়মনসিংহ রোড, পোস্ট বক্স নং ১০, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ
ফোন: ০২৯৯৭৭-৫২৬৩০, ৫২৬৩১; ফ্যাক্স: ৮৮-০৯২১-৬৩৯৩১
ই-মেইল: ssstgl@btcl.net.bd, ssstgl@yahoo.com
Website: www.sss-bangladesh.org